৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ১৫ আষাঢ় – ২১ আষাঢ়, ১৪৩০ ঃ ১ জুলাই – ৭ জুলাই, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 37, 1 July - 7 july, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : এই প্রথম রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ তদন্তের

চার্জশিট গ্রহণ করল আদালত। সিবিআই মাসখানেক আগে জমা দিলেও অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর গৃহীত হল চার্জশিট।

রবিবার : কেঁচো খুঁড়তে কেউটে নয়, বেরোলো ডাইরি। ইডির দাবী,

এই ডাইরি সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র মারফত নিয়োগ দুর্নীতির টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে জমা পড়েছে বিদেশী ব্যাংকে। ডাইরি থেকে নাকি বেরিয়েছে কিছু নামও।

সোমবার : আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও ১০ বছর ধরে দুই

মাদকপাচারকারীকে না ধরা এবং ঠিকমত তদন্ত না করার জন্য রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চ। পাচারকারীদের গ্রেফতারের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার : নিয়োগ দুর্নীতিতে নয়া মোড়। গ্রুপ সি নিয়োগ

সংক্রান্ত ফাইল পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়ে দিল রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। জানানো হয়েছে ফাইল থাকার কথা কমিশন বা পর্ষদে। করা হয়েছে ডাইরি।

বুধবার : ভোপালের সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জোর

দিলেন অভিন্ন দেওয়ানি বিধির উপর। বিজেপির অন্যতম নির্বাচনী আজেন্ডা এই বিধি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে সারা দেশে।

বৃহস্পতিবার : রাজ্য সরকার বেআইনি বললেও রাজ্যের

১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য্য তথা রাজ্যপালের অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ বৈধ বলে জানিয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। উপাচার্যরা আগের মতই বেতন ভাতা পাবেন বলেও জানিয়েছে আদালত।

শুক্রবার : জঙ্গী কার্যকলাপে শিশুদের অন্তর্ভুক্তির লজ্জাজনক

তালিকা থেকে অবশেষে বাদ পড়ল ভারতের নাম। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব বলেছেন ভারত সরকারের সদর্থক পদক্ষেপে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাঙালির হাতেই বধ বাংলার শিক্ষা

ওঙ্কার মিত্র

যে বাংলার শিক্ষাকে একদিন বাঙালি শিক্ষাবিদরা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাকে বাঙালির হাতেই এভাবে অত্যাচারিত হতে হবে কেই বা ভেবেছিল। শুধুমাত্র শাসকের বদলে বাংলার শিক্ষায় এমন লাঞ্ছনা নেমে আসবে ভাবতেও অবাক লাগে। বিদেশী শাসক যে শিক্ষার পাশে দাঁড়ালো তাকেই ক্ষতবিক্ষত করল দেশীয় শাসকরা। এমন অদ্ভুত কান্ড পৃথিবীতে বিরল। নাহলে ডাক্তারি পরীক্ষায় গণ টোকাটুকির অভিযোগ তুলে রাজ্যপালকে চিঠি দেবেন কেন পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তাররা। নিজের স্বাস্থ্যভাবনায় আঁতকে উঠবেন না, বরং আরও কিছু শোনার জন্য তৈরী হোন। সূত্র জানাচ্ছে চিকিৎসকেরা তাঁদের অভিযোগে জানিয়েছেন ডাক্তারি পরীক্ষার সময় পর্যবেক্ষক বা পরিদর্শক পাঠাচ্ছে না রাজ্যের স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়। এমনকি পরীক্ষার হলের সিসিটিভি বন্ধ করে রাখা হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। গত ৮ জুন স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি দেন অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস–এর সরকারি চিকিৎসকরা। কোনো সদর্থক পদক্ষেপ না নেওয়ায় তারপর তারা চিঠি দেন রাজ্যপালকে। স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুহৃতা পাল সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'আমরা পরীক্ষার সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক করেই নিয়ে থাকি। তারপরও যখন গণটোকাটুকির অভিযোগ উঠছে তখন আমরা খতিয়ে দেখব।' সূত্রের আরও খবর, এমবিবিএস পড়া চলাকালীনই হবু ডাক্তাররা এমডি, এমএস–এর জন্য বেসরকারি কোচিংএ ভর্তি হচ্ছেন আর চলতি পড়াশোনোয় বেশি সময় না দিয়ে এমবিবিএস পাশ করছেন টুকে। এই কোচিং ক্লাসগুলিতে চুটিয়ে রোজগার করছেন কিছু অধ্যাপক ও চিকিৎসক। অভিযোগ গুরুতর

তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর কোনো সুরাহা হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ব্রিটিশ আমলে বাংলার শিক্ষাবিদরা কত কষ্ট করে পুরুষ নারীর ভেদাভেদ ঘুচিয়ে সার্বজনীন করেছিলেন আধুনিক বাংলা শিক্ষাকে। প্রাচীন দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতি ছেড়ে ইংরেজিকে সঙ্গী করে বঙ্গ শিক্ষার পাখা মেলেছিল আন্তর্জাতিক আকাশে। মিলেছিল নোবেল পুরস্কার। ব্রিটিশ নিজের ব্যবসার তাগিদে শিক্ষিত করেছিল বাঙালিকে আর সেই সুযোগ নিয়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরা শিক্ষার আলোয় বাঙালিকে দেখিয়েছিলেন মুক্তির পথ। সেই পথেই তৈরী হয়েছে দেশীয় শাসকের দল, অথচ তারাই ক্ষমতায় এসে একের পর এক কোপ মেরেছেন বাংলার শিক্ষায়। আজ আধমরা সেই শিক্ষা খাবি খাচ্ছে, বাঁচাবার কেউ নেই।

স্বাধীনতার পর বাংলার ক্ষমতায় যাঁরা এসেছেন প্রত্যেকেই শিক্ষিত, তবু বাংলাতে বারবার বলি হয়েছে শিক্ষাই। অসময়ের কান্ডারী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সময় চরম অবক্ষয় এসেছিল বঙ্গশিক্ষায়। ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল বাংলায় স্কুল কলেজে অবাধে গণ টোকাটুকি দেখেছিল বাঙালি। কংগ্রেসী তকমাধারী গুন্ডাদের ভয়ে মুখ খুলতে পারেননি শিক্ষক শিক্ষিকারা। নকশালরা চলতি বুর্জোয়া শিক্ষাকে ধ্বংস করতে স্কুল কলেজে বোমাবাজির নামে নৈরাজ্য তৈরী করেছিল বাংলায়। ভেঙেছিল বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের মূর্তি। আবার নকশাল দমনের নামে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল বাংলার মেধাবী প্রজন্মকে।

সেই দুঃসপ্নের দিন কাটিয়ে বামেদের শাসনে যিনি হাল ধরলেন সেই জ্যোতি বসুও লাভ করেছিলেন বিদেশী শিক্ষা। অথচ প্রাথমিকে ইংরেজি শিক্ষার বিলোপ, কম্পিউটার বিরোধী আন্দোলনে মদত দিয়ে একের পর এক কোপ মেরে গিয়েছেন বাংলার শিক্ষায়। কমিটি নির্বাচনের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে করে তুলেছিলেন রাজনীতির আখড়া। স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের হাত থেকে বাংলার শিক্ষা চলে গেল পাড়ার রাজনৈতিক দাদাদের হাতে। খুন হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। মান নামতে শুরু করল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকল বেসরকারি শিক্ষা ব্যবসা। বোঝা গেল শিক্ষাকে পণ্য করে তুলবার জন্যই এত প্রচেষ্টা। শ্রেণীহীন সমাজের প্রবক্তা বামেদের আমলেই সৃষ্টি করা হল ইংরেজি জানা আর ইংরেজি না জানা দুই শ্রেণী। উপায় নেই। বিকল্প নেই। তিন দশক ধরে টানা চলল বাম আমল।

যখন বিকল্প পাওয়া গেল তখন পাল্টে গেল জমানা। স্বপ্ন দেখিয়ে হাল ধরলেন যিনি সেই মমতা ব্যানার্জি ঘরোয়া নেত্রী হলেও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াবেন বলেই আশা ছিল বাঙালির। কিন্তু দেখা গেল নানা প্রকল্প রচনা হলেও বাদ গেল শিক্ষা।

এরপর পাঁচের পাতায়

রেল লাইনের গার্ড ভাঙা দুর্ঘটনার আশঙ্কা

বজবজ স্টেশনের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব রেলের অন্তর্গত শিয়ালদহ–বজবজ শাখার বজবজ স্টেশন ফেলে ওয়েস্ট কেবিন ১৯৩২ বজবজ কালীবাড়ি যাবার যে রেল গেট

তার কাছেই রেল লাইনের দুটি পাতের মাঝে যে সিমেন্টের গার্ড থাকে সারিবদ্ধভাবে, এক জায়গায় একটি গার্ড ভেঙে গেছে। এমনই চিত্র সম্প্রীতি উঠে এল আলিপুর বার্তার ক্যামেরায়। অন্তিম স্টেশন কোমাগতামারু–বজবজ স্টেশন হলেও পরবর্তী লাইনে মাল ট্রেন যাতায়াত করে। কয়লা–সহ নানা দ্রব্য নিয়ে প্রচুর মাল ট্রেন এই রেল পথে যাতায়াত করে। অনেকেরই আশঙ্কা যদি ভাঙা গার্ড সারানো না হয়, তাহলে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সম্প্রতি করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা সহ বিভিন্ন জায়গায় রেল দুর্ঘটনা ঘটছে। ছোটো ছোটো ত্রুটি বিচ্যুতি বড় কোনো সমস্যার সৃষ্টি করার আগেই তার সমাধান করা উচিত। এই প্রসঙ্গে কোমাগাতামারু–বজবজ স্টেশন ম্যানেজার শিরকার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন এবং সমস্যার সমাধান করবেন। শিরকার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে রেল লাইনের ছবিটি আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। এই প্রসঙ্গে পূর্বরেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্রর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলেও তিনি ফোন ধরেননি।

ছবি: অরুণ লোধ

পঞ্চায়েত নির্বাচনে পেশীশক্তি কায়েমের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ৮ জুলাই রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েত ভোট। রাজ্য জুড়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ। অনেক রথী, মহারথী জেলে। সঙ্গে দেদার জনমুখী প্রকল্পের ঢল। বিশ্লেষকদের মতে, এযেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা। ২০২৩ অর্থাৎ এবারে ভোট হবে মোট ৬৩ হাজার ২২৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৯ হাজার ৭৩০টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৯২৮টি জেলা পরিষদ আসনে। ভোট গ্রহণ হবে মোট ৬১ হাজার ৩৪০টি বুথে। তবে এখানে ভোট মানেই মারামারি, খুনোখুনি। এসব শুধু এখন নয়, বামফ্রন্ট আমল থেকে চলছে। এখন তো মাত্রাছাড়া পর্যায়ে পৌঁছেছে, বলেই অধিকাংশ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত। তবে সর্বদলীয় সাধারণ সম্পাদক পদযাত্রার নবজোয়ারে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ তাদের সঙ্গে আছে, এটা বিভ্রম না বাস্তব, সেটা জানতে অপেক্ষা করতে হবে নির্বাচনের ফলাফলের জন্যে।

তবে এবার যে পঞ্চায়েত আসতে চলেছে সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণে কতটা কার্যকর হতে পারে, এ প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'সামগ্রিক ভাবে নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে খুব একটা ফলপ্রসূ ব্যাপার নয়। একটা আশা–নিরাশার দোলাচল। এর মধ্যে দিয়েই এই পঞ্চায়েত হতে চলেছে। এর প্রধান কারণ হল, রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্যে যেভাবে জোর–জবরদস্তি করা হচ্ছে, যেভাবে

হিংসাত্মক ঘটনাসহ হত্যালীলা হচ্ছে, এটা মোটেই কাঙ্খিত নয়। যেখানে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে হিংসাত্মক ঘটনার নজির নেই, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে সন্ত্রাস ও ভীতি, এটা রাজ্যবাসী মোটেই ভালো চোখে নিচ্ছে না। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা সাতে পাঁচে থাকে না, যারা একটা পরিচ্ছন্ন সরকার, স্বচ্ছ পরিবেশ চায়, তারা কার্যত এহেন রাজনৈতিক কারবারিদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এমনটাই মনে হয় আমার। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধীশূন্য শাসন ব্যবস্থা কখনো কাম্য নয়। কারণ এটা একশাসকতন্ত্রেরই নামান্তর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, সে বিরোধীশূন্য শাসন ব্যবস্থা কায়েমে বদ্ধ পরিকর। অতীতে বামফ্রন্টের মধ্যেও এহেন লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। বর্তমানে তৃণমূলও এই দোষে দুষ্ট হতে চলেছে। এছাড়া রাজনীতির নামে বর্তমানে যে ধর্মীয় মেরুকরণের প্রচেষ্টা চলছে, এটাও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কাম্য নয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দলে উত্তপ্ত

কল্যাণ রায়চৌধুরী

বারাসত

উত্তর ২৪ পরগণার জেলা শহর বারাসত পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর দেবব্রত পাল। তার উপর আক্রমণের

প্রতিবাদে বুধবার হেলাহবটতলা মোড়ে বারাসত পুরসভার উপপুরপ্রধান তথা তৃণমূল নেতৃত্ব তাপস দাশগুপ্তর নেতৃত্বে এক প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হয়। উল্লেখ্য, বেআইনী অটো স্ট্যান্ডের প্রতিবাদ করায় মঙ্গলবার আক্রান্ত হন তৃণমূল কাউন্সিলর দেবব্রত পাল। অভিযোগ, বেআইনীভাবে বারাসতের হেলাবটতলা মোড় থেকে বারাসত স্টেশন পর্যন্ত সম্প্রতি একটি টোটো রুট চালু করা হয়েছে। এই রুট চালু করার পর রোজই ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন হেলাবটতলা যানজট তৈরি হচ্ছে। বিষয়টির প্রতিবাদ জানাতে এদিন দেবব্রত পাল হেলাবটতলায় গেলে একদল যুবক আমচকা তার উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। এদিন আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দেবব্রত পাল বলেন, 'বারাসত শহরে এমনিতেই জনবহুল শহর। তারউপর যানবাহনের চাপও অস্বাভাবিক। প্রেসিডেন্ট তাপস দাশগুপ্ত চেষ্টা করছেন তিন লাইন করে সাধারণ মানুষের চলার পথ সহজ করার।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিজেপির দুর্বলতা প্রকট, তবুও লড়াই হবে

আলিপুর সদর মহকুমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সদর মহকুমার বজবজ ১ ও ফলতা ব্লকে পঞ্চায়েত ও সমিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল কংগ্রেস জয় লাভ করেছে। কিন্তু বজবজ–২, বিষ্ণুপুর–২, বিষ্ণুপুর–১, ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা, ডাঃ হারবার ১ ও ২ ব্লকে প্রায় কমবেশি প্রতিটি স্তরেই পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ছে সিপিএম এবং বিজেপি। জেলা পরিষদের বেস কিছু আসনে কংগ্রেসও আছে। যদিও প্রচারে এগিয়ে আছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। অনেকেই বলছেন নানা ইস্যু থাকা সত্ত্বেও ডাঃ হারবার লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে ভোটের ময়দান জমজমাট হল না। যদিও বিজেপির ডাঃ হারবার সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ সরদার একথা মানতে নারাজ। তিনি বলেন, ফলতা–বজবজ–১ ব্লকে শাসক দলের সন্ত্রাসের কারণে আমরা প্রার্থী দিতে পারিনি। বিষয়গুলো আমরা নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছি। যে সমস্ত

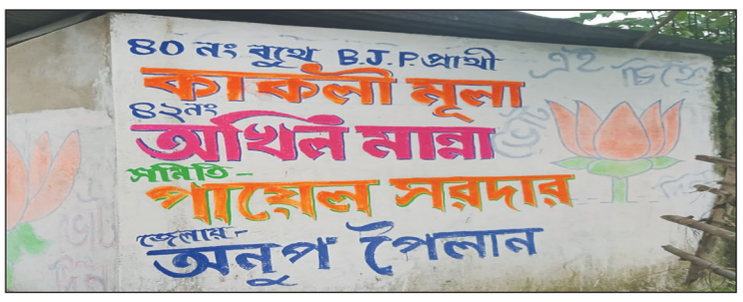

আসনে আমরা লড়ছি যদি শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোট হয়, আমরাই জিতব। তবে অনেক মণ্ডল সভাপতি জানিয়েছেন মনোনয়ন পর্বে তারা নাকি জেলা নেতৃত্বের সহযোগিতা পাননি। অন্যদিকে,তৃণমূলের যুবনেতা বুচান ব্যানার্জী বলেন, যে কটা আসনে লড়ছি, সবেতেই আমরা জিতব। বিজেপির প্রার্থী খুঁজে পায়নি, তাই সন্ত্রাসের অভিযোগ করছে।

বর্ষার ট্রেলারে মহকুমা জুড়ে বেহাল পথের চালচিত্র

কুণাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আলিপুর সদর মহকুমার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের বেহাল রাস্তা ঘাটের সমস্যায় জেরবার হচ্ছে নিত্যযাত্রীরা। মহেশতলা এলাকার বাটা মোড়ের সম্প্রতি উড়াল পুলের শুরু থেকে ৭ কিলোমিটার জিনজিরা বাজার পর্যন্ত বজবজ ট্র্যাঙ্ক রোডের বেহাল অবস্থা দেখে লোক আঁতকে উঠছেন। চার মাস আগে রাস্তা সংস্কারের জন্য ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ করে পূর্ত দপ্তর। ভার্চুয়ালি রাস্তা সংস্কারের উদ্বোধন করেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। কিন্তু এখনও সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি। এর আগেও আমরা খবর করেছি। আমরা লিখেছিলাম বর্ষায় পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হবে।

বজবজ ট্র্যাঙ্ক রোড

চড়িয়াল সেতুর রাস্তা

জয়রামপুর মন্দিরের রাস্তা

তাই হয়েছে। ভাঙাচোরা গর্তে ভরা রাস্তায় বর্ষার জল জমে পরিস্থিতি ভয়ানক হয়েছে। যেকোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পথের সংস্কারের দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মহেশতলার বিধায়ক দুলালবাবু বলেন, আমি তো আগেই বলেছি আগে ড্রেনেজ ব্যবস্থা হবে তারপর সংস্কার হবে। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল বেহাল অবস্থার আসু সমাধান না হলেতো মানুষের হয়রানির শেষ নেই। কোনো প্যাচওয়ার্ক কি শীঘ্র করা যায় না? সেই প্রশ্নে বিধায়ক বলেন, এই ব্যাপারটা জেলাশাসক দেখুন।

অন্যদিকে, বজবজ পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত নবনির্মিত চড়িয়াল সেতুর ওঠার মুখে জল জমে বেহাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সদ্য হওয়া সেতুর মুখে গর্ত হয়ে বর্ষার জল জমে যাচ্ছে। গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা তৈরি হচ্ছে। দুর্ঘটনারও আশঙ্কা থাকছে। এই ব্যাপারে বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, দেখুন রাস্তাটা বজবজ পৌরসভার নয়, পূর্ত দপ্তরের। আমি রাস্তার ছবি তুলে পূর্ত দপ্তরে পাঠিয়েছি। খুব শীঘ্রই সংস্কার হবে।

অন্যদিকে, বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত জয়রামপুরে খরগেশ্বর শৈব মন্দিরে যাবার ১ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থায় নিত্যযাত্রী ও তীর্থযাত্রীরা হয়রান হচ্ছেন। সকলেরই দাবি এই তীর্থস্থানে যাবার রাস্তাটির দ্রুত সংস্কার হোক। এই প্রসঙ্গে সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর বলেন, ওই রাস্তা সংস্কারের জন্য ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ভোট ঘোষণার কারণে সংস্কার করা যায়নি। তবে খুব শীঘ্রই সংস্কার শুরু হবে। ওই রাস্তার ধারে উচু জায়গায় বাড়ি থেকে জল গড়িয়ে এসে পিচ নষ্ট করে দিচ্ছে। তাই ওই রাস্তা আমরা পেপার ব্লক করে দেব।

ছবি: অরুণ লোধ

উত্তরের আঙিনায়

ডেঙ্গু আটকাতে বদ্ধপরিকর শিলিগুড়ি পুরনিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষা শুরু হয়েছে, বাড়ছে ডেঙ্গুর আশঙ্কা। ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত পূর্বে শহরে বেশ কয়েকজনের ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। তাই শহরে ডেঙ্গু আটকাতে একাধিক পরিকল্পনা ও প্রচার গ্রহণ করেছে শিলিগুড়ি পুরোনিগম। আজ থেকে শহরে নেমেছে ৬টি সাউন্ড যুক্ত ই–রিক্সা। শহরের পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সবুজ পতাকা দেখিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ আরো অন্যান্যরা শুভ সূচনা করেন। শিলিগুড়ি পুরনিগমের গৌতম দেব জানান, ডেঙ্গু আটকাতে এবার আগের থেকে প্রচার ও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, শহরে ডেঙ্গুর প্রকোপ আটকানো সম্ভব, এই বিষয়ে তিনি আশাবাদী।

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণবঙ্গে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকলেও, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সম্ভাবনা রয়েছে ভারী বৃষ্টিপাতের , এমনটাই জানিয়েছে হাওয়া অফিস। প্রসঙ্গত আগামী শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের কবলে পড়তে পারে, অপরদিকে দক্ষিণবঙ্গে শনিবার থেকে বৃষ্টিপাত কমে যাবার সম্ভাবনা। আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়িতে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। অপরদিকে মালদা দিনাজপুর সহ অন্য জেলা গুলিতেও রয়েছে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় বাড়ি থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে রাস্তায় ধস নামার সম্ভাবনা রয়েছে। আগেভাগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা এই নদীগুলি অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে ফুলে ফেঁপে উঠতে পারে। অপরদিকে ভারী বৃষ্টিপাতের দরুণ পাহাড়ে দৃশ্যমান্যতা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আগেই বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পাবে। তবে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বদলাবে না। বিভিন্ন জেলা জুড়ে থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

নকশালবাড়িতে ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে থাকার আশ্বাস দার্জিলিং জেলা সভাপতি পাপিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নকশালবাড়ির অন্তর্গত মুড়ি বসতির এলাকার বাসিন্দাদের নিদারুণ অবস্থা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন দার্জিলিং জেলা সভাপতি। বাসিন্দাদের সমস্যার কথা শোনার পর তিনি নিজেকে কিছুতেই ঠিক রাখতে পারলেন না। সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা দার্জিলিং জেলা সভাপতি জানান কীভাবে তাদের আতঙ্কের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। সব সময় তাদের ভয় হয় কোন সময় কী ঘটে যাবে। এইরকম পরিস্থিতিতে থাকতে তারা আর থাকতে পারছেন না, উল্লেখ্য এই বিষয়ে তাঁরা জানান দার্জিলিং জেলা সভাপতি কেড়িবগত কিছুদিন ধরে ভাঙা ঘরে কোনো রকমভাবে করছেন, আর রাতে খোলা আকাশের নীচে দিন কাটছে তাদের। তাঁরা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ঘটনার পরে তাদের কাজে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কাজে না যাওয়ার কারণে রোজগার প্রায় বন্ধ হয়। আগামী দিনগুলো কীভাবে তাদের কাটবে বুঝেই উঠতে পারছেন না। এদিন জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ মুড়ি বসতি এলাকায় যেতেই, ওই গ্রামের মহিলারা ভেঙে পড়েন তাঁর কাছে। জেলাসভাপতি সবাইকে শান্তনা জানাতে গিয়ে তিনি নিজেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। বাসিন্দারা জানান তারা আতঙ্ক নিয়ে চলছেন কখন কী হবে। আতঙ্ক না কাটার জন্য, তারা তাদের বাচ্চাদের বিদ্যালয় পাঠাতে পারছেন না। জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ তাদের সান্তনা দিয়ে জানান, তাদের দল এবং তিনি তাদের পাশে আছেন। যত তাড়াতাণি সম্ভব ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যতগুলি ঘর ভেঙে গেছে তিনি দায়িত্ব নেবেন সারিয়ে তুলতে। এছাড়া প্রতি বাড়িতে খাবারের ব্যবস্থা করবেন বলে জানান। মহিলারা তাঁকে জানান, তারা প্রত্যেকদিন আতঙ্ক নিয়ে চলছেন, তিনি সব শুনে তাদের জানান আর কিছু হবে না,উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে দল। প্রত্যেক বাসিন্দাদের নিরাপত্তা দেবে রাজ্য সরকার। তিনি আরো জানান সময় আসলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। এই ব্যাপারে তিনি তার কর্মীদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান। বাসিন্দারা আরো তাকে জানায়, এই বর্ষায় ঘর ভেঙে যাওয়ায় কারণে বৃষ্টি হলে প্রচণ্ডভাবে সমস্যায় প।বেন তাঁরা। তিনি যদি ব্যবস্থা নেন তবে একটু সমস্যা কম হবে। জেলা সভাপতি তাদের আশ্বাস দেন, তিনি পাশে আছেন কোনো সমস্যা হবে না। এছাড়া তিনি এই বিষয়ে আরো জানান ফিরে গিয়ে তিনি তার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

শিলিগুড়িতে তর্পণ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের আহ্বানে, দার্জিলিং জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় ও শিলিগুড়ি ১,২,৩ ব্লক মহিলা ফুল কংগ্রেসের উদ্যোগে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হল তর্পণ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। রক্তের সংকট কাটাতে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, এদিন সকালে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত দলীয় কর্মীরা উক্ত রক্তদান শিবিরে রক্ত দান করেন। উপস্থিত হয়েছিলেন,শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পাপিয়া ঘোষ সহ আরো নেতৃত্ব বৃন্দ।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১ জুলাই – ৭ জুলাই, ২০২৩

মেষ রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। বেকারদের চাকরির সুযোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা হলেও তা কাটিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে কর্মে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় খাওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি। প্রেশার, নার্ভ সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কা।

প্রতিকার : হনুমানজির আরাধনা করুন।

বৃষ রাশি : সাংসারিক কষ্ট বৃদ্ধি পেলেও কারো কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। চাকরি পেতে বিলম্ব। চাকরিতে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ। কিন্তু অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : কেশরের তিলক লাগান।

মিথুন রাশি : সঞ্চিত ধন ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রসারতায় শুভ ফল লাভ। পুষ্টি বিনিয়োগ করতে পারেন। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন। অবিবাহিতরা বিবাহের যোগাযোগ করতে পারেন। সাবধানে চলাফেরা করুন। শ্লেষ্মা জাতীয় রোগের বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশকে দুর্বা ঘাস দিয়ে পুজো করুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। স্বজনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধী মনোভাব। ব্যবসায় বিনিয়াগে ঝুঁকি রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে বিতর্ক। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা বৃদ্ধি। বিবাহে বাধা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। শ্লেষ্মাতে কষ্ট পাবেন।

প্রতিকার : আগের দিন রাতে চাঁদির গ্লাসের জল ভরে রাখুন, পরের দিন পান করুন।

সিংহ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সহকর্মীর বিরুদ্ধাচারণ। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বিলম্ব। সন্তান থেকে কোনো খুশির খবর পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মস্থলে বিপরীত সম্ভাবনা। জরায়ুর সমস্যা, ডায়াবিটিস, পায়ের ব্যথা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বিকলাঙ্গদের সেবা ও ভোজন করান।

কন্যা রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ রয়েছে। স্বজনেরপ্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চনা। ব্যবসার প্রসার জয় শুভ ফল লাভ। পেশাদারিতেও শুভ ফল লাভ। দুর্ঘটনার থেকে সাবধান। আয়ভাবে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মাছেদের দানা খাওয়ান।

তুলা রাশি : কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা বোধ। প্রিয়জনের প্রতি বিরোধী মন্তব্য না করাই ভালো ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। শরীর–স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকার সম্ভাবনা। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। সতর্কতার সঙ্গে পথে চলা প্রয়োজন। ব্যবসায় মন্দা।

প্রতিকার : শুক্রের বীজমন্ত্র পড়ুন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সবস্যা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা লাগা জনিত রোগের সম্ভাবনা। সরকারি চাকরিজীবীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। আয়ভাব আগের তুলনায় শুভ ফলদাতা। ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : একটি লাল রঙের রুমাল রাখুন।

ধনু রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তার মাশুল দিতে হতে পারে। জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায় সুফল লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্জিত আয় পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার কলাগাছে জল চড়ান এবং হলুদ ডাল দান করুন।

মকর রাশি : ভাই বোনের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত লাভের সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার বা শনিবার বজরঙ্গবলীর পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কোনো দ্রব্য চুরি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য হানি বা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ না করাই যুক্তি যুক্ত হবে। বিপরীত লিঙ্গের থেকে কোনও অর্থ বা সম্পত্তি পেতে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : রাস্তার কুকুরদের খাওয়ান।

মীন রাশি : ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের বা আত্মীয় পরিজনের সাথে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। চোখ নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি ও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। বিনিয়োগে ক্ষতির সম্ভাবনা।

এইমসে বিভিন্ন পদে ১২৮ জন নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হৃষিকেশের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের 'স্টোরকিপার' 'ল্যাব অ্যাটেন্ড্যান্ট, 'স্টোর্স অ্যাটেন্ড্যান্ট ও 'ফার্মাসিস্ট' পদে ১২৮জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য।

স্টোর কিপার : মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্টের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা ও গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। শূন্যপদ ২০টি।

'ল্যাব অ্যাটেন্ড্যান্ট গ্রেড ৩ : সায়েন্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,২০০ থেকে ২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা। শূন্যপদ ৪১টি।

অফিস অ্যান্ড 'স্টোর্স অ্যাটেন্ড্যান্ট (মাল্টি ট্যাস্কিং) : মাধ্যমিক পাশরা আইটিআই থেকে ট্রেড সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,২০০ থেকে ২০,২০০ও গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা। শূন্যপদ ৪০টি।

ও 'ফার্মাসিস্ট' গ্রেড ২: ফার্মাসির ডিপ্লোমা কোস পাশরা আবেদন করতে পারেন। ফার্মাসিস্ট হিসাবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। কোনো হাসপাতাল বা ইন্ড্রাস্ট্রিতে ম্যানুফ্যাকাচারিং, স্টোরেজ, টেস্টিং অফ ট্রান্স ফিউশন ফ্লুইড সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে ৫,২০০ থেকে ২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ২,৮০০ টাকা। শূন্যপদ ২৭টি।

২০১৭ সালে এই সব পদের জন্য যাঁরা দরখাস্ত করেছিলেন, তাঁদের নতুন করে আর দরখাস্ত করতে হবে না। সবক্ষেত্রে বয়স গুণতে হবে ১৬–১০–২০১৭ এর হিসাবে। তপশিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩বছর বয়েস ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইনে টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে। দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষা ফি বাবদ স্টোরকিপার পদের বেলায় ৩,০০০ আর অন্যান্য পদের বেলায় ২,০০০ (তপশিলি, প্রতিবন্ধী হলে ১,০০০) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট দেখুন।

কাজের খবর

কয়েক হাজার ক্লার্ক নিয়োগ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক 'ক্ল্যারিক্যাল ক্যাডারে' কয়েক হাজার জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। নেওয়া হবে ইড়স্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন এর 'কমন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ফর রিক্টুরমেন্ট ইন ক্লার্কস ইন পার্টিসিপেটিং অর্গানাইজেশন পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে 'ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 'অনলাইন পরীক্ষা' নেবে. পরীক্ষা হবে দুটি ধাপে। প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ও তাতে কোয়ালিফাই নম্বর পেলে মেন পরীক্ষা। 'মেন' পরীক্ষায় সফল হলে নাম অ্যালোকেশনের জন্য পাঠানো হবে। এই পদের বেলায় কোনো ইন্টারভিউ নেই। 'মেন' পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর দেখে মেধা তালিকা তৈরি হবে ও নিয়োগ হবে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কানাড়াব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অপ ইন্ডিয়া,ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, পঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

যেকোনো শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার অপারেশন, ল্যাঙ্গোয়েজ সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি কোর্স পাশ হতে হবে। স্কুল, কলেজ বা ইনস্টিটিউটে কম্পিউটার , ইনফর্মেশন টেকনোলজি একটি অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে থাকলে কম্পিউটারের ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট কোর্স পাশ না হলেও হবে। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যের সরকারি ভাষা পড়তে, লিখতে ও বলতে পারা দরকার।

প্রাক্তন সমরকর্মীরা ওপরের ওই শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও যোগ্য। তবে তাঁদের বেলায় আর্মি স্পেশাল সার্ভিস অফ এডুকেশন, নেভি বা এয়ারফোর্সের করেসপন্ডিং সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হতে হবে ও অন্তত ১৫ বছর চাকরি করে থাকতে হবে।

বয়স হতে হবে ১–৭–২০২৩র হিসাবে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম তারিখ হতে হবে ২–৭–১৯৯৫ থেকে ১–৭–২০০৩'এর মধ্যে। তপশিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর, বিধবা বা বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলারা আইনত আলাদা হয়ে থাকলে ৯ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। তপশিলিদের প্রি এক্সামিনেশন ট্রেনিং হবে আগস্টে। কোন ব্যাঙ্কে কটি শূন্যপদ তা ওয়েবসাইটে পাবেন। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন (প্রিলিমিনারি ও মেন) পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা নেবে 'ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন'। পরীক্ষা হবে অনলাইনে আগস্ট–সেপ্টেম্বর কলকাতাসহ সারা ভারতের বিভিন্ন অনলাইন পরীক্ষা কেন্দ্রে। পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে বাংলা, ইংরিজি ও হিন্দিতে। অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে ১০০ নম্বরের। ১ ঘন্টার পীরক্ষায় প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে ১) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ৩০ নম্বর। সময় ২০ মিনিট। ২) নিউমেরিক্যাল এবিলিটি ৩৫ নম্বর। সময় ২০ মিনিট। ৩) রিজনিং এবিলিটি ৩৫ নম্বর। সময় ২০ মিনিট।

এরপর অনলাইন মেন পরীক্ষা হবে অক্টোবরে। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের ২০০ নম্বরের ১৯০টি প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে। ১) জেনারেল, ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। জেনারেল ইংলিশ ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, ৩) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিটিউট ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। ৪) রিজনিং এবিলিটি অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউট ৬০ নম্বরের ৫টটি প্রশ্ন। সময় থাকবে প্রত্যেকটি বিষয়ের বিভিন্ন সময়ে। প্রশ্ন হবে ইংরিজিতে।

প্রিলিমিনারি ও মেন পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফল হলে তবেই মেন পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এরপর প্রভিশনালি অ্যালটমেন্ট পাবেন এপ্রিল নাগাদ।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১ জুলাই থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে www.ibps.in অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে যেসব প্রমাণপত্র নিজের কাছে থাকতে হবে ১) বৈধ ই–মেল আইডি। যাদের আইডি নেই তারা নিজের নামে ইমেল আইডি বানিয়ে নিয়ে তবেই দরখাস্ত করবেন। ২) পাশপোর্ট মাপের নিজের রঙিন ফটো ও নিজের সই স্ক্যান করা থাকতে হবে।৩) লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন স্ক্যান করতে হবে ৪) নিচের এই লেখাটি সাদা কাগজে নিজের হাতের লেখায় লিখে স্ক্যান করে নেবেন।(Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid, I will present the supporting documents as and when required".৫) পরীক্ষা ফি বাবদ ৮৫০ (তপশিলি, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মী হলে ১৭৫) টাকা লাগবে. টাকা অনলাইনে জমা দিতে পারবেন, ২১ জুলাইয়ের মধ্যে।

শব্দবার্তা ২৫৩

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। স্বত্ব, দখল ৪। আইনপ্রণয়নের ক্ষমতাবিশিষ্ট জনপ্রতিনিধিসভা ৫। বজ্র ৭। আদেশ, হুকুম ৯। বঙ্গীয় এয়ারমেল ১০ বড় দারোগা।

উপর–নীচ

১। উপদেশ ২। সপ্তাহের ছুটির দিন যোগ দেওয়া ৬। ঢেউয়ের পর ঢেউ ৭। সারকথা ৮। মহা লম্পট ব্যক্তি।

সমাধান : ২৫১

পাশাপাশি : ২। আলিপুর বার্তা ৫। সবান্ধব ৭। টনক ৯। মুখরা ১০। রইরই ১২। অচরিতার্থতা।

উপর–নীচ : ১। উল্লাস ৩। লিপিবদ্ধ ৪। বামুনঠাকুর ৬। বাজারখরচ ৮। পরামার্থ ১১। ইন্দিরা।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি
কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

চোখের যত্ন নিতে ২০–২০–২০ নিয়ম পালন করুন

ডা: মানস কুমার সিনহা

কোভিড উনিশের সংক্রমণের সময় এবং তার পরবর্তীকালে সুস্থ মানব দেহের কোন অঙ্গের উপর সবচেয়ে বেশি চাপ পরিলক্ষিত করা গেছে, এমন প্রশ্ন যদি ওঠে তবে তার এক কথায় উত্তর হওয়া উচিত চক্ষু যুগল। কারণ লকডাউনের সময় এবং তার পরবর্তীকালে ওয়ার্ক ফ্রম হোম, অনলাইন ক্লাস ইত্যাদি চালু হবার পর থেকেই স্ক্রিন টাইমের মাত্রা যে খুব বেশি হারে বেড়ে গেছে তা বলাই বাহুল্য। এছাড়াও গৃহবন্দি মানুষ সারাদিন ধরে টিভির পর্দায় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে চোখ রেখে দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। বাচ্চারা মোবাইল ও কম্পিউটারে অ্যাডিক্ট হয়ে পড়েছে। তাই স্বভাবতই চোখের উপর চাপ বেড়ে গেছে কয়েক গুণ। কিন্তু আমরা কি আদৌ চোখের সুস্বাস্থ্যের উপর কোনো নজর দিয়েছি? উত্তরটা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অথচ চোখ সুস্থ এবং সঠিক দৃষ্টি খুবই জরুরি এবং বিশেষজ্ঞদের মতে কয়েকটি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করলে চোখের উপর চাপ কমানো সম্ভব।

যাদের কাজের অধিকাংশ সময় কম্পিউটার স্ক্রিন, মোবাইল বা ট্যাবের সামনে বসে কাটাতে হয় তারা ২০–২০–২০ নিয়মটি পালন করলে অবশ্যই উপকার পাবেন। এর অর্থ প্রত্যেক কুড়ি মিনিট অন্তর কুড়ি ফুট দূরে কোন বস্তুর দিকে কিছুক্ষণ তাকান এবং চোখের শুষ্কতা এড়াতে কুড়ি বার পলক ফেলুন। ঘরে আলো যেন পর্যাপ্ত থাকে কিন্তু বেশি উজ্জ্বল না হয়। কম্পিউটার মনিটর যেন চোখের স্তরের নিচে থাকে। এছাড়া কুড়ি মিনিট অন্তর সিট ছেড়ে উঠে কুড়ি পা হেঁটে নিলে শরীরের অন্যান্য সিস্টেমের পক্ষেও যথেষ্ট উপযোগী হবে।

এছাড়াও আমরা যদি মাঝে মাঝে হাত ধোয়ার অভ্যাসটা বজায় রাখতে পারি তাহলে আমরা যারা কন্টাক্ট লেন্স বা চশমা ব্যবহার করি তারা চোখের ইনফেকশন এড়াতে পারবো। বাইরে বের হওয়ার সময় অবশ্যই রোদ চশমা ব্যবহার করা উচিত। যারা কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করেন তাঁরা বাধ্যতামূলকভাবে চোখ ঢাকা কালো চশমা পড়ুন। চোখের শুষ্কতা এড়াতে মাঝে মাঝে জল দিয়ে চোখমুখ ধোয়া অভ্যাস করুন। আজকালকার ছেলেমেয়েরা অধিক রাত অবধি জেগে কম্পিউটার বা মোবাইলে পড়াশোনা বা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে নিমগ্ন থাকে। অনিদ্রা বা স্বল্পনিদ্রা চোখের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। তাই সঠিক সময়ে এবং পরিমাণে নিদ্রা সুস্থ চোখের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া ধূমপান অথবা বিভিন্ন মাদক সামগ্রী গ্রহণও চোখের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এবং অবিলম্বে এই অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত।

আমরা সকলেই জানি যে প্রচুর পরিমাণে শাক–সবজি ফলমূল আমাদের প্রয়োজনীয় অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সরবরাহ করে যা কিনা চোখের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। অতএব প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি এবং ফলমূল গ্রহণ করুন। নিয়মিত চিকিৎসকের কাছে গিয়ে চক্ষু পরীক্ষা করান এবং সঠিক পাওয়ারের চশমা ও লেন্সের ব্যবহার করুন। চোখের কোনো সমস্যা দেখা দিলে অবজ্ঞা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। অতি সাধারণ কিছু নিয়ম–কানুন মানলে এবং সঠিক যত্ন নিলেই আমরা সুস্থ চোখ ও দৃষ্টি বজায় রাখতে পারবো।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বিষ্ণুপুরে জোড়া খুনের মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় কলেজ ছাত্রী ও তার জ্যেঠিমা জোড়া খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ। গত শুক্রবার হাটখোলা নূরশিদাচক গ্রামে একটি পুকুর থেকে ২টি মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কলেজ ছাত্রী চুমকি নস্কর (১৯)

এবং তার জ্যেঠিমা পূর্ণিমা নস্কর (৫৪)রের। পরিবারের লোকজন পাশের গ্রামের সৌরভ মণ্ডলের নামে অভিযোগ করে। পলাতক সৌরভকে রবিবার গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার তাকে আদালতে তোলা হলে আগামী ৭ জুলাই পর্যন্ত তার পুলিশ হেফাজত হয়। সোমবার ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, সম্পর্কের টানাপড়েনের জেরে এই খুন। খুনের কথা স্বীকার করেছে সৌরভ। সৌরভ একসময় চুমকিকে ভালোবাসতো। নস্কর পরিবার তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সৌরভ বেঁকে বসে। কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন হলেও সৌরভ ফোনে চুমকিকে বিরক্ত করত। চুমকি নতুন এক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। সৌরভ তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ২জনকে খুন করে। প্রথমে চুমকিকে, তারপর তার জ্যেঠিমাকে। ভারি কোনো বস্তু দিয়ে প্রথমে আঘাত করে পরে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়।

ছুরির আঘাতে মৃত

প্রিয় মুখার্জী : জমিতে পাঁচিল দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে ভাইপোর হাতে কাকা খুন, মৃতর নাম উসমান ঢালী, অভিযোগ,দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরবার পথে পিছন থেকে ছুরি মারে ভাইপো হাসাম ঢালী, তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়, ঘটনাটি ঘটে কুমোরহাটে, ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত, জানা গিয়েছে, উসমান ঢালীর প্রতিবেশী হাসাম ঢালী, উসমান ঢালীর সূর্যপুর সেতুর কাছে কাপড়ের দোকান আছে, সেই দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে হামলা, উসমান ঢালীর বোনের জমিতে পাঁচিল দেওয়া হচ্ছিল, যার সীমানা ছিল হাসাম ঢালীর দিকে, এই নিয়ে বিকালে দুই পক্ষের বিবাদ হয়, পাঁচিল ভেঙে দেওয়া হয়, তারপর রাতে এই ঘটনা. বারুইপুর থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

তৃনমূল থেকে বহিস্কৃত ৩০

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃনমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরে নির্দল প্রার্থী হয়ে পঞ্চাযেত ভোটে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। সেইসব নেতাকর্মীদের বহিস্কার করলো তৃণমূল । রবিবার বোলপুরে তৃণমূল দলীয় কার্যালয় থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে জেলার বহিষ্কৃত নেতা কর্মীদের নামের তালিকা প্রকাশ করেন বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী এবং অভিজিৎ সিংহ। খয়রাশোল ব্লকের উনিশ, মুরারই একনং ব্লকের সাত,সিউড়ি এক নং ব্লকের এক ,রাজনগর ব্লকের এক, রামপুরহাট দুইনং ব্লকের এক এবং দুবরাজপুর ব্লকের একজন নেতাকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে তৃনমূলসূত্রে জানা গিয়েছে। বহিস্কৃত তিরিশ নেতাকমীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর গ্রামপঞ্চায়েতের বিদায়ী. প্রধান টুকুরানী মন্ডল এবং রাজনগর ব্লকের ভবানীপুর গ্রামপঞ্চায়েতের বিদায়ী. উপপ্রধান বামাপদ ঘোষ। বহিষ্কৃত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দল বিরোধী কাজ করার অভিযোগ উঠেছে।

কংগ্রেস ছাড়লো জেলা যুব সাধারণ সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট বন্টন নিয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে কংগ্রেস ছাড়লো বীরভূম জেলা যুব কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক টিপু মিয়া. টিপু পেশায় একজন স্টোরকর্মী। টিপু বলেন, বর্তমানে কংগ্রেসের মুরারই একনং ব্লকে কংগ্রেস নেতৃত্বে কিছু বেনে জল ঢোকাতে কংগ্রেস দল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার প্রমাণ এই বিধানসভাকেন্দ্রের প্রতিটা বুথে নিজেরা নিজের সঙ্গে লড়াই করছে পুরনো কংগ্রেস ভার্সেস নতুন কংগ্রেস (যারা সম্প্রতি তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছে)। সিপিএমের আসনে কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট দিয়েছে কিছু কিছু ব্যক্তিকে কংগ্রেসের প্রতীক দেওয়া হয়েছে অথচ যে যারা নতুন কংগ্রেস খুব কাছের তাকে জোট লঙ্ঘন করে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রতীক দেওয়া হয়েছে অথচ আমরা পুরাতন কর্মী হয়েও অবহেলিত। জেলা নেতৃত্বের এই দ্বিচারিতা মনোভাবের জন্য আমি কংগ্রেস দল ত্যাগ করলাম।

শিয়রে ফুঁসছে ভাগীরথী, পঞ্চায়েত ভোটে মাতামাতি নেই নদিয়ার সীমান্তবর্তী গ্রামে

দেবাশিস রায় : বর্ষার শুরুতেই শিয়রে ফুঁসছে ভাগীরথী। চঞ্চলা নদীর সেই রূপে এখন থেকেই দুঃশ্চিন্তার প্রহর গুনছে নদিয়া জেলার সীমান্তবর্তী নয়াচর, গোবিন্দপুর, চৌধুরীপাড়া প্রভৃতি এলাকার শত শত বাসিন্দা। ফলে, আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের মাতামাতিতেও নেই এলাকাবাসী। বিশালাকার অঞ্চলজুড়ে এক অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। হইচই, কোলাহল, শোরগোল শব্দগুলির আবিধানিক অর্থের সঙ্গে তালমিলিয়ে চলাটা যেন এখানকার লোকজনের না–পসন্দ'। নদীর পাড়ে গাছে গাছে পাখিদের দেখা মিললেও কলকাকলিতে এদের কার্যত অনীহা। তবে, ফিবছর বর্ষায় ভাগীরথী নদীর চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করেই জীবনযুদ্ধে টিকে থাকা শান্তিপ্রিয় বাসিন্দারা আগামী ৮ জুলাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন বুথে বুথে যে ভোট দিতে যাবেন তাঁরা সেটা জানাতে ভোলেননি। নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর লোকসভার অন্তর্গত কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন গোবরা পঞ্চায়েত এলাকার নয়াচর, গোবিন্দপুর, চৌধুরীপাড়া প্রভৃতি জনপদগুলির কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে ভাগীরথী নদী। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমানা লাগোয়া অত্যন্ত দুর্গম এইসব এলাকার বাসিন্দাদের যেকোনো পুলিশ–প্রশাসনিক কাজের জন্য নিকটবর্তী পঞ্চায়েত অফিস, বিডিও অফিস, থানা প্রভৃতি জায়গায় যেতে ভাগীরথী নদী পেরোতেই হয়। ভৌগলিক অবস্থানজনিত দুর্গমতার কারণেই এলাকার বাসিন্দাদের বাড়ি থেকে নিকটবর্তী এই অফিসগুলিতে পৌঁছতে কার্যত কালঘাম ছুটে যায়। বাসিন্দাদের প্রথমে পূর্ব বর্ধমান জেলার ওপর দিয়ে ৩–৪ কিলোমিটার পথ যাওয়ার পর কাটোয়া কিংবা দাঁইহাট শহরের উপকূলবর্তী খেয়াঘাটে পৌঁছতে হয়। তারপর ভাগীরথী নদী পেরিয়ে গন্তব্যস্থলের জন্য দীর্ঘ সড়কপথ ফের অতিক্রম করতে হবে। তবে, হাসপাতাল সহ উন্নততর চিকিৎসা পরিষেবা, হাটবাজার প্রভৃতির জন্য দুর্গম এইসব এলাকার বাসিন্দাদের প্রধান ভরসার জায়গা হল কাটোয়া, দাঁইহাট কিংবা বর্ধমান শহর। বর্ষাকালে ভাগীরথী নদীর ভয়ংকর প্লাবনের কবল থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী একাধিক জনপদকে রক্ষা করার জন্য অর্ধ শতাধিক বছর আগে এক্স–জমিনদারি বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। সুদীর্ঘ এবং ৭–৮ মিটার খাড়াই এই মাটির বাঁধটি কাটোয়া–২ নং ব্লকের মাখালতো থেকে শুরু হয়ে দাঁইহাট ও কাটোয়া শহরের সীমানা ঘেঁষে অজয় নদের পাড় বরাবর বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। খাড়াই এই বাঁধের গা বেয়ে একাধিক পথে নীচে নামার পর বিস্তীর্ণ কৃষিজমির বুক চিরে তৈরি হওয়া দীর্ঘ রাস্তা ধরে নদিয়ার সীমান্তবর্তী ওইসব গ্রামে পৌঁছতে হয়। এমনই দুর্গম এলাকার বাসিন্দাদের একসময় মাটির রাস্তায় চলাফেরা করতে হত। ঘরে ঘরে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বিদ্যুৎও জোটেনি। তবে, রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের অবসানের পর এলাকায় অনেক উন্নয়ন হয়েছে। তৃণমূল সরকারের রাজত্বে এই এলাকায় কয়েক কিলোমিটার ঢালাই রাস্তা তৈরি হয়েছে। বন্যাপ্রবণ এলাকার কারণে বাসিন্দাদের প্রায় সকলেরই উঁচু এবং পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছে। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। পর্যাপ্ত পানীয়জলের ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সংস্কারের পাশাপাশি একাধিক ভবনও তৈরি হয়েছে। এককথায়, স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে এবং সেটা বাসিন্দারা অস্বীকারও করেননি। তবে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের হাওয়ার খোঁজ নিতে রবিবার ওই এলাকায় গিয়ে যেটুকু বোঝা গেল তাতে আর যাই হোক ভোট নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা টুঁ' শব্দটিও করতে নারাজ। এর স্বপক্ষে প্রমাণও দিয়ে দিল এলাকার বাড়িঘরের দেয়ালগুলি। কোথাও কোনো নির্বাচনী দেয়াল লিখন চোখে পড়ল না। শুধুমাত্র গাছের ডালে ডালে গুটিকতক বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা চোখে পড়ল। ব্যস! ওই পর্যন্তই! ভোট নিয়ে কারও মধ্যে কোনোরকম মাতামাতি নেই। এলাকার বাসিন্দাদের কয়েকজন জানালেন, প্রতিবারই বর্ষাকালে তাঁদের করুণ, কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়। ভাগীরথী নদীতে জল বাড়লেই বন্যার আশঙ্কায় ভুগতে হয়। কোনো কোনো সময় নদীর জল ছাপিয়েও যায়। প্রবল বর্ষণে ছাড়ি গঙ্গার জমা জল জমি, রাস্তা ছাপিয়ে বাড়িঘরে ঢুকে পড়ে। ফলে, একদিকে যেমন ফসলের ক্ষতি হয় অন্যদিকে, বিষধর সাপের উপদ্রব বৃদ্ধিতে নাস্তানাবুঁদ পরিস্থিতির শিকার হন তাঁরা। তাই এসময় ভোট নিয়ে কার্যত কোনো আগ্রহটাই থাকে না বলে এলাকার বাসিন্দারা ঠারে ঠারে বুঝিয়ে দিলেন।

নদিয়ার সীমান্তবর্তী গ্রাম ঘেঁষে বয়ে চলেছে ভাগীরথী নদী। দূরে প্রত্যন্ত এলাকার এই প্রবেশপথ।

সভাধিপতি পদে হ্যাটট্রিক করে চতুর্থবারে প্রার্থী সামিমা সেখ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাম জমানায় রাজ্যে যে দুটি জেলা পরিষদ দখল করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস সেটি হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদে সভাধিপতি হয়েছিলেন বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লক থেকে জয়ী সামিমা সেখ। খুব দ্রুত নিজেকে পরিবর্তন করে প্রশাসনিক দক্ষতার সঙ্গে জেলার ২৯টি ব্লকের উন্নয়নে মন দেন। তাঁরই উদ্যোগে প্রথম গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থকর তুলে দেওয়া হয় তীর্থ যাত্রীদের স্বার্থে। ২০১৩ সালে আবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপর আস্থা রাখেন, এবং দ্বিতীয়বারও সভাধিপতি হন। আরো বিচক্ষণ হয়ে ওঠেন তিনি। ২০১৮ সালে জেলা পরিষদের নির্বাচনের পর তৃতীয় বারের জন্য সভাধিপতি হয়ে হ্যাটট্রিক করেন। এবং পরপর তিনবার সভাধিপতি হয়ে রাজ্যের মধ্যে রেকর্ড করেন। এবারের জেলা পরিষদে ৬৭ নম্বর আসনে প্রার্থী হয়েছেন সামিমা সেখ। বাখরাহাট, ন'হাজারী,খাগড়ামুড়ি, কাঞ্চনবেড়িয়া অঞ্চল তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র। সকাল সকাল ভোট প্রচারে বেরিয়ে পড়ছেন সামিমা সেখ, সঙ্গে থাকছেন এলাকার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর ও দলের নেতা কর্মীরা। এমনিতেই ৩৬৫দিন তিনি সকালে জনতার দরবারে উপস্থিত থেকে মানুষের অভাব, অভিযোগ শোনেন এবং সমাধানও করেন। সদা হাস্যমুখ বিনয়ী–নম্র সামিমা সেখের ব্যবহারে এলাকার জনগণ অত্যন্ত খুশি। তাঁর বিরুদ্ধে সিপিএম–বিজেপি প্রার্থী থাকলেও প্রচারে বা জন সংযোগে সামিমা সেখের ধারে কাছে কেউ নেই। এলাকার জনগণ বলছেন সামিমা সেখের জয় লাভ শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। আগামী দিনে সামিমা সেখ জেলা পরিষদের কোন পদে যাবেন তা সময়ই বলে দেবে। তবে এই প্রসঙ্গে সামিমা সেখ বলেন, দল আমাকে ভোটে প্রার্থী করেছে, দল যে দায়িত্ব দেবে মাথা পেতে নেব।

বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুদিনের বৃষ্টি এবং ঝড়ো হওয়ার ফলে বৃহস্পতিবার দিন একাধিক জায়গায় জল জমে গেছে। পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি নিশ্চিন্তপুর বাজারে জল জমে ঘরের মধ্যে জল ঢুকছে অন্যদিকে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে আস্ত একটি গাছ ভেঙে পড়ে গাড়ি চলাচলের সমস্যার সৃষ্টি হয়। নামখানা তে মাটির বাড়ি, ভেঙে পড়ে। ফলতা শ্রীছন্দাতে দোকানের উপরে গাছ ভেঙে পড়ে। বর্ষার শুরুতে টানা বর্ষণ এবং ঝড় হওয়ার ফলে এমন ঘটনা হয়। অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ডে জলমগ্ন জল নিকাশের সঠিক নেই তবে চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাস বলেন বেআইনি ভাবি ড্রেনের উপর কনস্ট্রাকশন হয়েছে অনেক সেগুলোকে ভাঙার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জল জমা নিয়ে ভোটের আগে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক শুরু করেছে বিরোধীরা উন্নয়নে ভাসছে নিশ্চিন্তপুর বাজার এমনটাই কটাক্ষ করছে বিজেপি।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বিনা টেস্টে, বিনা অ্যাডমিট্ কার্ডে পরীক্ষা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

জানতাম ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে টেস্ট দিতে হয়। পরীক্ষায় বসতে গেলে প্রয়োজন হয় অ্যাডমিট্ কার্ডের। কিন্তু আমাদের এই আজব দেশে সবই চলছে। একদিকে দেখা যাচ্ছে যথারীতি টেস্ট দেবার পর ফি জমা দিয়েও কোন কোন পরীক্ষার্থী অ্যাডমিট্ কার্ড পাচ্ছেন না। আর এক দিকে টেস্ট এবং ফি জমা না দিয়েও পরীক্ষার্থীরা স্কুল–ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছেন এরূপ নজির সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেলাম দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত মন্মথপুর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের ১১জন ছাত্র এবার বিনা টেস্টে ও বিনা ফিতে অ্যাডমিট্ কার্ড ছাড়াই স্কুল–ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছেন। অথচ ঐ বিদ্যালয়ের ২জন ছাত্র যথারীতি টেস্ট দিয়ে ফি জমা দেওয়া সত্ত্বেও অ্যাডমিট্ কার্ড পেল না। পরীক্ষাদান থেকে হতভাগ্য ছাত্রদ্বয় বঞ্চিত হলো। আশ্চর্য্যের বিষয় যাদের নাম বোর্ড অফিসে পাঠানো হল না তারাই পেল পরীক্ষা দেবার সুযোগ। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই ভোজবাজীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করবেন কি?

৭ম বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৭ই জুলাই, ১৯৭৩, ২২শে আষাঢ়, ১৩৮০, শনিবার

বেইমান–মীরজাফরদের দলে কোনো জায়গা হবে না : পরেশ রাম দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেইমানদের কোনো জায়গা হবে না দলের মধ্যে। এমনটাই প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে ঘোষণা করলেন ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক পরেশ রাম দাস। শুধু এখানেই থেমে থাকেননি, তিনি বলেন আমি বেঁচে থাকতে বেইমান মীরজাফরদের দলে কোনো দিনও জায়গা হবে না।' উল্লেখ্য ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের সময় দলীয়ভাবে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছিলেন পরেশ রাম দাস। দলের অন্দরে থেকে পরেশ রাম দাসকে নির্বাচনে হারানোর জন্য বিজেপি'র সঙ্গে গোপন আঁতাত গড়ে তুলেছিলেন দলের কিছু হর্তাকর্তা। সে কথা প্রকাশ্যে চলে আসে। বিধানসভা নির্বাচনে পরেশ রাম দাস জয়ী হয়। এরপর ক্যানিংয়ে শৈবাল লাহিড়ী বনাম পরেশ রাম দাস ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা ক্যানিং শহর। যদিও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল কংগ্রেস ক্যানিং ১ ব্লকের ১০ পঞ্চায়েতের ২৪১ টি গ্রামসভা,পঞ্চায়েত সমিতির ৩০ টি ও জেলা পরিষদ ৩ টি আসনে জয়লাভ করে।

সম্প্রতি ক্যানিংয়ের এক প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে পরেশ রাম দাস বলেন, পদে থেকে যারা ২৫–৩০ বছর দলের খেয়ে পরে মানুষ হয়ে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে। সেই দলের সঙ্গে শত্রুতা করে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলকে পরাজিত করার জন্য বিজেপির সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলেছিল। অশান্ত করে তুলেছিল গোটা ক্যানিং শহর। সাধারণ মানুষ যোগ্য জবাব দিয়েছে। সেই সমস্ত চক্রান্তকারী বেইমান মীরজাফরদের ক্যানিংয়ে দলের মধ্যে কোনো দিনও জায়গা হবে না। অন্ততপক্ষে আমি যতদিন বেঁচে থাকবো সেটা হতে দেব না।

প্রার্থীর অফিস থেকে উদ্ধার বিস্ফোরক

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটি একনং ব্লকের বাহাদুরপুর গ্রামে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে.পাথর ব্যবসায়ী. মনোজ ঘোষের বাড়ী এবং অফিস রাজলক্ষ্মী এন্টারপ্রাইজে আঠাশে জুন বুধবার সকাল সাতটা থেকে তল্লাশি করে জাতীয় .তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। দুপুর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত চলে তল্লাশি। পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি দেশী পিস্তল,চারটে কার্তুজ,একশো তিরিশ জিলোটিন স্টিক,একটি নজর ক্যামেরার ডিভিআর,পঞ্চাশ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করা হয়েছে বলে এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে। মনোজের হিসাব নিকাশ অফিস সিল করে দিয়েছে এনআইএ। অভিযানের খবর পেয়ে এলাকা ছেড়েছে মনোজ। পঞ্চায়েত ভোটে বানীওড় গ্রামপঞ্চায়েতের তৃনমূলপ্রার্থী মনোজ ঘোষ। মনোজকে ফাঁসানো হয়েছে দাবি নলহাটি একনং ব্লক তৃণমূল সভাপতি অশোক ঘোষের।

প্লাস্টিক শেষ করে দিতে পারে ক্যানিং শহরের ঐতিহ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীত–গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই ক্যানিং শহর সহ সংলগ্ন এলাকায় জল জমে যায়। বিগত দিনে নিকাশীনালা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল বর্তমানে সেই নিকাশীনালা তৈরী হলেও সামান্য বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। সোমবার বৃষ্টিপাতের ফলে ক্যানিং পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন ক্যানিং–বারুইপুর রোড,দ্বারিকানাথ স্কুল রোড এলাকায় হাঁটু সমান জল জমে যায়। জমা জলে একদিকে যেমন মশার বংশ বৃদ্ধি ও ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দিতে পারে, অপর দিকে কোন যানবাহন জমা জল থেকে যাতায়াত করার সময় রাস্তার নোংরা জল পথচারীদের গায়ে ঠিকরে গিয়ে পড়ে। এক অস্বস্তিকর পরিবেশবর্তমানে ক্যানিং শহরের রাস্তাঘাট প্রচুর উন্নত মানের হওয়া স্বত্বেও জল জমে যাওয়ার কারণ হিসাবে প্লাস্টিক ব্যবহারকে দুষছেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে সাধারণ মানুষ। ইদানিং প্লাস্টিকের রমরমা ব্যবহার এবং নিকাশীনালা নর্দমায় প্লাস্টিক সহ নোংরা আবর্জনা ফেলার জন্য সামান্য বৃষ্টিতে ভাসছে ক্যানিং শহর। বিপাকে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। আগামী দিনে প্লাস্টিকই ধ্বংস করতে চলেছে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার তথা ব্রিটিশ আমলের ঐতিহ্যবাহী ক্যানিং শহরকে। বর্তমানে মানুষ যত রকমের জিনিস ব্যবহার করে,তার বেশির ভাগই প্লাস্টিকের তৈরি। আর এই প্লাসটিকই আগামীদিনে মানুষের জীবনে ভয়ঙ্কর ধ্বংস নিয়ে আসতে চলেছে। সময় থাকতে প্লাসটিকের সাথে যদি মোকাবিলা না করা হয় তাহলে আগামীদিনে পরমাণু বোমার মতো বিস্ফোরণ ঘটাতে পিছপা হবে না এই প্লাস্টিক!

আশ্চর্য্যের বিষয় সরকার, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্লাসটিক নিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার পরও বেড়েই চলেছে প্লাস্টিকের ব্যবহার। ক্যানিং শহরে জল নিকাশির জন্য যতই নতুন নিকাশিনালা তৈরি হোক না কেন সামনের বর্ষায় যে প্লাস্টিকের দাপটে ক্যানিং শহর ডুবতে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। গত ৫ জুন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন হল বিট প্লাস্টিক পলিউশন–এর ডাক দেওয়া হয়েছিল এবার। আর সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ইতিমধ্যে সক্রিয় হয়েছে সমগ্র বিশ্ব। উল্লেখ্য, ১৯০৭ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী লিওবেকেল্যান্ড কৃত্রিম উপায়ে প্লাসটিক তৈরি করার উপায় আবিষ্কার করেন তারপর থেকেই তা সাইক্লোনের গতিতে এগিয়ে চলেছে বিশ্বকে গ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে! রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি বছর বিভিন্ন সমুদ্রে প্রায় ৮০ লক্ষ টন প্লাস্টিক জমা হয়। প্লাস্টিকের এমন বহর ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকলে আগামী বিশ বছরে সমুদ্রে কোন মাছ পাওয়া যাবে না। তৈরি হবে প্লাস্টিকের সমুদ্র আর এই দূষণের কারনে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ সামুদ্রিক পাখি ও প্রাণীর জীবনহানি ঘটে চলেছে। আবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু'র আর এক সমীক্ষা অনুযায়ী ৩৬৫ দিনে একটি মানুষের শরীরে পানীয় জলের সাথে প্রায় ৪০০০ প্লাসটিক জীবাণু কনা বিনাবাধায় প্রবেশ করছে। ঠিক তেমন ভাবেই জলনিকাশী নালায় প্লাসটিক জমে জলের গতিপথ আটকে শহরকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। উল্লেখ্য, প্লাস্টিক মুক্ত শহর গড়ার উদ্যোগ নিয়ে গত ২০১৩ সালের আগষ্ট মাসে প্রচার শুরু করেছিলেন তৎকালীন ক্যানিংয়ের মাতলা ১ নম্বর গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান তপন সাহা। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, মাতলা ২ নম্বর গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। সেই উদ্যোগেই ক্যানিং শহরে নিষিদ্ধ হয় প্লাস্টিক। কয়েক মাস এমন স্বচ্ছতা চলার পরই প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা না থাকার জন্যই আবার শুরু হয় প্লাস্টিকের রমরমা যদিও মাঝে মধ্যে প্লাস্টিক নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয় বিভিন্ন মাধ্যমে। এছাড়াও প্লাসটিকের হাত থেকে পরিবেশকে বাঁচাতে গত ২০১৬ সালে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন চালু হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে ৫০ মাইক্রনের কম পুরু প্লাসটিক ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু দুর্ভাগ্য আইনকে উপেক্ষা করে ক্যানিং শহর সহ সর্বত্রই প্লাস্টিকের বাড়বাড়ন্ত। শুধুমাত্র আইন করে প্লাসটিক ব্যবহার বন্ধ করা সহজ হবে না। প্রয়োজনে প্রশাসন কে কঠোর ভূমিকা নিয়ে বন্ধ করতে হবে প্লাস্টিক উপাদন এবং প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে দল,মত,ধর্ম,বর্ণ কে সরিয়ে রেখে অগ্রনি ভূমিকা নিয়ে সচেতন ভাবে এগিয়ে আসতে হবে সাধারণ মানুষকে।

প্লাস্টিকের বাড়বাড়ন্ত এ প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস খুব দুঃখের সঙ্গে বলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে বহু বছর লেগেছিল। এর একটাই কারণ কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ ছিল। না হলে ১০ বছরেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করতো। প্লাসটিকের ব্যাপারটি ঠিক তেমনই। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের জন্য বন্ধ হয়েও হচ্ছে না প্লাস্টিকের ব্যবহার। আগামী দিনে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার তথা ক্যানিং শহরকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নির্বাচনের প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে বৃষ্টি উপেক্ষা করে শতাধিক বাইক নিয়ে মিছিল করে প্রচার সারলেন রায়দিঘি বিধানসভার জেলা পরিষদের ৩২ নং আসনের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে রায়দিঘী বিধানসভার লালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শতাধিক বাইক ও টোটো নিয়ে অঞ্চল পরিক্রমা করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি বলেন, মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য এই প্রচার চালানো হচ্ছে। মানুষ দিদির উন্নয়ন কে ভোট দেবেন। অবশ্য বিরোধীদের প্রচার না করার বিষয়ে তিনি বলেন রায়দিঘি বিধানসভায় সব জায়গায় বিরোধীরা মনোনয়নপত্র জমা করেছে। এখানে মানুষ বিরোধীদের সাথে নেই। তবে বিরোধীরা কেন প্রচার করছে না তা বলতে পারবো না। প্রচারে বেরিয়ে নিজের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী সুন্দরবন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি তথা জেলা পরিষদের ৩২ নং আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ১ জুলাই – ৭ জুলাই, ২০২৩

নতুন বন্ধুর খোঁজে

অমৃত মহোৎসবের শেষ লগ্নে কী ভারতের বিদেশনীতিতে বড়সর পরিবর্তন আসতে চলেছে। এমন ভাবনা ভারতের অন্দর মহলে সোচ্চারে না হলেও রীতিমতো আলোচনার বিষয় বস্তু হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফর, বাইডেন সখ্যতা ও অত্যাধুনিক ড্রোন, অস্ত্র চুক্তি ও আমদানি নিয়ে এমন তৎপরতা যা বহুদিনের ভারত–রাশিয়া বন্ধুত্ব বিষয়ে কিছুটা হলেও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ভারতের পয়লা নম্বর বন্ধুত্বে সাম্প্রতিক ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে সে নিয়েও বিশেষজ্ঞ মহলে তৎপরতা তুঙ্গে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরপর দু'বার আনবিক আক্রমণে বিধ্বস্ত জাপানে দীর্ঘদিন আমেরিকান সেনার আক্রমণ ও যোগাযোগ দেশটিতে প্রভাব রেখে গেছে। ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ ক্লাবের সদস্য হয়ে যায়। খণ্ডিত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী একদিকে ভোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতকেও যুক্ত রাখেন, অন্যদিকে রহস্যময়ভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে অস্ত্র কেনা–বেচার চুক্তিতে আবদ্ধ হন। কমিউনিষ্ট সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সখ্যতার পাশাপাশি বৈরীতার কারণে নেহেরু চীনের সঙ্গে একাধিকবার যুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। নানা ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ প্রশ্নে আজও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি। সোভিয়েত রাশিয়া নব্বই এর দশকের গোড়াতেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আজকের রাশিয়ার সঙ্গেও মোদী প্রশাসনের আজ পর্যন্ত কোনো বিরোধিতা দেখতে পাওয়া যায়নি। 'মিগ' বিমান থেকে সস্তায় জ্বালানী তেল আমদানিতে ঘাটতি দেখা যায়নি। এমনকী ইউক্রেন আক্রমণ নিয়ে রাশিয়ার পুতিন প্রশাসন যখন প্রায় একঘরে তখনও ভারতের প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমী 'ন্যাটো' দেশগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুতিন বিরোধিতার পথে হাঁটেনি। চীন এশিয়া অঞ্চলে আধিপত্য কায়েম করতে নানা রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব হারিয়েছে, বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে। বিশ্বব্যাপী অস্ত্র বাজারে, বিশেষ করে ড্রোন ক্ষেপণাস্ত্রের সর্বগ্রাসী পরিস্থিতিতে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সক্রিয় সমর্থন পুষ্ট ইউক্রেন বনাম রাশিয়ার বছর ব্যাপী যুদ্ধে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের সম্ভাবনা। রাশিয়াতে খোদ পুতিন খুব একটা স্বস্তিতে নেই, এমনকী সেভাবে চীন এর সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। রাশিয়াতে আবারও সেনা বিদ্রোহের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ঘরে বাইরে চাপের মুখে রাশিয়া, অন্যদিকে ভারতের ওপর চীন ও পাকিস্তান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ভারতের কাছে নতুন বন্ধুর সন্ধান সময়ের বাস্তবতার কারণেই জরুরি ছিল। দীর্ঘদিন ভারত বিব্রত রয়েছে চীন অধিগৃহিত তিব্বত সীমানা নিয়ে। বর্তমান ভারত সরকারের পররাষ্ট্র নীতি ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একদিকে যেমন সম্মানের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে তেমনি আগামীদিনে ভারত প্রযুক্তিগত পরিষেবা দিয়ে প্রতিবেশি কোন কোন রাষ্ট্রকে কাছে টেনে নিতে পারবে। নানা দেশের কৃত্তিম উপগ্রহ ইতিমধ্যে ভারতীয় রকেট বহন করে মহাকাশের কক্ষ পথে সফলভাবে স্থাপন করেছে। ভারতের অভ্যন্তরে নানা নীতি নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিরোধিতা, বিতর্ক থাকলেও এখনও পর্যন্ত বিদেশ নীতির বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর উঠে আসেনি যা অতীতে উঠেছিল। ভারতকে নতুন বন্ধুত্বের খোঁজে অনেক সতর্ক থাকতে হবে কারণ ভারতের সাবভৌমত্ব গণতান্ত্রিক মূলবোধকে অটুট রেখেই এগোতে হবে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ'

তত্ত্ববোধ মাত্র মৌখিক জ্ঞান নয়, তা হৃদয়গত অর্থাৎ অপরোক্ষ অনুভুতিতে উপলব্ধ হতে হয়। বোধচঞ্চু, পল্লবগ্রাহী ব্যক্তি বাহ্যিক উপায়ে পুথিগত আত্মবোধের জ্ঞান অর্জন করে কৃতকৃত্যতা লাভ করতে পারে না। অপরোক্ষ জ্ঞানে জ্ঞেয়–জ্ঞাতা–জ্ঞান এই তিন সত্ত্বার পঞ্চতকপ্রাপ্ত যে সাক্ষিচৈতন্য তার নাম জীব। সেই চৈতন্য সঙ্কল্প–বিকল্প করলে বোধে জগৎ প্রতিভাসিত হয়। যে অজ্ঞান দ্বারা সংসার–বন্ধনের উদ্ভব, তা নেহাৎই অসত্য হলেও যেহেতু সেই অজ্ঞানই জগতের কারণ, তাই তো সত্যরূপে প্রতীত হয়। এই প্রত্যক্ষ চৈতন্য যদি বিচার পরায়ণ হয়ে এই জগৎ বা দেহকে নিজেতেই সংহরণ করেন, তবে ব্রহ্মে লীন হয়ে অসীম হয়ে যান। আত্মার যে সত্ত্বগুণ প্রধান বাসনা হতে উদ্ভব মাত্রেই দিক্, কাল, অন্তর, বাহির ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। পরে তিনি বিবিধ মলিন উপাধিযোগে শরীরে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করে জীব নামে প্রকাশ পান। সর্বাত্মা ঈশ্বর যখন যেভাবে ইচ্ছা করেন, সেইভাবেই জীবরূপে আকৃতি সম্পন্ন হন। তিনি সর্বস্বরূপ, তাই দৃশ্য সমূহও তিনি। প্রকৃত বোধগম্যতায় যেমন মরীচিকায় মিথ্যা সলিলভ্রম দূর হয়, তেমনই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হলে মিথ্যা জগৎ–ভ্রম দূর হয়ে সারভূত ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য, তাতে লীন হওয়া যায়। সেই অবধি 'ব্রহ্মই জগৎ' এই ভ্রান্তি থেকে যায়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

** এক অসাধারণ অতি দুর্লভ মুহূর্তের ছবি!***

বিখ্যাত সুরকার অনিল বিশ্বাস খালি গায়ে সস্ত্রীক কয়লার উনুনে রান্না করছেন। মেঝেতে বসে দেখছেন ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর। জীবন কতো সহজ সরল ছিল।

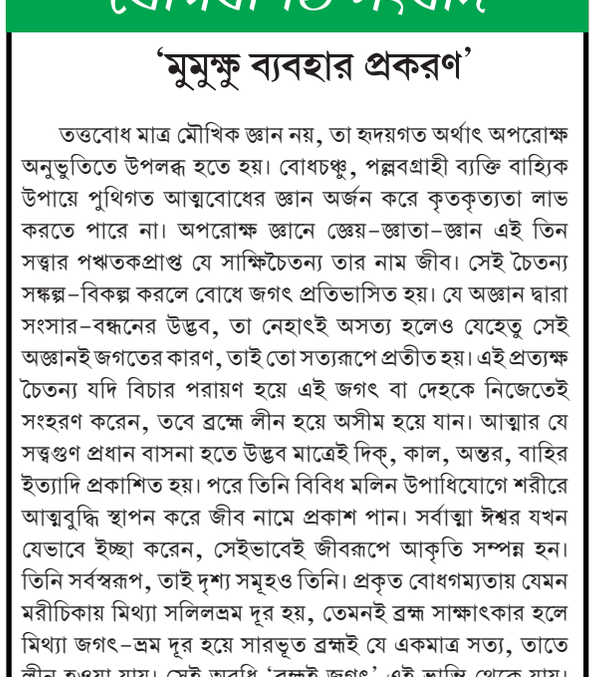

রাজনীতির যুপকাঠে ইতিহাস বলি

নির্মল গোস্বামী

এতদিন জেনে এসেছি ইতিহাস–ইতিহাসই। অতীতের সত্য ঘটনা–তাকেই আমরা ইতিহাস পদবাচ্য বলে গণ্য করি। তার জাত নেই, ধর্ম নেই, বর্ণ নেই, শ্রেণী নেই। কিচ্ছু নেই। কারণ ইতিহাস মৃত বস্তু। ইতিহাস নিয়ে লড়াই করি বা বড়াই করি তাতে ইতিহাসের কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমাদের পরিচয়ের গরিমা বাড়ে। যে জাতির ইতিহাস যত পুরানো, সে জাতি মনুষ্য

সমাজে তত কুলীন বলে বিবেচিত হয়। একটা জাতির গর্বের ধন হল তার ইতিহাস। তাই তো ইতিহাসের উপাদান সামগ্রীকে কত যত্ন করে সরকারিভাবে সংরক্ষণ করা হয়। উপাদান সামগ্রী নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে ইতিহাসর প্রমাণ লোপাট হওয়া।

এখন প্রশ্ন হল ইতিহাস আমরা কেন সংরক্ষণ করি? বা ইতিহাসের উপযোগীতা কী? মানব সভ্যতার ধারবাহিকতার যোগসূত্র রক্ষা করে ইতিহাস বা এইভাবে বলা যেতে পারে যে, বর্তমান সভ্যতার শিকড় হল ইতিহাস। বা সভ্যতার ভীত। তাই ভিত যত উন্নত বা মজবুত হবে তার উপর নতুন সভ্যতার ইমারত গড়া যায় সহজেই। কে কত সভ্য জাত, তার পরিমাপ করা হয় তাদের ইতিহাসের বয়স ধরে। ডালপালা বিস্তৃত পত্র পুষ্প ফলে শোভাবর্দ্ধন করা যে কোন বৃক্ষের শিকড় থাকে সতেজ। তেমন পৃথিবীর বুকে যত সুসভ্য জাতির দেখা পাওয়া গেছে তাদের তত সমৃদ্ধ অতীত ইতিহাসের খোঁজ পাওয়া গেছে।

ইতিহাস অতিদ্রুত সময়ের স্রোতে বিস্মৃতির আলয়ে চলে যায়। তাকে ধরে ধরে সংরক্ষণ করা বর্তমান প্রজন্মের কাজ। সুসভ্যজাতি সভ্যতার সুস্বাস্থ্যের জন্য তাদের ইতিহাসকে লালন পালন করে। আগেকার দিনে রাজ রাজাদের ইতিহাস লেখা হয়েছে তাদের মর্জি মতো। রাজাদের বেতনভুক পণ্ডিতদের দিয়ে ইতিহাস লেখানো হত। সেখানে রাজার গৌরব গাথাই স্থান পেত। যা অগৌরবের বা রাজকলঙ্কের তা সেই ইতিহাসে স্থান পেত না।

কিন্তু রাজতন্ত্রের অবসানের পর ইতিহাসের বাদবিচার করার প্রশ্নই থাকার কথা নয়। রাজার পরিবর্তে সাধারণ মানুষদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হবার কথা। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে লিখেছিলেন যে, আমরা কেবলমাত্র রাজ রাজাদের যুদ্ধ জয় পরাজয়ের ইতিহাস পড়ে থাকি। কিন্তু এর বাইরে সমাজ অভ্যন্তরে যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষদের সুখ দুঃখের বিবরণ বা তাদের সাংসারিক উত্থান পতনের যে চলমান ধারা তা ইতিহাসে ঠাঁই পায় না। কিন্তু সেটাই ছিল সমাজের সত্য ইতিহাস।

আধুনিক কল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও ইতিহাসের পূর্বাপর ধারা সমান তালে চলেছে। সেখান নেতা নেত্রীদের উত্থান পতনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের আন্দোলনের কথা কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু শাসকশ্রেণীর চরিত্র বদলায় নি। সত্য ইতিহাস ভীতি আজও তাদের শয়নে স্বপনে কাজ করে। শাসকরা জানে যে মানুষ অমর নয়, কিন্তু ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করার আকাঙ্খা বড়ই প্রবল তাদের।

তাই সঠিক সত্য তথ্য নির্ভর ইতিহাস পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন হচ্ছে দেশে। কিন্তু স্বাধীনতার বীর বিপ্লবীরা কতটা স্থান পেয়েছে ইতিহাসে সে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সব থেকে বেশি অবদান রেখে গেছেন বিবেকানন্দ, গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র। কিন্তু তিন হাজার কোটি টাকা খরচ করে মূর্তি বসানো হল প্যাটেলের। শাসকের মর্জিতে ইতিহাসে কার গুরুত্ব কেমন করে বদলে যেতে পারে তার সাক্ষী আমরা।

ইতিহাস থেকে আমরা ভবিষ্যতের পথ খুঁজি। ভুল ইতিহাসের তথ্যের পথে সত্য সন্ধান করা বেকার হয়ে পড়ে। চলার পথে দিশার পরিবর্তে তা বাধার সৃষ্টি করে। সেই ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের ঋদ্ধ করে না। উল্টে নিঃস্ব করে। চরকা কেটে স্বাধীনতা এসেছে এবং নেতাজী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর ইতিহাস ভুলিয়ে দিয়ে আজ আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

ইতিহাসের সব সত্য। ভালো হোক মন্দ হোক, আনন্দের হোক, দুঃখের হোক, গৌরবের হোক বা কলঙ্কের হোক যাথাযথভাবে সংরক্ষিত করা প্রয়োজন। ভাবী কাল তার থেকে কি শিক্ষা নেবে সেটা কালের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন নিয়ে সরকার, সরকারিদল ও কেন্দ্রীয় সরকারের নোটিশ নিয়ে বহু তর্কাতর্কি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সৃষ্টির ইতিহাস কেন জানবে না পশ্চিমবঙ্গবাসী। সে ইতিহাস যদি দুঃখের হয়। তবে তার থেকেও ভাবিকাল শিক্ষা নিতে পারে। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের ইতিহাস কেন পড়ানো হবে না? ভবিষ্যতে সেই ধর্ম সম্প্রদায় কী ভূমিকা ছিল তা কেন জানতে দেওয়া হবে না? ভবিষ্যতে সেই ধর্ম সম্প্রদায় থেকে সাবধান হতে পারবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। ইতিহাসের দায় নেই ভালোগল্প বলার। যারা ইতিহাস তৈরি করে তাদের আড়াল করাও ইতিহাসের কর্তব্য নয়। যথাযথ সত্য এবং তার পেক্ষাপট সংরক্ষণ করাই হল ইতিহাসের প্রকৃত ধর্ম। সত্য থেকে গা বাঁচিয়ে নিরাপদে বেশি দিন থাকা যায় না। উল্টে সত্যের মুখোমুখি হয়ে নিজেদের দুর্বলতা ও ভ্রান্তিকে স্বীকার করে নিজেদের শুধরে নিতে সাহায্য করে সত্য ইতিহাস।

ইবনবতুতা তাঁর ভ্রমণ কাহিনিতে লিখেছেন যে, তিনি দিল্লির একটি মসজিদে ঢোকার দরজার সামনে হিন্দু দেবদেবী মূর্তি শোয়ান ছিল। সেই মূর্তির উপর পা দিয়ে মসজিদে ঢুকতে বেরোতে হত। তথ্য যিনি দিচ্ছেন তিনি নিজে মুসলমান। এর থেকে ভবিষ্যত প্রজন্ম এক ধর্মের মানুষদের অন্য ধর্মের প্রতি কতটা শ্রদ্ধা বা ঘৃণা ছিল তার দিশা তারা পাবে। কেউ ভুল শোধরাতে পারে, আবার কেউ সচেতনভাবে সাবধানতা অবলম্বন করার শিক্ষা পেতে পারে নিজের ধর্ম সংস্কৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে। ঐতিহাসিক সত্য বা তথ্য জেনে কেউ যদি উত্তেজিত হয়, হিংসায় প্রভাবিত হত তার দায় ইতিহাসের নয়। তার দায় নিতে হবে বর্তমান শাসক শ্রেণীকে, প্রশাসনকে। প্রবাহিনীর মতো স্বাভাবিক গতিতে ইতিহাসের ধারা বয়ে চলুক। সেই স্রোতে খেলে বেড়াক রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ, কূটনীতি শোষণ, শাসন, বঞ্চনা সবকিছু। সেটাই হবে মানব সমাজ গঠনের প্রকৃত ইতিহাস। যা নিয়ে কেউ দুঃখের গান গাইতে পারে, কেউ আনন্দে নৃত্য করতে পারে। কেউ কেউ মৌন থেকে শুধুই দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তাতে ইতিহাস নির্বিকার। নাগাসাকি–হিরোসিমার ইতিহাস মানব সমাজের কলঙ্ক না লজ্জার না দুঃখের তার খোঁজ যে কেউ করতে পারে। ভূপালের গ্যাস বিপর্যয় ইতিহাসের কালো অধ্যায় হলেও তা স্মরণীয়। শোষকের আর শাসকের গাঁটছড়ায় আমাদের স্বজন হারা হতে হয়। তাকে পালন করা লালন করা সভ্যতার লক্ষণ। ইতিহাসকে ছেঁটে ফেলা মানে এক ধরনের বিকৃতি। তাই পশ্চিমবঙ্গ দিবসও পালন করা উচিত ইতিহাসের স্বার্থে। মৃত প্রিয়জনকে আমরা স্মরণ করি, মনন করি। দুঃখের বলে এড়িয়ে যাই কি!

দেশ দেশান্তরে

জাতহীন পড়ুয়া

প্রণব গুহ

উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত পড়ুয়াদের কি জাতিসত্ত্বার পরিচয় থাকা উচিত না কি জাতিগত পরিচয়ের স্বীকৃতি থাকা বানচ্ছনীয়। এ নিয়ে এক নতুন বিতর্ক আমেরিকায়।

গত বৃহস্পতিবার আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে জাতি পরিচয় ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। বিচারপতি জন রবার্টসের যুক্তি, পড়ুয়াদের বিচার করা উচিত মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে। জাতের ভিত্তিতে নয়। তিনি আমেরিকার সংবিধানের উল্লেখ করে বলেছেন, এই বৈষম্য সংবিধান সহ্য করে না।কিন্তু জাতিসত্তার পরিচয়ে আফ্রো–আমেরিকান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের কাছে যে শিক্ষার অধিকার প্রসারিত হয়েছিল তার কি হবে। গত এক দশক ধরে এভাবেই প্রচুর পড়ুয়া সংগ্রহ করে Athletes বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। তাদের কি হবে। তবে এদের পাশে দাঁড়িয়েছেন খোদ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি এই রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন,

আমেরিকায় এখনও বৈষম্য মুছে ফেলা যায়নি। এই রায়ে রাতারাতি তা মুছেও যাবে না। তাই পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের শিক্ষার প্রতিকূলতাকে কাটাতে জাতি পরিচয় থাকা জরুরি। তাঁর দাবী আমেরিকার কলেজগুলি পড়ুয়াদের বৈচিত্রেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে কার যুক্তি সঠিক এ নিয়েই তৈরী হয়েছে বিতর্ক। প্রশ্ন জাগে, তবে কি জাত বিচারের কাছে বঞ্চিত হচ্ছে মেধা? আমেরিকা যখন অন্যান্য দেশের খুঁত ধরে বেড়ায় তখন সেখানে এখনও বৈষম্য দূর করা গেল না কেন? তবে কি মেধা ও বুদ্ধিমত্তার সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে জাতের চাপে? যদি তাই হয় তাহলে সংবিধানের দেওয়া শিক্ষার অধিকার কি ক্ষুন্ন হচ্ছে না? আমেরিকায় যদি এই সব প্রশ্ন আজও জেগে থাকে তাহলে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। মেধা ও বুদ্ধি প্রকৃতির ডান। তাকে অভিজ্ঞতার দ্বারা ক্ষুরধার করে মানুষ তার কর্মের দ্বারা। কিন্তু সেই মেধাকে সুযোগ করে দেওয়া আর কাজে লাগানো রাষ্ট্রের কর্তব্য। সেটা যদি রাষ্ট্র পরিচালকরা না পারেন সেটা তাদের ব্যর্থতা। যার উদাহরণ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ। রাষ্ট্রের ব্যর্থতায় এখানে বঞ্চিত মেধা। টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়ে গিয়েছে সুযোগ। এভাবেই পিছিয়ে পড়ে দেশ। পিছিয়েপড়াদের এগিয়ে দেবার জন্য বাড়তি সুযোগ নিশ্চই থাকবে কিন্তু তা যদি মেধার সুযোগ কেড়ে নেয় তা হবে শিক্ষার বা কর্মের অধিকার হরণ। সেটা আদৌ কাম্য। আমেরিকার পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই বিতর্ক আগামী দিনে অনেক কিছু নির্ধারণ করে দিতে পারে।

ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের বহু পড়ুয়া অর্থের বিনিময়ে পড়তে বিদেশ পারি দেয় উন্নত শিক্ষার আশায়। আগেও এদেশের মেধাবী ছাত্ররা বিলেতে যেতেন উচ্চ শিক্ষার আশায়। সেটা ছিল মূলত মেধার ভিত্তিতে। তবে বিলেতে পাঠানোর মত পরিবারের আর্থিক সঙ্গতিও অবশ্যই একটা ফ্যাক্টর ছিল। কিন্তু এই বিদেশী শিক্ষার বেশিরভাগটাই এখন ব্যবসার একটা বড় হাতিয়ার। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিজ্ঞাপন দিয়ে অন্যান্য দেশ থেকে পড়ুয়া টানে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। আমেরিকান সুপ্রীম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় নিঃসন্দেহে এই ব্যবসায় একটা বড় ধাক্কা দিতে পারে। আবার অন্যদিকে এই রায় ভারতের মত দেশগুলিকে নিজেদের উচ্চশিক্ষাকাঠামো উন্নত করার তাগিদ অনুভব করাতে পারে। যাই হোক বিতর্কটা যে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ক্রমবিবর্তনের ধারায় স্বার্থান্বেষী ধর্ম

আধ্যাত্মিক

অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ

ধর্মঃ (ধৃ–পোষণ করা মন), ধর্মের প্রধান উৎস হল বিশ্বের মূল শক্তিকে শ্রদ্ধা ভক্তি বা অর্ঘ্য নিবেদনের আকুতি। বর্তমান সময়ে যুগোপযোগী, ক্রমবিবর্তনের ধারায় স্বার্থান্বেষী ধর্ম। এই ধর্মে আছে শরীর সুস্থ ও মন সুস্থ রাখার বিধান। এই ধর্ম জগতের হিতার্থে ও লোক কল্যাণে এই ধর্মের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এতে মন শুদ্ধ হয়। আর শুদ্ধ মন যদি 'বিধি–নিষেধ' মানতে পারে তখন ষড়রিপু বশীভূত হয়। ফলে যে কোনও স্বার্থান্বেষী ধর্ম পালনে দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা এই ধর্ম মানতে পারছি না, ফলে রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছি। যে কোনও স্বার্থান্বেষী ধর্ম আদতে দেহতত্ত্বের আরাধনা। দেহ সাধনাই যে আসল ও সঠিক ধর্ম সাধনা। এই আপ্তবাক্যটি মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে হয়। এই ধর্ম করলে ঈশ্বর লাভ হয় কিনা সে অন্যকথা। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল ঈশ্বর আরাধনায় চাই সুস্থ মন। এই ধর্ম মানতে পারলে তাতে দারুণ ভাবে সহায়তা করে। তৎসহ একাদশীর ব্রত ও চৌদ্দশাকের ব্রত অবশ্যই পালন করতে হবে। আর দেখবেন যে মানব দেহ মন্দিরের ঠাকুর যেন সম্মান পায়।

ধর্মের দুটি অংশ স্বার্থান্বেষী ও অস্বার্থান্বেষী। স্বার্থান্বেষী ধর্মে অশান্তি আছে, আবার অস্বার্থান্বেষী ধর্মে শান্তি আছে। অস্বার্থান্বেষী ধর্মের সারাংশে কোনও ভেদ নেই। স্বার্থান্বেষী ধর্ম বিভিন্ন বিশ্বাস, মতবাদ, আচার–অনুষ্ঠান ও সামাজিক বিধি নিয়ে গঠিত। এই দিক থেকে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী ধর্মে পার্থক্য আর অস্বার্থান্বেষী ধর্মের সারাংশটি সর্বজনীন। কারণ ধর্মের কল বিদ্বৎ আর ধর্ম নিয়ে বিবিদিষা নয়। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। ধর্মের খুঁটি হচ্ছে মূলধারা থেকে সহস্রার। তাই ধর্মবীর স্বামী বিবেকানন্দ বললেন– 'আত্মপ্রসারই ধর্ম, আত্মসংকোচনই পাপ।' আজকাল তো কেউ আর কোনও ধর্ম মানে না। প্রতিটি ধর্মের মূল বক্তব্য হল – শান্তি, সহায়তা ও সাম্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে শুধু গাড়ী–বাড়ী–ভুড়ির ধর্ম হয়। 'মনুষ্যত্বহীন মানুষের পুজো–পাঠ বিফলে যায়'–স্পষ্টবাদী স্বামী বিবেকানন্দ।

বৈদিক ঋষিগণের দর্শন এবং অনুভূতির

ও পৌরাণিক অবতারগণের উপদেশের ক্রমবিবর্তনের ধারায় স্বার্থান্বেষী ধর্ম মানুষকে সংযত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ এই ধর্মও বাহ্যিক লোক দেখানো ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে স্বার্থান্বেষী ধর্মচর্চা অব্যাহত থাকলেও নানা কারণে এর বিশুদ্ধতম রূপটি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

দৈবজ্ঞ পুরুষাকার বিবেকানন্দ বলছেন, 'হিন্দুত্বের বিনাশ মানে মনুষত্বের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অপমৃত্যু' হিন্দুর হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে সুবিধাবাদী ধর্মগ্রহণ করেছেন। কারণ হিন্দু বিনাশ হওয়ার ফলে পুজো উৎসবে পরিণত হয়েছে। যদি মানুষের নৈতিক চরিত্রের অবনতি হয়, তখন কপটতা, ছল–চাতুরী এদের কোনও ধর্ম লাভ হয় না। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, 'এবং পরজন্মে সর্প হবে।' নির্লজ্জরা পরজন্মে বৃক্ষ হবে।' এক বগ্যা পরজন্মে হাতি হবে।' কারণ মনীষীগণের শাস্ত্রীয়বিধি আমরা মানতে পারিনা। বুদ্ধিকে অপপ্রয়োগ করলে তমঃগুণে পরিণত হয়ে মহাব্যধিতে ভুগতে হয়। শেষ পরিণাম উন্মাদ হয়ে, অকালে অপমৃত্যু হয়।

প্রকৃতি নির্দেশিকা ধর্ম–দমন, দান ও দয়া। দেবতা, মানুষ ও অসুর প্রজাতির এই তিন সন্তান ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে পিতা প্রজাতির কাছে বাস করে বললেন, 'পিতা আমাদের শ্রেয় লাভের জন্য উপদেশ দিন।'

প্রজাপতি তাদের সামনে 'দ্য' এই অক্ষরটি উচ্চারণ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন– 'তোমরা কি বুঝলে।' দেবতারা বললেন, 'আমরা বুঝেছি ইন্দ্রিয় দমন করা অর্থাৎ সংযমী হও।'' মানুষেরা বললেন 'আমরা বুঝছি দান কর।' আর অসুরেরা বললেন 'দয়া কর।' আপনি আমাদের এই কথা বলেছেন। তখন প্রজাপতি তাদের বললেন, 'হ্যাঁ তোমরা ঠিক বুঝেছ।' সেজন্য আজও আকাশে মেঘ গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকের আলোকে এই দৈববাণীর পুনরুক্তি। দ দ দ । ইন্দ্রিয় দমন কর, দান কর আর দয়া কর, অতএব এই তিনটিতে শিক্ষা করতে হবে। ইহাই পৃথিবীর ধর্ম। এই ধর্ম সবার পক্ষে ফলপ্রসু। এই ধর্ম দ্বারাই গৃহশান্তি, মনোবাঞ্ছনা পুর্ণার্থে সৌভাগ্যলাভ ও যে কোন সমস্যার সমাধান করা যায়। মানুষ বাদ দিয়ে ধর্ম হয় না, হতে পারে না। ধর্মসংগ্রামীদের মুক্তিলাভের উপায়। কাঁদালে কাঁদতে হবে। যত বুদ্ধিজীবী তারা সব স্বার্থপর।

পাঠকের কলমে

চোখের আড়ালে চুরি

বহুতল বানানোর আশায় অবৈধ ভাবে পুকুর বোজানোর খবর আমরা প্রায়শই পাই। স্থানীয় নেতা, প্রোমোটার ও প্রশাসনের যোগসাজোসে চলে এই পুকুর বোজানোর কাজ। অভিযোগ হলে কিছুদিন বিরতি, তারপর ফের তৎপরতা। অভিযোগকারীর হাত লম্বা হলে হয়ত জলাশয়ের জীবন রক্ষা হয়, নয়তো নয়।

তবে এই চেনা ছবির বাইরে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে চলছে এক নতুন খেলা। নরেন্দ্রপুর বাদামতলা অঞ্চলের একটি আস্ত জলাশয় চোখের আড়ালে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে। জলাশয়ের সামনে লাইন দিয়ে গড়ে উঠেছে দোকান। পিছনে প্রতিদিন মাটি ও আবর্জনায় ভর্তি হয়ে ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে জলাশয়টি। এলাকায় পাকাপাকিভাবে কোনো ভালো জলনিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যাটি টের পাওয়া গেল এবারের বৃষ্টিতে। আগে এলাকার বাড়তি জল ধারণ করত এই জলাশয়টি। কিন্তু এখন সে উপায় নেই। রাস্তা ছাপিয়ে জল ঢুকছে আশপাশের বাড়িতে। চোখের আড়ালের কারসাজিতে জলমগ্ন এলাকাবাসী।

অঞ্চলের মানুষ পৌরপ্রশাসনকে জানালে তারা জানান পাম্প চালিয়ে জমা জল সরিয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু পুকুর ভরাট নিয়ে পৌর প্রশাসনের কোনো মাথাব্যথা নেই। এখানেই জেগে থাকে প্রশ্নটা। তবে কি এভাবেই কৌশলে পুকুর ভরাট চলবে আর বর্ষার ভোগান্তি চিরস্থায়ী হয়ে যাবে বাদামতলার মানুষের?

তিমির বরণ দাস
সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

গ্রাম–বাংলা থেকে বিলুপ্তির পথে লাঙল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষার শুরুতেই হাল বা লাঙলের কথা মনে পড়ে। কেউ বলে থাকেন হাল আবার কেউ কেউ লাঙলও বলে থাকেন। বর্তমানে গ্রাম–বাংলা থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে সাবেকি গরু কিংবা মহিষে টানা হাল। মূলতঃ হাল কিংবা লাঙল সর্বভারতীয় অঞ্চলের আদিম এক কৃষিযন্ত্র। এক ধরনের যন্ত্র যা সাধারণত কৃষি কাজে ব্যবহার করা হয়। বীজতলা বপন, চারা রোপনের জন্য এবং জমির মাটি তৈরি করবার ক্ষেত্রে হাল ব্যবহার করা হয়। কৃষি কাজের জন্য ব্যবহৃত এটি অন্যতম একটি পুরাতন যন্ত্র। এটির প্রধান কাজ হল মাটিকে ওলট–পালট করা, করে মাটির নীচের স্তরের পুষ্টিগুণ উপরে উঠে আসতে পারে এবং একই সাথে মাটির উপরের আগাছা ও ফসলের অবশিষ্টাংশ নিচে চাপা পড়ে পচে জৈবসারে পরিণত হতে পারে। এটি মাটিতে বায়ু চলাচলের পরিমাণ বাড়ায় এবং মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখে। হাল আগে সাধারণত বলদ, ষাঁড়, মহিষ এবং ঘোড়া দ্বারা টানা হত। আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে হালের ক্ষেতেও ব্যপক পরিবর্তন ঘটেছে। যন্ত্রচালিত ট্রাক্টর অথবা পাওয়ার টিলার দ্বারা জমি চষার ক্ষেত্রেও হাল একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। ফলে অতিতের সেই হাল আর নেই। লাঙলের বিভিন্ন অংশ থাকে। লাঙল তৈরি করা হয় প্রধানত কাঠ দিয়ে। গ্রামের কাঠ মিস্ত্রি কিংবা কামারশালার কামাররা লাঙল তৈরি করে থাকেন। যে অংশ মাটি কর্ষণ করে তাকে বলা হয় ফলা। আর যে ভারী কাঠের দণ্ড দুটি বলদের কাঁধে চাপানো হয় তাকে বলা হয় জোয়াল। লাঙলের হাল দিয়ে চাষ করতে একজন লোক ও একজোড়া গরু অথবা মহিষ প্রয়োজন হয়। গরুতে টানা লাঙলের দুটি অংশ থাকে। নিচের অংশটিকে সাধারণত হাল বা লাঙল বলা হয়। লাঙল–জোয়াল বলদের কাঁধে বসিয়ে হালচাষ পদ্ধতি পরিবেশ বান্ধব। কারণ গরুর গোবর থেকে নির্ভেজাল জৈব সার পাওয়া যায়। এই সার জমির উর্বরা শক্তি ও পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করে। তাই এই পদ্ধতি কৃষকের জন্য লাভজনক ও পরিবেশ সহায়ক। অতীতের ঐতিহ্য কাঠের লাঙল আধুনিক প্রযুক্তির আবির্ভাবে বিলুপ্তির পথে। একসময় লাঙল ছাড়া গ্রাম–বাংলায় চাষাবাদের কথা চিন্তাই করা যেত না। দেখা যেত খুব ভোরবেলায় কৃষক তার ঘাড়ে লাঙল জোয়াল আর মই রেখে দুটি বলদ নিয়ে মাঠে যেতেন। লাঙল চষার কাজ করে জমির আলে বসে পান্তাভাত কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ দিয়ে খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে ফের নেমে পড়তেন মাঠে। গ্রাম মানেই ছিল ক্ষেতে খামারে কৃষকের লাঙল ও মই দিয়ে চাষাবাদের দৃশ্য। বর্তমানে এমন দৃশ্য আর অহরহ দেখা যায় না।

উল্লেখ্য ১৯৮০'র দশক থেকে ট্রাক্টরের লাঙল সেই স্থান দখল করায় দিনে দিনে হারিয়ে যেতে বসেছে কাঠের লাঙল। ফলে লাঙলে কায়িক শ্রম লাগে না। বাড়িতে দুটি বলদ পুষতে হয় না। যারফলে হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য চাষাবাদের কাঠের হাতল ও লোহার ফাল বিশিষ্ট লাঙলের ব্যবহার বিলুপ্তির পথে। আধুনিক যুগে চাষাবাদের যান্ত্রিক উপকরণ আবিষ্কারের প্রভাবে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে লাঙল জোয়াল, মই ও হালের বলদ। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে কৃষিকাজে ঠাঁই নিয়েছে যান্ত্রিক লাঙল পাওয়ার টিলার। অতি অল্প সময়ে কৃষকের সমস্ত জমি চাষাবাদ সম্পন্ন করা যায় এই যন্ত্রের মাধ্যমে। যদিও প্রান্তিক চাষিদের দাবি যতই আধুনিকভাবে চাষ হোক না কেন, গরু কিংবা মহিষের হাল চাষের উপযুক্ত। বর্তমানে গরু–মহিষের রক্ষণা–বেক্ষণ করতে খরচ বেশি লাগে বলেই আধুনিক যন্ত্র দিয়েই চাষআবাদ চলছে।

বঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে সরকারি প্রকল্পে স্থাপিত বহুমূল্যের সোলার পাম্প অযত্নে নষ্ট হচ্ছে

দেবাশিস রায় : গ্রামবাংলায় সেচ ব্যবস্থার উন্নতির স্বার্থে সরকারি প্রকল্পে স্থাপিত অজস্র মূল্যবান সোলার পাম্প যথাযথ নজরদারির অভাবে এবং অবহেলার কারণে অকেজো হয়ে পড়ছে। কোথাও ফটোভোল্টাইক সোলার প্যানেলগুলি ভেঙে পড়েছে, কোথাওবা দুষ্কৃতীদের খপ্পড়ে পড়ে গোটা সোলার প্যানেলটাই বেমালুম উধাও। কোথাও পাম্প সহ গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশগুলি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দিনের পর দিন বিকল হয়ে থাকায় এই উন্নততর প্রযুক্তির সেচ ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়েছে। রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া সহ বিভিন্ন জেলাতেই এরকম অস্বাভাবিক চিত্রটা নাকি ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। ফলে কিছু ক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থায় বেশ খানিকটা ঘাটতি দেখা দেওয়ায় একাধিক ফসলের উপাদনও কার্যত মার খাবে বলে কৃষিমহলের আশঙ্কা। একটা সময় কৃষিক্ষেত্রে শুধুমাত্র নদীনালা, খাল, বিল, পুকুরের পাশাপাশি কুয়ো থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে জল নিয়ে চাষিরা সেচের কাজ করতেন। সেইসময় দুনি, ডোঙা, বালতি প্রভৃতির সাহায্যে অত্যন্ত পরিশ্রমে দরিদ্র তথা প্রান্তিক চাষিরা সেচকার্য করতেন। পাশাপাশি সম্পন্ন চাষিদের স্যালো মেশিনের সাহায্যে মাটির গভীর থেকে জল তুলে সেচের কাজ করতে দেখা যেত। তারপর একে একে বৈদ্যুতিক পাম্প, সাবমার্সিবল পাম্প, মোটরের প্রচলন শুরু হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে নিবিড় সেচব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি দেখা দেয়। এরপর সোলার পাম্পের যুগান্তকারী আবিষ্কার কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে। যেক্ষেত্রে নানাকারণে সর্বত্র বৈদ্যুতিক সেচ ব্যবস্থার সুবিধা গড়ে না ওঠায় চাষিদের ভীষণ সমস্যার মধ্যে পড়তে হত সেক্ষেত্রে তাঁদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে সরকার। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সর্বত্র কৃষিক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ অংশে সরকারি প্রকল্পে কৃষকদের সোলার পাম্প বসানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি পিছু একটি করে সোলার পাম্প বসানো হয়। দিনভর সূর্যের আলোর সাহায্যে পাম্প চলে এবং সেই পাম্প মাটির তলা থেকে জল তুলে আনে। তারপর সেই জল একাধিক জমিতে ছড়িয়ে যায়। এভাবেই কৃষিক্ষেত্রে চাষিদের সেচের কাজ চলে। এই সোলার পাম্পের সাহায্যেই এখন বিভিন্ন জায়গায় পরিশ্রুত পানীয়জলের অভাবও মিটছে। অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তির কারণে বিগত কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলার ইতিউতি অজস্র সোলার পাম্পে ছেয়ে গিয়েছে। একাধিক গতানুগতিক সেচব্যবস্থার পাশাপাশি অত্যাধুনিক সোলার পাম্পের সাহায্যেও সেচের কাজ বেশ জোর কদমেই চলতে থাকে। কিন্তু, এরপরই বঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে অপ্রিয়' সত্যের মুখোমুখি হতে হল এই বৈপ্লবিক সেচ ব্যবস্থাকে। চূড়ান্ত গাফিলতির শিকার হতে হল একের পর এক সোলার পাম্পকে। যেহেতু, সরকারি প্রকল্প তাই নয়া ব্যবস্থাটিকে রক্ষা করার দায় কিংবা দায়িত্ব কোনোটাই সভ্যসমাজ'–এর মধ্যে কার্যত ছিল না। একইসঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের নামে কার্যত দায়সারা গোছের কাজ হওয়ার কারণেও যথাযথ সরকারি নজরদারির অভাবটাও থেকেই যায়। ফলে, কিছুদিন যেতে না যেতেই একাধিক সরকারি প্রকল্প কার্যত হোঁচট খেতে শুরু করে। এক্ষেত্রেও কঠিন সত্যটা চোখে পড়ে। কৃষিক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সোলার পাম্পের ধারাবাহিক সুবিধালাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অস্বাভাবিক ছবিটাই দিকে দিকে ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

ব্যাকফুটে বিজেপি

সাতগাছিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ত্রিস্তর নির্বাচনে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার জনসংযোগ জোর কদমে চলছে। বিজেপি গ্রাম এবং সমিতির প্রতিটি স্তরে প্রার্থী দিতে পারেনি। সিপিএম তিনটি স্তরেই আছে। কংগ্রেস জেলা পরিষদ প্রার্থী দিয়েছে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে ১৬টি আসনের মধ্যে মাত্র পাঁচটিতে বিজেপি প্রার্থী দিতে পেরেছে। যে কারণে পঞ্চায়েত দখলের ক্ষেত্রে বিজেপি ব্যাকফুটে চলে গেছে। সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদ্য প্রাক্তন উপপ্রধান মলয় সাঁতরা গ্রাম স্তরে প্রার্থী হয়েছেন। তিনটি সমিতির আসনে আছেন রুণা দাস সাঁতরা, তমাল মালিক ও শিখা প্রামাণিক। জেলা

পরিষদে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শিখা রায়। সাতগাছিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মলয় সাঁতরা জানান, গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদেরই দখলে থাকবে। সমিতি এবং জেলা পরিষদেও আমরা জিতব। ডাঃ হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু বলেন, যে কটা আসনে আমরা প্রার্থী দিতে পেরেছি শান্তিপূর্ণ ভোট হলে আমরাই জিতব। সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, এবার মানুষ বামেদেরই বেছে নেবে।

প্রবীণ নবীনের লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ যেন প্রবীণের সাথে নবীনের লড়াই পিসেমশাইয়ের সাথে লড়ছে শালার ছেলে, এমনই ছবি দেখা গেল রায়দিঘি বিধানসভার রায়দিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের মুন্ডাপাড়ার ১৯৪ নং বুথে এবার পিসোমশাই ও ভাইপোর লড়াই জমে উঠেছে। আর এ লড়াই দাঁতের দাঁত চেপে লড়াই। কেউ কারো এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। গত পঞ্চায়েতে এই বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে জিতে ছিলেন বর্তমানে বিজেপির প্রার্থী সুরজিৎ দাসের আপন পিসিমা মঙ্গলা সাউ। এবছর ওই বুথে তার স্বামী সজল সাউ দাঁড়িয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে। গত পাঁচ বছর এই বুথে শাসকদলের লাগাম ছাড়া দুর্নীতি নিজে চোখে দেখেছে বর্তমান বিজেপির প্রার্থী সুরজিৎ দাস। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিজের পিসোমশাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েপিসেমশাইয়ের পায়হাত দিয়ে আশীর্বাদ নিয়েতার বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে মাঠে নামলেন। বিজেপির প্রার্থী হিসেবে তৃণমূলের দিকে দুর্নীতির আঙুল তোলায়, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সজল সাউ জানিয়েছেন তার দলের কিছু মানুষ অসৎ তাই তারা শাস্তি পাচ্ছে। সব মানুষ খারাপ নয়। দিদির যে উন্নয়ন এলাকার মানুষ চোখে দেখেছেন তাই তারা বিজেপি কে হারাবেন। তাতে সম্পর্কের কোন অবনতি হবে না। তবে রাজনীতির ময়দানে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নয়যেহেতু তার লড়াই তৃণমূলের।

পেশীশক্তি কায়েমের আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

মেরুকরণ যদি হয় হয়, তা উন্নয়নের ক্ষেত্রে হোক, প্রগতির ক্ষেত্রে হোক, মানবতার ক্ষেত্রে হোক। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলো মধ্যে যে ধর্মীয় মেরুকরণের লক্ষণ দেখা যাছে, এটা বলা যেতে পারে, অশনি সংকেত। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে গণতন্ত্রের উৎসব বলে অভিহিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনকে আর গণতান্ত্রিক উৎসব বলে মনে হয় না। বরং একে হিংসালীলা বলাই শ্রেয়। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসকদলের অন্তর্ঘাত বুমেরাং হতে পারে। নির্বাচন সুষ্ঠু হলে পাশা পরিবর্তনও অস্বাভাবিক নয়। নির্বাচন কমিশন একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন সংস্থা। সেই সংস্থাতে বার বার আদালতের হস্তক্ষেপ করার ফলে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও জনমানসে শংসয় দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে ভোটার ও ভোটকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়েও। এমনটাই আমার অভিমত।'

নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক জনৈক সংখ্যালঘু শিক্ষক তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমি যা বলছি, এ আমার ব্যক্তিগত অভিমত। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক হিংসার আশঙ্কা রয়েছে। যে হিংসা অতীতে কখনও হয়নি। তার কারণ এবারের নির্বাচনে আপনি দলটা করেন কিনা সেটা বড় কথা নয়। টিকিট পেতে দরকার শুধু টাকা। এখন তৃণমূলের একটা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে টিকিট পেতে দর উঠেছে পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকা। পঞ্চায়েত সমিতিতে পঞ্চাশ লাখ আর জেলা পরিষদে দুই কোটি। এমতাবস্থায় ভায়োলেন্স হওয়াটাইতো স্বাভাবিক। যে টিকিট পেয়েছে সেতো মরিয়া চেষ্টা করবেই জেতার জন্য। আপনি আদৌ দলটা করেন কিনা, দলের প্রতি আপনি অনুগত কিনা, মা–বোনেদের ভোট আপনার দরকার আছে কিনা, এসব কিছুই দেখার দরকার নেই। শুধু টাকা থাকলেই হবে। টিকিট পাওয়া এবং জেতার ব্যবস্থা দলই করিয়ে দেবে। গ্রামপঞ্চায়েত ভোট মানেই পেশী শক্তির ভোট। সেটা এবারের নির্বাচনে বেশি পরিমাণে প্রকট হবে বলেই আমার আশঙ্কা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, পথশ্রী ইত্যাদি প্রভৃতি কিছুই কাজ করছে না। পঞ্চায়েতে ভোট হবে মাসলম্যান দিয়ে। অনেক জায়গাতেই মনোনয়ন জমা করতে দেওয়া হয়নি। ফলে ইতিমধ্যে বহু পঞ্চায়েতেই শাসকদল বিরোধীশূন্যভাবে জয়ী হয়েছে। মুর্শিদাবাদের মতন জায়গায়, যেখানে মুসলিম পপুলেটেড, সেখানেই ১৩৬টি আসনে ক্যানডিডেট দিতে পারেনি তৃণমূল। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে অলিখিতভাবে কংগ্রেস–সিপিএম, বিজেপি আইএসএফ জোট বাঁধছে। তবে ভোট ঠিকমতো হবে কিনা, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তার উপরেও এবারের ভোট অনেকাংশে নির্ভরশীল। এবারে মানুষ জনগণের সঙ্গে থাকবে না কি জন জোয়ারে ভেসে যাবে তা বোঝা যাবে নির্বাচনের পরেই। তবে এসবই আমার ব্যক্তিগত অভিমত।'

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মৌশুনীর সল্ট ঘেরীর নদী বাঁধ পরিদর্শন করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা

সাগরে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর স্ত্রী

অমিত মন্ডল : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা স্ত্রী নমিতা দাস হাজরা। আগামী ৮ ই জুলাই রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন এমনটাই জানিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। গত ১৫ ই জুন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকের রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০১ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা করেছিলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার স্ত্রী নমিতা দাস হাজরা। শুক্রবার দিন মন্ত্রীর স্ত্রী নমিতা দাস হাজরা বিডিও অফিসে গিয়ে জানতে পারেন এ বছরের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তার বিরুদ্ধে বিরোধীপক্ষে কোন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেননি। নিয়ম মাফিক মন্ত্রী স্ত্রী নমিতা দাস হাজরা কে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। এদিন তাকে বিজয়ী ঘোষণা করার পরে তুলে বিজয়ীর শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। বিজয়ী ঘোষনা হওয়ার খবর প্রকাশ হতেই সবুজ আবিরে অকাল হোলিতে মেতে উঠে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। দলীয় সূত্রে জানা যায় ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে একই বুথ থেকে জিতেছিলেন তিনি। জিতে রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের দাযিত্ব সামলেছেন তিনি। এবারও এই বুথ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজের দখলে রাখলেন। উল্লেখ্য এ বছরের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সব থেকে বেশি জয়লাভ করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। পরিসংখ্যান বলছে দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে ৬৩৮৩ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৭৬৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে। এ বিষয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী প্রার্থী সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার স্ত্রী নমিতা দাস হাজরা জানান শুক্রবার তিনি বিডিও অফিসে গিয়ে জানতে পারেন বিষয়টি। এই জয় তিনি সাধারণ মানুষকে উৎসর্গ করেছে। সাগরদ্বীপের মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে জয়ী করেছে। আমাদের আরো বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে।সাগরে বিরোধীদের কোনো সংগঠন নেই।তাই তারা প্রার্থী দিতে পারেনি।

এ বিষয়ে বিজেপি নেতা অরুনাভ দাস জানান সারা রাজ্যে মনোয়ন্পত্র জমা দেওয়ার কাছ থেকে প্রত্যাহার করা পর্যন্ত একের পর এক সন্ত্রাস করে তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। যিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তিনি সুন্দরবন উন্নয়ন্ মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার স্ত্রী। যার কারণে ওই বুথে বিরোধীরা কেউ প্রার্থী হওয়ার সাহস করে উঠতে পারিনি। তবে তিনি নিজেদের সাংগঠনিক দুর্বলতা আছে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি জানান আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের চোখে চোখ রেখে কথা বলার জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন।

বাঙালির হাতেই বধ বাংলার শিক্ষা

প্রথম পাতার পর

আরও এগিয়ে শিক্ষা হয়ে উঠল অবৈধ রোজগারের হাতিয়ার। শিক্ষক পদ বিক্রি করে টাকা তুলছে বাঙালি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকিয়ে দিচ্ছে অযোগ্য শিক্ষক। এইভাবে সরকারি শিক্ষার বুনিয়াদটাই ভেঙে দেওয়া হল। আরও বাড়বড়ন্ত হল ব্যবসায়ীদের শিক্ষার। শোষক আর শোষীত দুই বাঙালি শ্রেণীর ব্যবধান বাড়িয়ে তোলা হল অসাধারণ বাঙালি কৌশলে। বাঙালির মত এমন আত্মঘাতী জাতি পৃথিবীতে আর একটিও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ইতিহাস বলে নৈরাজ্য একবার শুরু হলে তা সর্বস্ব গ্রাস করে। হচ্ছেও তাই। এবার চিকিৎসাবিদ্যার পালা। টোকাটুকির আগুন লেগেছে তাতেও। অদূর ভবিষ্যতে ডাক্তারি পড়ুয়ারাও সুশিক্ষার আশায় হয়ত পাড়ি দেবেন বিদেশে।

গোষ্ঠীকোন্দলে উত্তপ্ত

প্রথম পাতার পর

এদিকে বুড়ো নামের একটি ছেলে, সে নিজেকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা বলে পরিচয় দিয়ে দাদাগিরি করছে। দল তাকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবুও সে কিছু গরিব মানুষের কাছ থেকে দশ হাজার, পনেরো হাজার করে টাকা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা না করেই ১০ নম্বর দিয়ে একটা টোটো রুট বের করে দিয়েছে। আমরা ওয়ার্ডে কোনো জায়গায় টোটো রাখার জায়গা নেই। এটাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। আমি এটার প্রতিবাদ করতে এসে আক্রান্ত হই। বুড়োর ভালো নাম অরিন্দম। বাইরে থেকে কিছু সমাজবিরোধী নিয়ে এসেছিল। পিছন থেকে তাদেরই কেউ আমাকে আঘাত করে । আগে ডিওয়াই এফআই করত। পরে সুযোগ বুঝে তৃণমূলে আসে। আমাদের দলের দুর্দিনে বিজেপিতে যায়। পরে ফিরে এসে এখন টোটো এবং অটোর নাম করে কোটি কোটি টাকা তুলছে। ও যেভাবে অটো টোটো রুট বের করেছে, তাতে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে। গত পরশুদিন একজন অ্যাক্সিডেন্টে মারাও যান। সমাজ বিরোধীকে আমরা মান্যত দিই না।'

এপ্রসঙ্গে বুড়োর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে, তাকে পাওয়া না যাওয়ার কারণ তার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এদিকে হেলাবটতলা থেকে বারাসত রেল স্টেশনে যাবার যে প্রধান রাস্তা সেটির অধিকাংশই এত বেহাল যে অটো–টোটো চলাচলে প্রায়শই দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। অথচ কাউন্সিলর হয়ে আসার পর দু'বছর অতিক্রান্ত হলেও রাস্তা সংস্কারে কোনো উদ্যোগ নেনি দেবব্রত পাল। এমনটাই অভিযোগ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু টোটো চালকদের।

এদিনের প্রতিবাদ সভায় তাপস দাশগুপ্ত বলেন, 'প্রথমত: বলি, আমার দলের কাউন্সিলরের গায়ে যারা হাত দিয়েছে, তারা দলের কেউ না। এখানে আটো টোটো ও হকারদের উপর একটা অত্যাচার চলছে। আমাদের লিখিতও তা জানানো হয়েছে। আমি নতুন করে কমিটি তৈরি করতে বলেছি। যাতে সুষ্ঠুভাবে চালানো যায়। এবং দলের গাইডলাইনকে মান্যতা দিতে হবে। দলের নেতৃত্বকে যারা বাজে কথা বলে, তারা দলের কেউ না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন নি, গুণ্ডামি করে গা–জোয়ারি করে হকার কিম্বা টোটো–অটোর কাছ থেকে টাকা তুলতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কষ্ট করে তৈরি করা দলের গায়ে যারা কালি লাগাবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে মঙ্গলবারের ঘটনাকে শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল বলে উল্লেখ করছেন সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষক মহল।

পঞ্চায়েত ভোট: নানারূপে জনতা জনার্দনের মন ভোলাতে ব্যস্ত প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনেই পঞ্চায়েতের মহারণ। ৮ জুলাই রাজ্যজু।ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সংঘটিত হবে।হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি।দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।তাই কার্যত নাওয়া খাওয়া মাথায় তুলে দিকে দিকে জনতা জনার্দনের মন ভোলাতে চূ।ান্ত ব্যস্ত ভোট প্রার্থীরা।ডান থেকে বাম, ফুল থেকে কাস্তে, তেরঙ্গা–লাল–গেরুয়া বাদ নেই কেউ–ই পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে, হাটেবাজারে, মন্দির থেকে মসজিদ, চায়ের ঠেক সর্বত্রই প্রার্থীদের আনাগোনা। দিন–রাত, বৃষ্টি–বাদলা, শত্রু–মিত্র কোনও কিছুরই বালাই নেই।ভোটপ্রচারে বেরিয়ে প্র্া্থীদের কেউ কোনও বাড়িতে রন্ধনরত গৃহবধূর কড়াইয়ের তরকারিতে হাতা, খুন্তিটা একটু নেড়ে দিচ্ছেন। কোনও প্রার্থী লাজুক গৃহবধূর কাছ থেকে ধুলোমাথা ন্যাংটা শিশুকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে আদর করছেন। মাটির কাছাকাছি থেকে বড়ো হওয়া কোনও প্রার্থীকে দেখা গেল প্রত্যন্ত এলাকার কোনও পরিবারে গিয়ে ঘরের দাওয়ায় বসে খেজুরপাতার তালাই বুনে দিতে। অনেকেই পাড়ার চায়ের ঠেকে বসে হালকা চালে খোশগল্পে মেতে উঠে নিজের নিজের প্রতি জনসমর্থনের গতিপ্রকৃতি কিছুটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।মওকা বুঝে কোনও কোনও প্রার্থী তো পাড়ার ছেলেছোকরাদের ঠেকে গিয়ে তাদের সঙ্গে দু'–এক ঝাল তাস পিটিয়ে নিচ্ছেন। এমনকি, বকরিদ অর্থা কুরবানি পরবের দিনেও জনসংযোগের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি অসংখ্য প্রার্থী। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের বিদায়ী সহ সভাপতি দেবু টুডু এবারও একইভাবে ভোট প্রার্থী। এই হেভিওয়েট তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বৃহস্পতিবার সাতসকালেই ঈদ উসব উপলক্ষ্যে কালনার একটি মসজিদে গিয়ে সকলের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের আরও এক হেভিওয়েট প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল বাড়ি বাড়ি গিয়ে গৃহবধূর রান্নার কাজে হাত লাগাচ্ছেন।তারকা নেত্রী সায়ন্তনী বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালি রীতি মেনে কোনও গ্রামে প্রচারে গিয়ে এলাকার এয়োতি বধূর হাত থেকে আলতা পড়ে নিয়ে জনতার নজর কাড়তে সচেষ্ট। পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরে তারকা নেত্রী সায়নী ঘোষ ভোট প্রচারে এসে দুধের শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে আদরে ভরিয়ে দিলেন।এসবের পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম, যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁদের ঝাঁঝালো বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস

এবং বিজেপির বিরুদ্ধে জনতার নজর কাড়তে সচেষ্ট।বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে শুভেন্দু অধিকারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দও নানাবিধ রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট চাইছেন।এককথায়, ভোট প্রার্থীরা কার্যত নানারূপে জনতা জনার্দনের দুয়ারে হাজির হয়ে জনসমর্থন পেতে মরিয়া। নির্বাচনের প্রার্থীদের একটাই লক্ষ্য, পঞ্চায়েতের মহারণে জয়লাভের মধ্য দিয়ে আগামি দিনগুলিতে দেশের ও দশের সেবা করা।অর্থা, গণতান্ত্রিক কাঠামোয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা মানুষের পাশে থেকে সেবা করার মন্ত্রে দীক্ষিত হবেন। এজন্যই কুচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, লালগ। থেকে লালগোলা সর্বত্র ভোটপ্রার্থীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে।তবে, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নানা কারণে ভোটক্যাচার থেকে শুরু করে ভোটবিশারদ সকলেরই কমবেশি নজর আটকে রয়েছে রাজ্যের শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলার দিকে। ২০১৮ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই জেলার সর্বত্র বিরোধীরা ছিল শূন্য। সেই সময় বামফ্রন্ট থেকে শুরু করে বিজেপি, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের বাতাবতরণ সৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র ভোট প্রক্রিয়া কব্জা করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল। এনিয়ে দেশজুড়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনার ঝড়ও বয়ে গিয়েছিল। তবে, এবারে এই জেলার সর্বত্রই বিরোধী দলের প্রার্থীরা মোটের ওপর শান্তিপূর্ণভাবে মনোনয়ন দাখিল করতে পেরেছেন।ছোটোখাটো কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনায় পুলিশ–প্রশাসনের দৌ।ঝাঁপ একটু বাড়লেও তার রেশ ছিল সীমিত। যদিও সাংগঠনিক দুর্বলতা, কৌশলগত অবস্থান সহ নানা কারণে এই জেলায় এবার শাসকদল থেকে শুরু করে বিরোধীরা প্রতিটি আসনেই প্রার্থী দিতে পারেনি।শুধু তাই নয় একাধিক আসনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী সিপিএম প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন।আগামি ৮ জুলাই কয়েকশো কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে রাজ্যজুড়ে যে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হবে সেদিকেই তাকিয়ে সকলে এবার।

মহানগরে

বিলুপ্তির পথে কানন দেবীর বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : টালিগঞ্জের নেতাজি সুভাষ বোস রোডের বাঁশদ্রোণী এবং নেতাজি নগর বাসস্ট্যান্ডের মাঝখানে অবস্থিত সূর্যনগর। সেখানেই বিশাল অট্টালিকা ছিল বাংলা ছবি সবার যুগের গোড়ার দিকে শ্রেষ্ঠ নায়িকা গায়িকা কানন দেবীর। ছিল, এই কারণে যে ,ওই শ্রীমতি নামাঙ্কিত কানন দেবীর বাড়িটি এখন প্রোমোটারদের খপ্পরে। ভাঙ্গা হচ্ছে সেই বহু স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটি। যেখানে কানন দেবীর স্বামী হরিদাস ভট্টাচার্য তাঁর পরিচালনায় নির্মিত ছবিগুলির শিল্পীদের নিয়ে নিয়মিত ওয়ার্কশপ করতেন। বিশেষ করে সেই সময়ের অনুপ কুমার, সবিতা বসু প্রমুখ জুনিয়র শিল্পীদের নিয়ে। বিরাট বাড়ির চারপাশে বাগান, মাঝখানে মন্দির। কানন দেবীর উত্তরসূরিরাই বিক্রি করেছেন বাড়িটি।এখানে সংরক্ষণেরতো তেমন ব্যবস্থা নেই , তার একটি দৃষ্টান্ত নতুন করে পাওয়া গেল দাদা সাহেব ফালকে বিজয়িনী কানন দেবীর বাড়িটির ব্যাপারেও।

উপাচার্য নিয়োগ বৈধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ রাজ্যের রাজ্যপাল তথা আচার্য সি ভি আনন্দ বোস রাজ্যের যে ১১ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যদের নিয়োগ করেছিলেন তাকে বৈধ বলে আজ ২৮ জুন রায় দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়ার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান জেলাস্থিত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকু।। বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার বাবা সাহেব আম্বেডকর বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়ার সিধু কানহু বীরসা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সি ভি আনন্দ বোস। সেই নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গত ৫ জুন কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। অভিযোগ ছিল রাজ্য সরকার ও রাজ্যের শিক্ষা দফতরের সঙ্গে কোনও রকম পরামর্শ আলাপআলোচনা না করে ওই উপাচার্যদের নিয়োগ করেছেন আচার্য তথা রাজ্যের রাজ্যপাল। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম্ এবং বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তর ডিভিশন বেঞ্চ আজ মামলার রায়ে জানিয়েছেন রাজ্যপালের নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে বৈধ। ওই উপাচার্যদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। যদিও রাজ্য সরকার ওই উপাচার্যদের বেতন ও কোনও রকম সুযোগসুবিধা না দিতে এখনও অন। বিশেষ সূত্রের খবর।

কলকাতায় এককাঠা জমির দাম ৮৮ হাজার টাকা!

বরুণ মণ্ডল

উত্তর – দক্ষিণ মেট্রোরেল পথের সন্নিকটে কলকাতা পৌরসংস্থার ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডে রাজা রামমোহন রায় রোডে এককাঠা জমির দাম ৮৮ হাজার টাকা। মোট ২৫ কাঠা উঁচু ডাঙা জমি আছে। কলকাতা পৌরসংস্থার ২০২৩ – '২৪ সালের পৌরসংস্থার চিফ ভ্যালুয়ারের অফিস থেকে এই রেকর্ডটি পেশ হয়েছে। ওই ওয়ার্ডে একটা ১৪০ কাঠা জমির দাম মাত্র ১৩৯ লক্ষ টাকা। জানাচ্ছেন স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি বরো অধ্যক্ষা রত্না সুর। কলকাতা পৌরসংস্থার অধীন ১৪৪ টি ওয়ার্ডে কলকাতা পৌরসংস্থার বিভিন্ন সম্পত্তি রয়েছে, যা কলকাতা পৌরসংস্থার স্থাবর সম্পত্তির তালিকায় নথিভুক্ত করা হয়নি। কিছু সম্পত্তি পৌরসংস্থাকে দান করা সত্ত্বেও দাতারাই সে জমি ভোগ দখল করছে। ফলে পৌর সম্পত্তির প্রকৃত মূল্যায়ন হচ্ছে না। পৌর অধিবেশনে এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বরিষ্ঠা জনপ্রতিনিধি তথা ১৩ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষা রত্না সুর। ওই প্রস্তাবে তিনি বলেছেন, কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৪ টি ওয়ার্ডে পৌর সম্পত্তির পরিমাণ সঠিক ভাবে নির্ণয় ও নথিভুক্ত করা হোক। পৌর সম্পত্তি গুলির যথাযথ ব্যবহার নাগরিক ও পৌর কর্তৃপক্ষ যাতে করতে পারে, তার ব্যবস্থাও করা হোক।

১৩ বরোর অধ্যক্ষা বলেন, প্রতি বছর কলকাতা পৌরসংস্থার বাজেট বিবৃতি পেশের আগে কলকাতা পৌরসংস্থার ১৯৮০ সালের আইন ৫৪০(৩) নম্বর ধারানুসারে একটা 'দি ইনভেন্টরি অফ ইমুভ্যাবল প্রপার্টিজে'র (এ–ফোরের থেকেও বড়ো মাপের একটি মোটা বই) একটি বিরাট তালিকা আমরা বাজেট বইয়ের সঙ্গে পাই। তাতে পৌর সংস্থার কতটা স্থাবর সম্পত্তি আছে? তার পরিমাণই বা কতটা? তার বর্তমান বাজার দর কতটা? ইত্যাদি তাতে উল্লেখ থাকে। তিনি বলেন, ইনভেন্টরিতে আমরা সম্প্রতি দেখছি তার আপগ্রেডেশন করা হয়নি। আজ থেকে দু–দশকেরও আগে ২০০১ – এর বাজেটে

যে 'ইনভেন্টরি অফ ইমুভ্যাবল প্রপার্টিজ' ছিল, তাতে কলকাতা পৌরসংস্থার এক কাঠা জমির দাম ৮৮ হাজার টাকা ছিল। আজ ২০২৩ – '২৪ – এর তালিকাতেও সেই জমির দাম ৮৮ হাজার টাকাই উল্লেখ করা আছে।

জানা যায় কোভিড নাইন্টিনের পর অন্যান্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মতো স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গুলির আর্থিক স্বাস্থ্যের অনেক অবনতি হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থাও তার ব্যতিক্রম নয়। এই আর্থিক স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য প্রাপ্য অর্থ না পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে আর্থিক সংকটে কলকাতা পৌরসংস্থা ভুগছে। এবং বাজারে বন্ড বিক্রি করে এই পৌরসংস্থা এই আর্থিক পরিস্থিতির থেকে উত্তরণের রাস্তার খোঁজ করছে। যখন একটি বন্ড বিক্রি করবো সেটি যিনি কিনবেন, তিনিও দেখবেন যে এখানে আর্থিক ঝুঁকি কতটা। আজ যে ইমুভ্যাবল প্রপার্টিজের লিস্ট আছে, সেই লিস্টের কয়েকটা ২০০০ – '০১ – এ বা ২০১০ – '১১ বা ২০১৪ – '১৫ এবং ২০২৩ – '২৪ গত ৫ বছর বা ১০ বছর অন্তর যে তালিকা প্রকাশ হয়েছে, তার একটা নমুনায় দেখা যাচ্ছে, ২০০১ – '০২ – এ জমির সম্পত্তির পরিমাণ ছিল। জমির ঠিকানা ছিল। কিন্তু সেখানে ভ্যালুয়েশন উল্লেখ করা থাকতো না। পরবর্তী কালে ২০১০ – '১১ সাল থেকে জমির ভ্যালুয়েশন দেওয়া হচ্ছে। আমি আমার ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কথাই বলছি, এই বইটিতে ১৪৪ টি ওয়ার্ডের কলকাতা পৌরসংস্থার অনেক জমির তালিকা এখানে নথিভুক্ত করা হয়নি। ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ১৯৯৪ সালে সুরভি ভট্টাচার্যের দান করা জমি আজ পর্যন্ত কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। যার বর্তমান বাজার দর কয়েক কোটি টাকা।

কারণ কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তির পরিমাণ যদি ১ হাজার কোটি টাকা হয়, তবে তার বন্ডের দামও বেশি হবে। যদি ১০ হাজার কোটি টাকা হয়, সেই বন্ডের দাম আরও বেশি হবে। এই বন্ড বিক্রির ক্ষেত্রে যেন যারা কিনবেন, তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এই স্থাবর সম্পত্তির প্রকৃত মূল্যায়ন এবং কতটা স্থাবর সম্পত্তি কলকাতা পৌরসংস্থার আছে, তার প্রকৃত মূল্যায়ন হওয়া দরকার। কলকাতা পৌরসংস্থার চিফ ভ্যালুয়ার সার্ভেয়ারের অফিস থেকে এই তালিকা গুলি তৈরি করা হয়েছে।

যেখানে ২০২৩ – '২৪ – এ এককাঠা জমির দাম কমপক্ষে ২৫ লক্ষ টাকা। এই ২৫ কাঠা জমি কী কারণে এটা আপগ্রেডেড করা হয় না। যখন আমরা সম্পত্তি কর দিতে যাচ্ছি, তখন জমির ভ্যালুয়েশন হচ্ছে সরকার নির্ধারিত দামে। আমি যখন জমি কিনছি তখন স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হচ্ছে, সরকার নির্ধারিত দামে, সেখানে পৌরসংস্থার তালিকাতে কিসের জন্য এককাটা জমির দাম ৮৮ হাজার টাকা উল্লেখ করা আছে? চিফ ভ্যালুয়ার সার্ভের অফিস থেকে যে দাম পেশ করা হচ্ছে। সবচেয়ে মজার কথা ২০১০ – '১১ – এ যে জমির দাম লেখা আছে কাঠা প্রতি ৮৮ হাজার টাকা। সেখানে ওই ২০২৩ – '২৪ সালের রেকর্ডেও প্রতি কাঠা জমির দাম ৮৮ হাজার টাকা। এটা হতে পারে?

প্রস্তাবের জবাবি বক্তব্যে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এক্ষেত্রে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, কলকাতা পৌরসংস্থার মতো একটি বিশাল কর্মমুখর প্রতিষ্ঠানে এই তালিকার ধারাবাহিক সংশোধন ও নবীকরণ প্রক্রিয়া নিয়মিত তত্ত্বাবধানে করা হয়। আরও সংশোধনের প্রয়োজন আছে। অন্তত আমি মহানাগরিক হওয়ার পর যে পৌর সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করা হয়, বা বিক্রি করা হয়, তস কিন্তু 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন'(আই জে আর) রেটটাকে আমাদের রেস্ট প্রাইজ ধরা হয়। আমি এই রেট অনুযায়ী জমির ভ্যালু তৈরি করতে বলেছি। এই আইজেআর রেট হয়ে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই সম্পত্তির মূল্য বা দাম অনেকটা বেড়ে যাবে। সাম্প্রতিক 'ক্রিসিল রেটিং' – এ আইজেআর রেট অনুযায়ী ধরা হয়েছে। আর পৌরপ্রতিনিধিদের অনুরোধ করছি, আপনারা নিজ নিজ ওয়ার্ডের পৌর সম্পত্তির তালিকা গুলি সংশোধন করে একটা ইনভেন্টরি বেসিসে দিন, তাহলে পৌর আধিকারিকদের পক্ষে কাজ করতে সুবিধা হবে।

লেন্স বার্তা

রাস্তার উপর থরে থরে জমে আছে অবর্জনার স্তুপ, আজাদগড়ে।

যে কোনো সময় হতে পারে দুর্ঘটনা। আবর্জনার স্তর নেমে এসেছে রাস্তায়, এক পাশে ফুটপাথ , গাড়ী যাতায়াতের রাস্তায় চলছে পথচারীর দল। টালিগঞ্জ বি এল সাহা রোডের কাছে।

এক ছাতার নিচে, স্কুল ছুটির পর বৃষ্টি পায়ে বাড়ী ফেরার মজাই আলাদা।

একটু দেরি করে হলেও , বর্ষার আগমন শহরে।

ছবি : অভিজিৎ কর

বুধবার বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় উল্টো রথযাত্রা উৎসবে জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রার বিগ্রহ। পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট জগন্নাথতলায়। পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়া দেবমাল্য রায়ের তোলা ছবি।

মহালানবিশ ও স্ট্যাটিসটিক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা এবং বৈজ্ঞানিকভাবে তাকে পর্যালোচনা করবার মাধ্যম হল স্ট্যাটিসটিক্স। আর এই বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে ভারত সেরা তথা বিশ্ব সেরা করে তুলেছেন এক বাঙালি তার নাম পি সি মহালানোবিশ। গড়ে তুললেন আস্ত একটি প্রতিষ্ঠান যা এখন ভারতের অগ্রগতির প্রতীক। তথ্য সংরক্ষণ করা , পর্যালোচনা করা এবং তা বৈজ্ঞানিকভাবে দৃষ্টিপাত করা সাহায্য করে দেশের অতীত ও ভবিষ্যৎকে স্বচ্ছ ভাবে দেখা ও পরিকল্পনা করা। ২৯ জুন ২০২৩ পি সি মহালানোবিসের জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতার আইএসআইতে পালন করা হলো জাতীয়স্ট্যাটিসটিকস দিবস এবং প্রতিষ্ঠান এই দিনটিকে মানে ওয়ার্কার্স ডে হিসেবে। এই দিনের অনুষ্ঠানের সূচনা

হয়প্রফেসরের প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করে। উপস্থিত ছিলেন আই এস আই এর ডিরেক্টর প্রফেসর সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারত সরকারের স্ট্যাটিসটিক্যাল মন্ত্রণালয়ের মুখ্য ডঃ জেপি সামন্ত, আইএসআইয়ের সভাপতি শংকর কুমার পাল, আইএসআই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ডক্টর প্রণব সেন, ডক্টর পার্থপ্রতিম মহন্তা, বন্ধন ব্যাংক এর সিইও চন্দ্রশেখর ঘোষ সহ অন্যান্যরা। হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজ। অতিথিরা সকলেই আই এস আই এর ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন আরও নিচু স্তর থেকেই স্ট্যাটিসটিক্স এর প্রাধান্য দেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবার জন্যও তারা বক্তব্য রাখেন। স্নাতকের আগে থেকেই স্ট্যাটিস্টিকসের ধ্যান–ধারণা যদি ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে আরও দৃঢ়ভাবে আসতে পারে তাহলে স্ট্যাটিসটিক্স আরো উন্নতি হবে আরো ছাত্র–ছাত্রীরা এগিয়ে আসবে এ বিষয় নিয়ে পড়াশোনা এবং গবেষণা করবার জন্য আগ্রহ জন্মাবে সকলের মধ্যে। চন্দ্রশেখর ঘোষ বলেন তার ব্যাংক ভরে উঠেছে নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সাহায্যের হাত বাড়িয়েদেওয়ার জন্য তাই বিভিন্ন মহিলারা এখন বন্ধন ব্যাংক থেকে সুবিধা পেয়েনিজেদের ব্যবসার নিজেরা করছে বা নিজেদের পায়েনিজেরা দাঁড়াতে সক্ষম হচ্ছে। সবই সম্ভব হয়েছে এই স্ট্যাটিসটিক্স এর মাধ্যমে বা সাহায্যে আমাদের পুরো কর্মকান্ড টাই দাঁড়িয়েথাকে স্ট্যাটিস্টিকসের ভীতের ওপর।

স্বামী সুবিরানন্দ জি বলেন স্বামী বিবেকানন্দর ও দূরদৃষ্টি এবং ভাবনা ভারত বর্ষকে এগিয়েনিয়েচলেছে আমরা নৈতিকভাবে শক্ত আছি বলে ভারত বর্ষ এখন আবার শীর্ষে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ইতিমধ্যেই তা শুরু হয়ে গিয়েছে। বাঙ্গালীদের এই অস্ত্র ভারত বর্ষকে আরো উত্তরোধ্যা বৃদ্ধি করবে এই বিষয়েতিনি স্ট্যাটিস্টিকসের গর্ব প্রফেসর এবং স্বামী বিবেকানন্দর দৃষ্টিকোণ তা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

আলোচনার মাধ্যমে উঠে এলো প্রফেসরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান– কবিতা।

তবে আই এস আই এর ছাত্র–ছাত্রী এবং নবী ন গবেষকদের তেমনভাবে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ চোখে পড়েনি। নতুন প্রজন্ম এবং ছাত্র–ছাত্রীদের কে এ বিষয়ের অনুষ্ঠানে আরো নিযুক্ত করবার ভাবনা কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা উচিত বলে মনে হয়। নতুন প্রজন্মের ভাবনা এবং কথাও এগিয়েনিয়েযাবে আইএসআইকে।

যাওয়া আসার পথে পথে

পটুয়াটোলা লেনের শোলা দোকানী

দীপককুমার বড় পণ্ডা

প্রশ্নটা শুনেই ভদ্রলোক ক্ষেপে গেলেন। বললেন, এটা কোনো প্রশ্ন হল? দোকানীকে কেউ জিজ্ঞেস করে এটা কোথা থেকে এসেছে। আমার দোকানে বিক্রি হচ্ছে মানে আমি ম্যানুফ্যাকচারার। আমি চুপ। আরও অনেক কথা বলে যাচ্ছেন উনি। কিছু বাদে তিনি থামলেন। সুযোগ পেয়ে বললাম, শোলাশিল্প নিয়ে আমার খুব কৌতূহল। তাই জানতে চেয়েছিলাম, আপনার দোকানে শোলার শিল্পগুলো কোথা থেকে আসে। কলকাতার দোকানে যাঁরা বিক্রি করেন তাঁদের মধ্যে শিল্পী কম দেখেছি। সাধারণভাবে দেখেছি, গ্রাম থেকে শিল্পীরা এসে দিয়ে যান এই শিল্পগুলো। আপনি বললেন, আপনি ম্যানুফ্যাকচারার। এই শব্দটা কেমন যেন লাগল। বললাম, আপনি তৈরি করে থাকলে নিজেকে তো শিল্পী বলাই ভালো। উনি বললেন, এটা আবার শিল্প নাকি! চাঁদমালার নিচে যে শোলার ফুলগুলো ঝুলছে ওইগুলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থেকে শিল্পীরা এসে দিয়ে যায়।

– কোথায় দিয়ে যায়?

– আমরা যেখানে থাকি।

– কোথায় থাকেন?

– দমদম ক্যান্টনমেন্টের কাছে সুভাষনগরে।

– আপনার নামটা বলবেন?

– রমেন রায়।

জাতিতে কায়স্থ রমেন বলে চলেছেন, আমরা শক্ত কাগজগুলোর সঙ্গে সুতো দিয়ে শোলার ফুলগুলো বেঁধে দিই। আমাদের কিছু কারিগর আছে। ওরাই করে। সেইসব জিনিস সুভাষনগর থেকে তৈরি হয়ে চলে আসে পটুয়াটোলা লেনে। পাশ দিয়েই চলে গেছে মহাত্মাগান্ধী রোড, শিয়ালদা–হাওড়া যাওয়ার রাস্তা।

বললাম, আপনার বয়স কত?

তিনি বললেন, আপনি আন্দাজ করুন। কোনোটাই সহজ করে বলছেন না দেখছি।

– ৫৫ বছর হবে মনে হচ্ছে। আমি বললাম।

– হুঁ। খানিকটা সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

– এরসঙ্গে এক যোগ করুন। বললেন উনি।

এতক্ষণে ঠোঁটের কোণায় সামান্য একটু হাসি দেখলাম।

৫৬ বছর বয়সী ভদ্রলোক খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন। চোয়ালগুলো বেশ শক্ত। বললেন, আপনার পরিচয়টা যদি বলেন। বললাম। উনি বললেন, আপনি ভেতরে আসুন। এতক্ষণ কলকাতা করপোরেসনের ড্রেনের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। সামনে দোকানের জিনিস রাখার টেবিল। গলা উঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছিল। রমেনবাবু ভেতরে টুলে বসে। ভেতরে ঢুকলাম।

ভেতরে একটা মাদুর পাতা। ওখানে বসে একজন বৃদ্ধ বিয়ের কার্ড ময়দার আঠা দিয়ে জোড়া লাগাচ্ছেন। তাঁর অন্য কোনোদিকে হুঁশ নেই। খাটো করে পরা ধুতির ওপর একটা গামছা প্যাঁচানো। গায়ে স্যান্ডো গেঁ। বৃদ্ধ মাঝে মাঝে কোমরের গামছায় হাত আর মুখ মুছছেন। তাঁর তৈরি কার্ড এখান থেকে বিক্রি হয়। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন সহ সবধরনের অনুষ্ঠানের কার্ড এখানে পাওয়া যায়। সেই ঘোষণা আছে বাইরে ঝোলানো সাদা সাইনবোর্ডে। আমি দেখছি বৃদ্ধের কাজ, রমেনবাবু শুনছেন আমার প্রশ্ন।

রমেনবাবু এবার বলছেন, 'ঘুরে ঘুরে শিল্পকাজ দেখা আপনার নেশা বলা যেতে পারে।' আমি হাসি। তিনি হাসেন না। গম্ভীর। সেকথা তাঁকে বলি।

– আপনি হাসেন না কেন?

– এখন দেশের যা অবস্থা তাতে কি হাসি আসে! আপনি হাসতে পারেন?

এতো বিরাট বড়সড় কথা। তবে, তিনি এবার একটু মুচকি হাসলেন। বললাম,

– শোলাশিল্পের কী হাল?

– এ চলবে না। থার্মোকল সব খেয়ে ফেলবে।

হঠাৎ রমেন খুব গম্ভীর হলেন। বাইরে থেকে আসা দু'জন লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁকে কী যেন বলতে চাইছে। ওদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই রমেনের। তখন আমার দিকে অনেক মনোযোগী তিনি। আমি ঘড়ি দেখছি। অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। উঠব উঠব করছি। রমেন একটু আন্তরিক হলেন। 'বসুন, আপনার জন্য একটু খাবার আনতে দিয়েছি।' বলার পর ওই লোকেদের দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'দেখতে পাচ্ছ না ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছি। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। উনি যাবেন তারপর তোমাদের সঙ্গে কথা হবে।'

মাঙ্গলিকী

অনীকের সাদর আহ্বানে মফস্বল

কৃষ্ণচন্দ্র দে

অনীক এর ডাকে সাড়া দিয়ে তপন থিয়েটার মাতালো মফস্বলের বহু নাট্যদল। এটা অনীক এর একটা চ্যালেঞ্জ।

নাট্য জগতে অনীক এখন একটা বহু পরিচিত নাম। এই নামের পিছনে রয়েছে তাদের স্বার্থত্যাগ, পরিশ্রম ও বহুমুখী নাট্য পরিকল্পনা। অনীক নিজে তো সারা বাংলা জুড়ে নাট্য উৎসব করে চলেছে বহুদিন যাবৎ এটা আজ কারো অজানা নেই। বর্তমানে সেই গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসব দেশ কালের সীমা ছাড়িয়ে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। একথা অনেকে হয়তো এখনো জানে না যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় যে নাট্য উৎসব হয় সেটা গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসব। এটা আমার কোন কাল্পনিক ধারণা নয়, বাংলাদেশের সরকারি প্রতিনিধিবৃন্দের কাছ থেকেই জানতে পেরেছি। প্রতিবছর বাংলাদেশের নাট্যদলগুলি নিয়ে যেমন আলাদা করে তপন থিয়েটারে একটি নাট্যোৎসব বিগত কয়েক বছর ধরে হয়ে চলেছে, তেমনি বাংলাদেশেও সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে অনীকের এই গঙ্গা যমুনা নাট্য উৎসব।

ওদের নব পরিকল্পনা মফস্বলের নাটক কলকাতার দর্শকের জন্য একটা মনোজ্ঞ উপহার দেওয়া। আসলে আমরা যারা কলকাতার দর্শক এবং কলকাতার আশেপাশের নাট্যদলগুলি মফস্বলে যে কি ধরনের নাট্য চর্চা থেকে শুরু করে অসাধারণ সব নাটক সঞ্চায়ন করে চলেছে তা কলকাতার এলিট ক্লাসের নাট্যদলগুলির মুখে ঝামা ঘষে দিতে পারে। আমাদের মধ্যে সবসময় একটা নাক উঁচু ডাব বরাবর থাকে এটা আমি লক্ষ্য করেছি বহুদিন ধরেই। মফস্বল নাটক রচনার ক্ষেত্রে কি আঙ্গিকের দিক থেকে ধীরে ধীরে নিজেদের অনেক পরিণত করে তুলেছে যা আমরা খবরও রাখি না। কিন্তু অনীক সে খবর শুধু রাখেই না তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থেকে নাটকের উন্নতিকল্পে অনেক কদম নিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও অনেক কদম গ্রহণ করবে।

এই ব্যাপারে ওদের নবপরিকল্পনা মফস্বলের নাট্যদলগুলিকে কলকাতার তপন থিয়েটারে সাদর আহ্বান জানিয়ে কলকাতার নাট্যমোদী দর্শকবৃন্দের কাছে হাজির করা। মাসের প্রথম সোমবার এবং তৃতীয় সোমবার মফস্বলের নাট্যদলগুলো তপন থিয়েটারে আসর জমিয়ে চলেছে। অনীকের ডাকে সাড়া দিয়ে তারা তাদের শিল্পকলা নিয়ে হাজির হয়েছে নির্দিষ্ট দিনে। কলকাতাবাসী এবং কলকাতার নাট্যদল গুলির কাছে একটা মস্ত সুযোগ করে দিয়েছে অনীক নাট্যদলের নির্দেশক অরূপ রায়। কলকাতার দলগুলির উচিত এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। এইভাবেই নিজেদেরও ঋদ্ধ করা যায়। বিগতদিনে যেমন বেশ কয়েকটি নাটক আমরা দেখলাম এবারে আবার বেশ কয়েকটি ভালো প্রযোজনা আমরা দেখতে পাবো।

আগামী ৩ জুলাই ১৭ জুলাই, ৭ আগস্ট এবং ২১ আগস্ট তপনে শুরু হতে চলেছে মফস্বলের নাট্যশিল্প কলা। এবারে যে সমস্ত দলগুলি এই প্রয়াসে অংশগ্রহণ করেছে তাদের বিস্তারিত তালিকা এবং অভিনয় সূচির দিকে দৃষ্টিপাত করছি।

৩ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা শুরু হবে এই মহোৎসব।

৩ জুলাই প্রথম নাটক বহরমপুর উজান প্রযোজিত নাটক 'অধিরাজ'। নাটক নিরূপ মিত্র, নির্দেশনা গৌতম মজুমদার।

দ্বিতীয় নাটক বীরভূমের আনন প্রযোজিত নাটক 'ঈশ্বর বাবু আসছেন'।

নাটক প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্দেশনা বাবুল চক্রবর্তী।

১৭ জুলাই ৬টা আবয়ব নাট্যচর্চাকেন্দ্র বগুলা প্রযোজিত, আর্য হাসান রচিত এবং বিশ্বজিৎ বিশ্বাস নির্দেশিত 'নাটক সাদা কালো ছবি।'

দ্বিতীয় নাটক ফুলেশ্বর উদ্দীপন প্রযোজিত নাটক 'অনাগত'। নাটক রচনা ও নির্দেশনা অনুপ চক্রবর্তী।

৭ আগস্ট ৬টা বিবেকানন্দ নাট্যচক্র রায়তাঞ্চ প্রযোজিত 'নিহত শতাব্দী' রচনা গৌতম রায়, নির্দেশনা শুভেন্দু চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় নাটক নৈহাটি বঙ্কিম স্মৃতি সংঘ প্রযোজিত নাটক 'অ–পূর্বা' নাটক রচনা দীপগুঞ্জন। সামগ্রিক ভাবনা ও নির্দেশনা দেবাশিস সরকার।

২১ আগস্ট হল দিবাড়ি কোলাজ প্রযোজিত নাটক 'নতুন পুতুল'। রচনা দত্তাত্রেয় দত্ত। নির্দেশনা দীপঙ্কর মণ্ডল।

দ্বিতীয় নাটক কথা নাট্য সংস্থা বাসন্তী প্রযোজিত 'সুন্দরী সুন্দরবন'। নাটক ও নির্দেশনায় গণপতি নস্কর। অভিনয়ে পাখি, পিউ, শিল্পা, তৃষা, বেণী, মৌনী, ঈশিতা।

সকলে করি আহ্বান

উপসংহারে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। অনীক এর মহৎ প্রচেষ্টা যদি একবার দর্শকের মন কেড়ে নিতে পারে তবে বলতে দ্বিধা নেই নাট্য সমাজে একটু নাড়াচাড়া পড়ে যাবে সন্দেহ নেই। আমি ও ব্যক্তিগত ভাবে চাই অনীকের এই উদ্যোগ যেন সফল হয়। আমি বিশ্বাস করি অনীকের এই উদ্যোগ সফল হলে অনীকের যতটা উপকার হবে তার চেয়ে অনেক বেশি উপকার হবে সমগ্র নাট্য সমাজের। ভবিষ্যৎ নাট্য সমাজ অনীকের এই উদ্যোগকে মূল্যায়ন করতে বাধ্য হবেন। নাট্য জগতের সামগ্রিক উন্নয়নে অনীকের এই কাঠ বিড়ালির ভূমিকা ভাবি কালের নাট্য সমাজ সঠিক মূল্যায়ন করুক বা না করুক, নাট্যমোদি দর্শকের বিচারে অনীকের উষি একটা পালক যুক্ত হবেই। পরিশেষে যার মস্তিষ্ক প্রসূত এই পরিকল্পনা তাকে জানাই একটা উষ্ণ অভিনন্দন। অনীকের এই মহৎ পরিকল্পনা ছড়িয়ে পড়ুক দিকে দিকে। যেন কালক্রমে একটা মুভমেন্ট বা আন্দোলনের রূপ নেয়। এটাই আমার ক্ষুদ্র প্রত্যাশা। শুভ হোক অনীক–এর মহৎ প্রচেষ্টা। চরৈবেতি চরৈবেতি।

নিউদিল্লি সার্কেল থিয়েটারের আয়োজনে ফিনিকের সহযোগিতায় স্মরণে সুমিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন ষ্টুডিও থিয়েটারের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রয়াত বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা, নাট্য প্রশিক্ষক এবং পরিচালক সুমিত বিশ্বাসের স্মরণে তাঁরই রচিত ও নিউ দিল্লি সার্কেল থিয়েটার প্রযোজিত নাটক 'স্বপ্নপূরণ' মঞ্চস্থ হল। কাঁচরাপাড়া ফিনিক নাট্য সংস্থার সহযোগিতায় মঞ্চেই মঞ্চস্থ হয় গোবরডাঙ্গা রূপান্তর নাট্যগোষ্ঠীর নতুন নাটক 'আত্মাহুতি'।

গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারের বাইরের চত্বরে ঠিক সন্ধ্যা ৬ টায় সুমিত বিশ্বাসের প্রতিকৃতির সামনে উপস্থিত সকলের সামনে ফিনিকের সহ সভাপতির প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফিনিকের সমবেত রবীন্দ্র সংগীতের মাধ্যমে সুমিত বিশ্বাসকে স্মরণ করেন অনেক নাট্যজন। দর্শক সাধারণের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই গান গাইতে গাইতে সমস্ত দর্শক প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করেন। এরপর ফিনিকের পক্ষ থেকে সার্কেল থিয়েটারের প্রতিনিধি বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম নাট্যগোষ্ঠীর নেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শিল্পায়নের কর্ণধার আশীষ চট্টোপাধ্যায় এবং রূপান্তরের কর্ণধার শ্যামল দত্ত। ফিনিকের পক্ষ থেকে কনক মুখার্জি সুমিত বিশ্বাসের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। বরুণ কর সার্কেল থিয়েটারের গঠন ও চলন সম্পর্কে আলোকপাত করেন। আশীষ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্যামল দত্ত সুমিত বিশ্বাস সম্পর্কে বক্তব্য রাখার পর অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়পর্বে সার্কেল থিয়েটার প্রযোজিত সুমিত বিশ্বাস রচিত ও কনক মুখার্জী নির্দেশিত নাটক 'স্বপ্নপূরণ' মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে কৌশিক ঘোষ, অমিতা সেন, সুদীপ্তা দাস, মৌলি সেন, শম্ভুনাথ মুখার্জী, রাজ বাড়ে নজর কাড়ে। কোরিওগ্রাফিতে অংশগ্রহণ করেন মৌলি সেন, পল্লব দাস এবং রাজ বাড়ে। কনক মুখার্জী নির্দেশিত এই নাটকে শিশু শিল্পী সুদীপ্তা দাস সবার মনে ছাপ রেখে যায়।

তৃতীয়পর্বে গোবরডাঙ্গা রূপান্তর প্রযোজিত ও শ্যামল দত্ত নির্দেশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটক অবলম্বনে নাটক আত্মাহুতি মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকও দর্শকদের প্রভূত প্রশংসা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। বিপুল সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতিতে এক কথায় নিউদিল্লি সার্কেল থিয়েটারের এই উদ্যোগ গোবরডাঙ্গা নাট্যানুরাগী দর্শকদের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলে।

সার্বিক সাফল্যের নেপথ্যে নিউদিল্লি সার্কেল থিয়েটার ও ফিনিকের সঙ্গে গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম পরিবারের সহযোগিতা এবং শিল্পায়ন ষ্টুডিও থিয়েটারের কর্ণধার আশীষ চট্টোপাধ্যায়সহ শিল্পায়ন পরিবারের ইতিবাচক ভূমিকা থিয়েটারে সহযোগিতা পূর্ণ বন্ধুত্বের বন্ধনকেই দৃঢ় করে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাফল্যের সঙ্গে সঞ্চালনা করেন পথসেনার নাট্য ব্যক্তিত্ব জয়গোপাল চক্রবর্তী।

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের স্মরণে আকাশবাণীর অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : আগামী ১ জুলাই বাংলার নব রূপকার ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন। ওই দিনটি তাঁর মৃত্যুদিনও বটে। তাঁর বহুমুখী কর্মধারা নিয়ে আকাশবাণী কলকাতার গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে আসছে ১ জুলাই শনিবার সম্প্রচারিত হবে একটি আলোচনার। আলোচনায় অংশ নিয়েছেন প্রখ্যাত অভিনেতা অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বংশী বদন চট্টোপাধ্যায়। রামরঞ্জন দাসরায় অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক। কুড়ি মিনিটের এই অনুষ্ঠানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে বিধানচন্দ্র রায়ের জীবন কথা, শিক্ষা দীক্ষা, রাজনীতিতে যোগ, চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীত্ব, বাংলার জন্য নানান কর্মকাণ্ড প্রভৃতি। অত্যন্ত মূল্যবান এই শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অভিবন্দনার চিত্র ভাস্কর্য প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : জ্যৈষ্ঠর আকাশের সন্ধিক্ষণে শহরবাসী প্রখরত্ত তাপে দগ্ধ। বৃষ্টির প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে ঠিক সেইরকম একটি বিশেষ মুহূর্তে কলকাতার শিল্পচর্চার প্রাণকেন্দ্র আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সেন্টাল গ্যালারিতে অভিবন্দনা আয়োজিত 'সামার কার্নিভাল' শীর্ষক চিত্র ভাস্কর্য প্রদর্শনী শিল্প প্রেমিক তথা সাধারণ মানুষের মনে এনে দেয় এক পরম তৃপ্তি। ৭ দিনের এই চিত্র প্রদর্শনীতে ২৩জন শিল্পীর নির্বাচিত ৬০টি চিত্র ও ৭টি ভাস্কর্য সম্বলিত এই 'সামার কার্নিভাল' এক কথায় অসাধারণ। অভিবন্দনার প্রদর্শনী মানে নবীণ প্রজন্মের শিল্পীদের কাছে নতু পথে চলার একটি নিশ্চিত ঠিকানা। এবারেও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি। প্রত্যেক শিল্পীই পেয়েছেন বহু বিশিষ্ট গুণী শিল্পীর মূল্যবান পরামর্শ ও অগুণিত দর্শকের মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা। যা প্রতিটি শিল্পীর কাছে পরমপ্রাপ্তি। প্রদর্শনীর ছবি নির্বাচন এবং তার ডিসপ্লে প্রতিক্ষেত্রেই ছিল চূড়ান্ত পেশাদারিত্বের ছাপ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান চিত্রশিল্পী বাদল পাল ও বিশিষ্ট জনপ্রিয় চিত্রশিল্পী অমিত ভড়। মণিকের রায়ের সঙ্কট ভিন্ন ধারার ব্যতিক্রমী কাজ। এই পর্যায়ে চান্দ্রেয়ী রায়ের ৫টি কাজ ছিল। যেখানে পটচিত্রে মায়ের ভিন্ন ভিন্ন আটপৌরে অবয়ব রূপকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অমৃতা তেওয়ারির মর্ডান আর্ট খুবই প্রাসঙ্গিক ছিল। সুব্রত ভৌমিকের জেল পেন ও পেন্সিলের কাজ দুটি অসাধারণ। এই প্রদর্শনীতে আক্রেলিক মাধ্যমে কিছু অসাধারণ কাজ ছিল। পরিচয় মণ্ডলের নারীর সিরিজের চারটি কাজই অসাধারণ। প্রতিটি কাজের মধ্যে অসাধারণ ব্যালেন্স ছিল। রত্নাবলী দত্তের দুটি কাজও যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। রিঙ্কু সেন, সমর রায় প্রিয়ঙ্কা ঘোষের কাজ যথেষ্ট মনগ্রাহী। শিল্পী সুকান্ত চ্যাটার্জির ৫টি কাজের প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। তিনি তাঁর কাজের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ নিজস্ব স্টাইলকে উপস্থাপনা করতে চেষ্টা করেছেন এবং সম্পূর্ণরূপে স্থাপক। কুন্তলিকা চক্রবর্তীর শিব,গণেশ, বুদ্ধের তিনটি কাজ অসাধারণ। একটু অন্যভাবে উপস্থাপিত এই তিনটি কাজ বারবার দেখতে ইচ্ছা হয়। কাঠ দিয়ে নির্মিত মহানায়ক উত্তমকুমারের মুখমণ্ডল ফ্রেমবন্দি করেন শিল্পী স্বপন মণ্ডল। চমৎকার কাজ। তাঁর আর একটি ভাস্কর্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এই দুই অসাধারণ শিল্পীর যুগলবন্দি

উপস্থিতি সমগ্র অনুষ্ঠানকে অন্যমাত্রায় এনে দিয়েছিল। সামার কার্নিভালের প্রতিটি কাজই ছিল অসাধারণ। অ্যাক্রোলিক, ভেলরং, জলরং, মিশ্র মাধ্যম জেল পেন ও পেন্সিল, রঙিন পেন্সিল বিভিন্ন কাজ দর্শক মনকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে। প্রত্যেক শিল্পীর কাজের মধ্যেই ছিল সম্পূর্ণ নিজস্বতা। প্রদর্শনীর কিছু শিল্পীর কাজের কথা বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। তেল রং এর ক্ষেত্রে অনন্যা রায় চৌধুরী, রাজা বিশ্বাস ও অঙ্কিতা সরকারের কাজগুলি ছিল অসাধারণ। জল রং কিছু কাজ এখানে ছিল। যার মধ্যে অমিতাভ লাহিড়ী, মিনু দে, সন্তোষ কেশরী ড় অভিজিৎ দে, কাকলী বোসদের কাজ দেখে পরম তৃপ্তি অনুভূতি হয়। প্রত্যেকের কাজের মধ্যে দক্ষ হাতের মুন্সিয়ানার চাপ খুঁজে পাওয়া যায়। এরই পাশাপাশি মিশ্র মাধ্যমের কাজের মধ্যেও চূড়ান্ত পেশাদারিত্বের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষ করে সামনিকা পালের জয় জগন্নাথের কাজটি সম্পূর্ণ একটি ব্যক্তিক্রম কাজ। এই পর্যায়ে মন ছুঁয়ে যায়। সম্পূর্ণ কাঠের দ্বারা কাজ। প্রবীর সাহার দুটি ভাস্কর্য যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। মেটাল আর্টে কাশ্যপ রায়ের চারটি কাজ খুবই সুন্দর। সম্পূর্ণ ভিন্নধারার কাজ। অভিবন্দনার এই অসাধারণ উদ্যোগকে কুর্নিশ জানান উচিত। দীর্ঘ দিন ধরে তাঁরা নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম দিয়ে যাচ্ছে। তারজন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। আরো ভালোভাবে অভিবন্দনার রথ এগিয়ে চলুক।

সাইকেলে চড়ে পরিবেশ বান্ধবের বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৃথিবীকে দূষণ মুক্ত করতে সাইকেলে চড়ে পরিবেশ বান্ধবের বার্তা দিলেন জয়নগরের এক ব্যক্তি। আন্তর্জাতিক সাইকেল চালক উড়িষ্যায় দূষণ মুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে সাইকেল যাত্রা করে পরিবেশ বার্তা দিয়ে জয়নগরের বাড়িতে ফিরলেন মঙ্গলবার। বাংলাদেশ, নেপাল সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষে সাইকেলে যাত্রা করে। উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলায় সাইকেল যাত্রা করেন তিনি। সাইকেল চালকের নাম রামপ্রসাদ নস্কর (৩৮)। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানার অন্তর্গত রাজাপুর করাবেগ অঞ্চলে। তিনি বাড়ি ফিরে মঙ্গলবার বলেন, গত ২২ মে সে উড়িষ্যার ৩০টি জেলার দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে সাইকেল নিয়ে রওনা দিয়েছিল। মঙ্গলবার সে বাড়ি ফেরে। তিনি এও বলেন দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার ডাকে বিভিন্ন দেশে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে ঘুরে বেড়াই সাইকেল নিয়ে। এর আগে ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল, বাংলাদেশে গিয়েছিলেন সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য। এবারে উড়িষ্যার ৩০টি জেলায় দূষণমুক্ত পৃথিবী ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার রাস্তা সাইকেলে অতিক্রম করেন। ১৯৯৫ সাল থেকে তিনি সাইকেল চালান। সাইকেলে ছাড়া অন্য কোনো গাড়িতে এখনো ওঠেনি। সাইকেল নিয়েই সব সময় যাতায়াত করেন।

বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্ক আরও ঘনীভূত হওয়া উচিত: অরিন্দম মুখার্জী

ইনস্টিটিউট অব স্যোশাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ, কলকাতার পরিচালক অরিন্দম মুখার্জী। এই অঞ্চলের ভূ–রাজনীতি, কুটনীতি ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার নানা দিক নিয়ে কাজ করেন। 'শরণার্থী সংকট' নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সেমিনারে যোগ দিতে সম্প্রতি ঢাকায় গিয়েছিলেন তিনি।

আলিপুর বার্তা'র ঢাকাস্থ কার্যালয়ে শ্রী মুখার্জী বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্ক, সাম্প্রতিক বৈশ্বিক সংকট, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি আশরাফুল ইসলামের সঙ্গে। প্রকাশিত হচ্ছে আলাপচারিতার চুম্বকাংশ–

আলিপুর বার্তা : মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রধান মিত্র ভারতের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের যে পরম্পরা সমকালীন প্রেক্ষাপটে তার গুরুত্বকে আপনি কিভাবে বর্ণনা করবেন–

অরিন্দম মুখার্জী: ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বাংলাদেশও তাই। একটি অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে যে সম্পর্ক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হতে পারে; তার থেকে অনেক কাছাকাছি আসা সম্ভব যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়। সেই বিচারে এবং সমকালীন প্রেক্ষিতে আমার মনে হয়, বাংলাদেশ–ভারেতর পারস্পারিক সম্পর্ক এখন আরও বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। সেটি সরকারি স্তরে এবং জনগণের স্তরেও। ...বাংলাদেশের কিছু অভাব থাকতে পারে, আমরা সেটা পূরণ করতে পারি। আমাদের দিক থেকেও কিছু অভাব থাকতে পারে, সেটা বাংলাদেশ পূরণ করতে পারে। বৈশ্বিক করোনা মহামারি পরবর্তী বিশ্বে এই ধরনের কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা যদি দুই দেশ হাতে হাত মিলিয়ে চলি, আমার মনে হয় এই অঞ্চলের শান্তি যেমন থাকবে তেমনি বৈশ্বিক ভাবেও আমরা অনেক সমস্যা একসঙ্গে মোকাবেলা করতে পারব।

আলিপুর বার্তা : এই অঞ্চলের কিছু সংকট সম্প্রতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, বাংলাদেশে যেমন রোহিঙ্গা সংকট, ভারতের মণিপুরের সাম্প্রতিক সংকট। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশ ও ভারতের চিরকালীন বন্ধুত্বের সম্পর্কে আরও কোন কোন জায়গায় সুসংহত করার সুযোগ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

অরিন্দম মুখার্জী: আমার মনে হয়, এভাবে সংকট এতো বড় আকার নিত না যদি তৃতীয় শক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না থাকতো। এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার। তারা কোনভাবেই চায় না– এই অঞ্চল স্থিতিশীল অবস্থায় থাকুক। অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরি করাই তাদের ভূমিকা। ঘোলা জলে মাছ শিকার মতো ব্যাপার...যদি গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকে, যদি সুষ্ঠুভাবে কোনো দেশ চলে তাদের পক্ষে (তৃতীয় শক্তি) কাজ করা অসম্ভব হয়ে যায়। আজকে যেধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, এটা আমাদের মতো দুই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পারস্পারিক সহযোগিতায় এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে ভীষণভাবে সাহায্য করবে। এই সম্পর্কটা আরও ঘনিষ্ট ও ঘনীভূত হওয়া উচিত।

আলিপুর বার্তা : আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি বাংলাদেশের জন্য যে ভিসানীতি ঘোষণা করেছে, সেটা মুখ্য বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরেই। দুই দেশের গণমাধ্যমে বিষয়টি উঠে এসেছে যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফরে বিষয়টি গুরুত্ব পাওয়া উচিত। আপনি কী মনে করেন–

অরিন্দম মুখার্জী: দুই দেশেই (বাংলাদেশ ও ভারত) বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকার রয়েছে। আমরা চাইব যে দু'দেশে আবার গণতান্ত্রিক সরকার আসুক। এখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই অত্যন্ত শক্তিশালী। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের ঐতিহ্য হাজার বছরের। বাংলাদেশও তো একসময় ভারতীয় উপমহাদেশের অংশই ছিল। বাংলাদেশেরও গণতান্ত্রিক পরম্পরা রয়েছে। মাঝখানে হয়তো কিছুদিন এই পরম্পরা চ্যুত

হয়ে গিয়েছিল–মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি যখন বাংলাদেশে ছিল। নিশ্চিতভাবেই আমরা যদি পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে পারি– আমরা সব ধরনের সংকট মোকাবেলা করতে পারব। বাংলাদেশের যেকোনো সংকটে ভারত নিশ্চিতভাবেই পাশে থাকবে বলেই আমাদের জনগণ প্রত্যাশা করে। অতীত কিংবা নিকট অতীতেও তা প্রমাণিত।

আলিপুর বার্তা : বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে আমাদের অভিন্ন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে আমরা এই মাধ্যমটিকে কতটুকু সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি?

অরিন্দম মুখার্জী: এই উপমহাদেশ রবীন্দ্রনাথ –নজরুল–লালনের মতো অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের কর্মভূমি। সংস্কৃতি এই অঞ্চলের মানুষের রক্তে প্রবাহিত। সাংস্কৃতিক চিন্তভাবনা বাংলাদেশ–ভারতে দু'দেশেই অসাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনার প্রসার আরও বেশি হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে আমি যদি বাংলাদেশের বহু মানুষের সঙ্গে মিশি, তাদের সঙ্গে কথা বলি, বেশিরভাগই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। তারা এই কথা বলেন যে, দুই দেশের সম্পর্কের মূল ভিত্তি এই সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির আরও প্রচার ও প্রসার হওয়া দরকার। এমন একটা মেকানিজম করা যায় কিনা যে ভারত থেকে কোনো সাংস্কৃতিক টিম বাংলাদেশে ৬৪ জেলায় তারা ভ্রমণ করল। মনে রাখতে হবে, ভারত তো বড় জায়গা শুধু বাংলা নয়, অনেক রাজ্য রয়েছে দেশটিতে। তাদের অনেক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রয়েছে। সেটা যদি বাংলাদেশের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, আবার বাংলাদেশের নিজস্ব ভূমিজ সংস্কৃতি রয়েছে। লোকগান, লোকনৃত্য তথা লোকসংস্কৃতি এখানকার গৌরব। বাংলাদেশের এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও চেতনা ভারতেরবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও যদি পৌঁছে দেওয়া যায় তাহলে বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণা আরও সম্পষ্ট হবে। তারা আরও বেশি জানতে পারবে। নিশ্চিতভাবে দুই দেশের সরকার ও সাধারণ মানুষের; বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে এক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্টভাকে বেশি কাজ করা উচিত।

আলিপুর বার্তা : আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, সাম্প্রতিক দশকে বিভিন্ন মানদণ্ডে বাংলাদেশ এগিয়েছে। বাংলাদেশের এই অগ্রগতিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন–

অরিন্দম মুখার্জী: এক কথায় খুবই সুন্দর। আমি প্রায় দুই দশক ধরে বাংলাদেশে আসা–যাওয়া করছি। এখানে আগে যে বাংলাদেশ আমি দেখেছি আর বর্তমানে আমরা একটা সুন্দর পরিবর্তন দেখতে পারছি। যে উন্নয়ন হচ্ছে, মানুষের হাতে অর্থ অনেক এসেছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। খুবই পজেটিভ...আগামীদিনে বাংলাদেশে উন্নয়নের এই ধারাটা এগিয়ে নিতে পারলে দেশটি আরও অনেকদূর এগুতে পারবে।

আলিপুর বার্তা : বলা যায় আমরা কিছু ক্ষেত্রে দুই দেশ একধরণের অভিন্ন সংকট পার করছি। আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও প্রগতির বড় অন্তরায় হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। এই অঞ্চলের এক ধরণের বিষবাষ্প। সাম্প্রদায়িকতার অচলায়তন থেকে এই অঞ্চলের প্রগতিশীল শক্তির ব্যাপক উন্মেষের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন–

অরিন্দম মুখার্জী: সাম্প্রদায়িকতা উপমহাদেশে নিশ্চিতভাবেই একটি বড় সমস্যা। এটার অনেক ধরণের কারণ আছে। এটা যে দেশের মধ্যেই বিভিন্ন ধরণের কারণ সেটাই নয়। বর্হিবিশ্ব থেকেও বিভিন্ন কিছুর প্রভাব এখানে আসে এবং এর ফলে এখানে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পায়। আমার মনে হয় এই সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে না পারলে কোনো দিনই একটি দেশের প্রকৃত টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণের কাজ শুধু সরকার করলে এটা সম্ভব হবে না। সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রথমে আমার নিজের ঘরে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করেছে কিনা সেটা দেখতে হবে এবং তা দূর করতে হবে। সামাজিক সংগঠনগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সরকার তো নীতিমালা প্রণয়ণ করবে। সেটা তৃণমূলে পৌঁছে দেওয়ার কাজ সরকারর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ব্যক্তি–মানুষকে, বিভিন্ন সংগঠনকে করতে হবে। তাহলেই এটা করা সম্ভব।

আঁতস কাঁচে

প্রয়াত চন্দন

প্রয়াত ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২৯ জুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার। ছয়ের দশকে লাল-হলুদ জার্সিতে খেলেছিলেন চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৬৬ সালে ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক হন। ২০১৫ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফ থেকে তাঁকে জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালে মিলন সমিতিতে সই করেন ফুটবল জীবন শুরু। এরপর ভবানীপুর ক্লাব, সেখান থেকে জর্জ টেলিগ্রাফ। ১৯৬৩ সালে প্রথম লাল হলুদে যোগ দেন তিনি।

ইস্টবেঙ্গলের লক্ষ্য

উদীয়মান ফরোয়ার্ড গুরকিরাত সিংকে টার্গেট করেছে ইস্টবেঙ্গল। অনূর্ধ্ব ২০ জাতীয় দলের হয়ে গত বছর বেশ ভালো পারফর্ম করেন পঞ্জাবের তরুণ ফুটবলার। অনূর্ধ্ব-২০ জাতীয় দলের জার্সিতে ৮ ম্যাচে ১১ গোল রয়েছে তাঁর। গত বছর অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার বুট জিতেছিলেন। মুম্বই সিটি এফসির এই তরুণ ফুটবলারের উপরেই এখন ঝুঁকছে ইস্টবেঙ্গলের কর্তারা। এবার তাই গুরকিরাত সিংকে জালে তুলতে ঝাঁপাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল।

কোলাসো ওড়িশায়

মোহনবাগান ছেড়ে এবার ওড়িশার পথে পা রাখতে চলেছেন লিস্টন কোলাসো। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আসন্ন মরসুমে সম্ভবত সবুজ মেরুন জার্সিতে আর খেলতে দেখা যাবে না লিস্টন কোলাসোকে। গোয়ার এই তারকাকে সই করাতে চলেছে ওড়িশা এফসি। গত মরসুমে সবুজ মেরুন জার্সিতে একেবারেই ছন্দে ছিলেন না লিস্টন কোলাসো। এই মরসুমে সবুজ মেরুনের জার্সিতে সুযোগ পাওয়ার সম্ভবনা কম বুঝেই নতুন দলে যেতে চাইছেন লিস্টন কোলাসো।

বাগানে কামিন্স

কয়েক মাসের জল্পনার অবসান। সরকারিভাবে জেসন কামিন্সের নাম ঘোষণা করে দিল মোহনবাগান। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে খেলেছিলেন কামিন্স। এবার সবুজ মেরুন জার্সি পড়েই খেলতে দেখা যাবে অজি গোল মেশিনকে। সূত্রের খবর ১২ কোটি টাকা দিয়ে কামিন্সকে ঘরে তুলেছে মোহনবাগান এসজি। এরমধ্যে রয়েছে অবশ্য ট্রান্সফার ফিও। মোহনবাগান এসজি তাঁর সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করেছে। কামিন্স বলেন, এই ক্লাবের শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাস রয়েছে। আশা করি, আগামী তিন বছর আমি ক্লাবের ট্রফি ক্যাবিনেটে আরও কিছু ট্রফি এনে দিতে পারব'।

সৌরভের আক্ষেপ

ভারতের মাটিতে আসন্ন ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য সূচি প্রকাশ করেছে আইসিসি। সকলেই এই বিশ্বকাপের সূচিকে মন ভরে স্বাগত জানিয়েছেন। এরই মধ্যেই ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি একটি আবেগঘন ট্যুইট করেছেন। তিনি লেখেন, ভারতে বিশ্বকাপের জন্য মুখিয়ে আছি। করোনার জন্য বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আয়োজনের দায়িত্ব হাতছাড়া করেছিলাম। এটা দারুণ হতে চলেছে।'

বন্ধ সালগাওকর

গোয়ার সালগাওকর সিনিয়র টিম সহ অনূর্ধ্ব ২০ ও অনূর্ধ্ব ১৮ টিম তুলে দিল। জাতীয় লিগ, আই লিগ, ফেডারেশন কাপ, ডুরান্ড কাপ, রোভার্স কাপ সহ দেশের সব ট্রফি জেতা এই ক্লাব গত মরসুমেও সিনিয়র টিম নামিয়েছিল গোয়া প্রো লিগে। এবার আর তারা টিম দেবে না বলে ঘোষণা করেছে। সাব্বির আলির কোচিংয়ে ১৯৯৯ সালে সালগাওকর প্রথম জাতীয় লিগ পেয়েছিল।

২৭ বছর পর নন্দনকাননে বিশ্বকাপের ম্যাচ

পুজোর পরই শুরু ক্রিকেট উৎসব

সুমনা মণ্ডল

একদিনের বিশ্বকাপে স্মরণীয় মুহূর্তের সাক্ষী থাকবে ইডেন গার্ডেন্স। ক্রিকেটের নন্দনকাননেই ঠিক হবে কোন দল ফাইনাল খেলবে। দীর্ঘ ২৭ বছর পর কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে আয়োজিত হতে চলেছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচ। এবারের বিশ্বকাপে মোট ৫ ম্যাচের দায়িত্ব পাচ্ছে ইডেন গার্ডেন্স। এরমধ্যে অন্যতম এই সেমিফাইনাল। তবে সেমিফাইনালে ভারতের ম্যাচ হবে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ের মাঠেই। একমাত্র পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে শেষ চারের লড়াই হলে, তা হলে সেই ম্যাচ হবে কলকাতায়। আর তা যদি হয় তাহলে পুজোর বোনাস হিসেবে দেখতে পাবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় হাইভোল্টেজ ম্যাচ। এমনিতেই দক্ষিণ অফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচ দেখার সুযোগ থাকছে কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে। ৫ নভেম্বর হবে সেই ম্যাচ। সেদিন আবার বিরাট কোহলির স্পেশাল ডে। কারণ, বিরাটের বার্থ ডে। পাকিস্তানের দুটি ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্বেও ইডেন। একটা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলবে ৩১ অক্টোবর, অন্যটা ১২ নভেম্বর খেলবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশও দুটি ম্যাচ খেলবে এই ভেন্যুতে। একটা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে অন্যটা কোয়ালিফায়ার ১ এর বিরুদ্ধে খেলতে নামবে। দুর্গোৎসব শেষে লক্ষ্মীপুজোর দিন বাংলাদেশের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ইডেনের খেলা। ১৯৮৭ বিশ্বকাপের ফাইনাল, ১৯৯৬ বিশ্বকাপের উদ্বোধন ও সেমিফাইনাল ও ২০১৬ টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল হয়েছিল ক্রিকেটের নন্দনকানন কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। এবার পাঁচ ম্যাচের দায়িত্ব পেল। ২০১১ বিশ্বকাপের আগে স্টেডিয়াম প্রস্তুত না হওয়ায় একটা ম্যাচও হয়নি ইডেনে। ইডেনে শেষবার ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচ হয় ১৯৯৬ সালের ১৩ মার্চ ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা সেমিফাইনালে। দর্শকদের বিশৃঙ্খলায় ম্যাচ ভারতের ইনিংসের ৩৪.১ তম ওভারে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীলঙ্কা প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেট হারিয়ে তোলে ২৫১ রান। জবাবে ভারতের ১২০ রান তুলতেই ৮ উইকেট পড়ে যায়। এরপর আর খেলা এগোয়নি। সেই ম্যাচে ফাইনালে উঠেছিল শ্রীলঙ্কা। ২৭ বছর ৭ মাস পর ইডেনে ফিরছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচ। এবারে প্রাথমিক সূচিতে ছিল না ইডেনে সেমিফাইনাল ভেন্যু। লাস্ট মিনিটেই আইসিসি ও বিসিসিআইয়ের আলোচনায় বাজিমাত করে ইডেন। ফলে, পুজোর পরই ক্রিকেট উৎসবে মেতে উঠতে পারবে ইডেন।

ইডেন গার্ডেন্সে ম্যাচ

২৮ অক্টোবর, শনিবার, কোয়ালিফায়ার ১ বনাম বাংলাদেশ
৩১ অক্টোবর, মঙ্গলবার, পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ
৫ নভেম্বর, রবিবার, ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
১২ নভেম্বর, রবিবার, ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান
১৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, সেমিফাইনাল ২

শুরু হল কলকাতা লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ বছর পর জাঁকজমকভাবে শুরু হল কলকাতা লিগ। উদ্বোধনী ম্যাচে সাদার্ন সমিতিকে ২-০ গোলে হারাল অভিষেক ব্যানার্জির ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসি। পঞ্চায়েত ভোটের ব্যস্ততায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, বিধায়ক অভিষেক ব্যানার্জি। তারমধ্যে থাবা বসিয়েছিল বৃষ্টি। কিন্তু তাসত্ত্বেও বেশ ছিমছাম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কলকাতা লিগের ঢাকে কাঠি পড়ল। বৃষ্টির জন্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং ম্যাচ আধ ঘন্টা পিছিয়ে যায়। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের শুরুতেই কুকরী টিমের পারফরম্যান্স এবং পুলিশ ব্যান্ডের কুচকাওয়াজ। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার ফুটবলের মিলন ঘটল। লোকনৃত্য পরিবেশন করে বিগ ব্লাস্টার্স গ্রুপ। তবে আসল আকর্ষণ ছিল লেজার শো। রাতের অন্ধকারের বুক চিরে আলোর রোশনাই। জমকালো লেজার শোয়ের সঙ্গে আতশবাজি প্রদর্শনীর মিশ্রণে কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শ্রীভূমির পুজোয় বুর্জ খালিফার আলোকসজ্জার দায়িত্বে যারা ছিল, সেই একই সংস্থা কলকাতা লিগেও লেজার শোয়ের দায়িত্বে ছিল। ইডেনে আইপিএলেও তাঁরাই

লেজার শো করেছিল। আইএফএ সভাপতি অজিত ব্যানার্জি, সচিব অনির্বাণ দত্ত, চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, দুই সহ সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস এবং সৌরভ পাল সহ আইএফএর কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন মহমেডান স্পোর্টিংয়ের শীর্ষকর্তা কামারউদ্দিন, অমিত ভদ্র, শান্তি মল্লিকের মতো প্রাক্তন ফুটবলাররা।

এমসিসিতে বাংলার ঝুলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর পর নতুন পালক যোগ হল চাকদহ এক্সপ্রেসের। এমসিসির ক্রিকেট কমিটিতে জায়গা পেলেন বাংলার ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী। এমসিসির এই কমিটিতে বর্তমান ও প্রাক্তন ক্রিকেটার, আম্পায়ার এবং অফিসিয়ালরা থাকেন। মেয়েদের ওডিআই ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেট শিকারি বাংলার এই পেসার। গত বছরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। লর্ডসেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই ম্যাচ খেলে তুলে রাখেন বল। বিদায়ী ম্যাচে বিশ্বের অন্যতম সেরা পেসার ঝুলনকে গার্ড অফ অনারও দেওয়া হয়।সাদা বলের ক্রিকেটে ২৭২ ম্যাচে ৩০০ এর বেশি উইকেট নিয়েছেন ঝুলন। অন্যদিকে ১২টি টেস্ট ম্যাচে ৪৪ উইকেট নিয়েছেন। ৪০ বছর বয়সী এই তারকার জীবন কাহিনী নিয়ে চাকদহ এক্সপ্রেস নামে সিনেমাও হয়েছে। যা মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। গত বছর এমসিসির সাম্মানিক আজীবন সদস্যপদ দেওয়া হয় কিংবদন্তি ঝুলন গোস্বামীকে। সে।রভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর দ্বিতীয় বাঙালি, যিনি এমসিসির এই আজীবন সদস্যপদ পান। ঝুলন ছাড়াও ক্রিকেট কমিটির নতুন সদস্য হয়েছেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক ইয়ন মরগ্যান ও ইংল্যান্ড মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক হেদার নাইট। লর্ডসে দুই দিনব্যাপী ক্রিকেট কমিটির সভা শুরুর আগে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমসিসি। ফলে এবার ক্রিকেটের আইন পরিবর্তন কিংবা নতুন নিয়ম আনার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেবেন ঝুলনও। একই সঙ্গে জানানো হয়, নিজের খেলোয়াড়ি জীবনের শেষ বছরে মনোযোগ দিতে ক্রিকেট কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড ওপেনার অ্যালিস্টার কুক। ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও এসেক্সের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন অ্যালিস্টার কুক। এবার সেখান থেকেও অবসর নিতে চলেছেন এই বাঁহাতি ওপেনার। ইয়ন মর্গ্যান তাঁর জায়গায় ঢুকেছেন। তিনি ইংল্যান্ডের পুরুষ দলের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বেই ২০১৯ সালে প্রথমবার বিশ্ব জয়ের স্বাদ পায় ইংল্যান্ড। ফলে আপাতত ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট কমিটিতে থাকলেন মোট ১৪ জন। কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন মাইক গ্যাটিং। এমসিসি চেয়ারম্যান মাইক গ্যাটিং একটি বিবৃতিতে লেখেন, 'বিশ্ব ক্রিকেট কমিটিতে ঝুলন, হেদার, ইয়নকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা খুবই উচ্ছ্বসিত। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ স্তরে দীর্ঘ সময় ধরে দক্ষতার সঙ্গে খেলেছেন।' এমসিসিতে এখন রইলেন মাইক গ্যাটিং (চেয়ারম্যান), জেমি কক্স, সুজি বেটস, ক্লেয়ার কনর, কুমার ধর্মসেনা, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামী, হেদার নাইট, জাস্টিন ল্যাঙ্গার, ইয়ন মরগ্যান, রামিজ রাজা, কুমার সাঙ্গাকারা, গ্রাহাম স্মিথ, রিকি স্কারিট।

লক্ষ্মীপুজো থেকে কালীপুজোয় ম্যাচ করাই চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঐতিহ্যের ইডেন। কত স্মৃতি। কত খেলা। কত উন্মাদনা। এবারেও সেই ছবি ফুটে উঠবে আর মাস তিনেক পরই। শারদোৎসব শেষেই এবার ক্রিকেটের নন্দনকানন ভরে উঠবে বিশ্বকাপ উৎসবে। কারণ, ঘরের মাঠে ম্যাচ দেখতে মুখিয়ে দর্শকরা। সঙ্গে উপরি পাওনা সেমিফাইনাল ম্যাচ। সেখানে অবশ্য ভারতের ম্যাচ দেখার সম্ভাবনা প্রায় নেই। যদি না পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে মুখোমুখি দেখা না হয়। ১৯৯৬ সালের পর এই প্রথম ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচ পেল কলকাতা। ইডেনে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ হয়েছিল ১৯৮৭ সালে ২৩ অক্টোবর। এবার দুর্গাপুজো শেষে লক্ষ্মীপুজোর দিন অর্থাৎ ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশ ও কোয়ালিফায়ার ১ ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ইডেনের বিশ্বকাপ লড়াই। কালীপুজোর দিনও ম্যাচ রয়েছে ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তানের। নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। তবে পুজোর আবহেও ভরা গ্যালারিতে ম্যাচ করা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন,

'গত জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওয়ান ডেতেও গঙ্গাসাগর মেলা ছিল। সেই সময় কলকাতা পুলিশ নিরাপত্তা দিতে প্রথমে চায়নি। আমরা বোঝাই, তাহলে ম্যাচটা হবে না, অন্য রাজ্য নিয়ে নেবে। আমরা ৬ বছর পরে ওয়ান ডে পেয়েছি। অবশেষে ম্যাচ ভালোভাবে শেষ হয়। এবারও সেটা হবে আশা রাখছি।' বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে ঢেলে সাজছে ইডেন। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই নবরূপে দেখা যাবে ক্রিকেটের নন্দনকাননকে। কারণ, ২০২৩ বিশ্বকাপের অন্যতম ম্যাচ, সেমিফাইনাল হবে এই ইডেনেই। স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য মনে করেন, এ'সবই সম্ভব হয়েছে জয় শাহ কথা রাখায়। শেষমুহূর্তে সেমিফাইনালের ভেন্যু হিসেবে উঠে আসে ইডেনের নাম। এরজন্য ইডেনে প্রেস বক্স, মিডিয়া সেন্টার, কর্পোরেট বক্সের সংস্কারের পর ঝাঁ চকচকে ছবি দেখিয়ে বিশ্বকাপের জন্য ইডেনের সংস্কার সংক্রান্ত বিস্তারিত পরিকল্পনা বিসিসিআই সচিবকে জানান স্নেহাশিস। সিএবি সভাপতি জানিয়েছেন, 'গত আইপিএল ফাইনালে বোর্ড সচিব জয় শাহর সঙ্গে দেখা হয়। আমি বলেছিলাম ইডেনের গুরুত্ব। উনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন ইডেনে ভালো ম্যাচ দেবে। উনি ওনার কথা রাখলেন সেজন্য ধন্যবাদ জানাবো।' এরপরেই তিনি জানান, 'অনেক জায়গায় দেখছিলাম চেন্নাই, বেঙ্গালুরু সেমিফাইনাল পাবে। আমি কিন্তু আশা ছাড়িনি। সবসময় আমরা সেমিফাইনালের চেষ্টা করে গেছি। আর আমাদের সব ম্যাচে আইপিএলে ভর্তি ছিল এটা একটা অন্যতম কারণ। আর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওয়ান ডেতেও মাঠ ভর্তি ছিল। সেটা করতে পেরে ভালো লাগছে। এটা সিএবি টিমের জয়।'

টিটিতে আন্তর্জাতিক পদক আনল উলুবেরিয়ার মেয়ে স্বস্তিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অল্পের জন্য সোনার পদক পেলেন না স্বস্তিকা ঘোষ। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে চিনের গুয়া জিনের কাছে হেরে রুপো জিতলেন স্বস্তিকা। মিনি এশিয়া কাপ নামে খ্যাত এই টুর্নামেন্টে শুরু থেকেই দারুণ ছন্দে ছিলেন স্বস্তিকা। ভারত ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, চিন, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, ফিলিপিন্সের মত এশিয়ার বহু দেশ থেকে প্রতিনিধিরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কোয়ার্টার ফাইনালে পাঁচবারের অলিম্পিয়ান ও এশিয়া কাপে পদকজয়ী থাইল্যান্ডের কোপ ওংকে হারান তিনি। এরপর সেমিফাইনালে তিনি হারান মালয়েশিয়ার জাতীয় দলের খেলোয়াড় খেয়ারেনকে। ফাইনালে শুরুটা ভালই করেছিলেন উলুবেরিয়ার মেয়ে স্বস্তিকা। ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি। এগিয়ে থেকেও ৩-৪ ব্যবধানে হেরে রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল স্বস্তিকাকে। তবে তিনি হতাশ হননি। বরং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চান। ভুল থেকেই শিক্ষা নিয়ে নিজেকে শুধরে নিতে চান। এই মুহূর্তে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্ব পর্যায় টেবল টেনিসের র‍্যাঙ্কিংয়ে স্বস্তিকা আছেন ৯ নম্বরে। আগামী জুলাই মাসে চেক ওপেনে খেলবেন স্বস্তিকা। বাংলার মেয়ে হলেও মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলেন স্বস্তিকা। ভারতীয় সিনিয়র দলে তিনি ডাক পাওয়ার অপেক্ষায়। স্বস্তিকার বাবা সন্দীপ ঘোষ তাঁর কোচও।

পি সেন ট্রফি জিতল সবুজ মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মরসুমের শুরুতেই ট্রফি ঢুকল মোহনবাগানে। শাকির হাবিব গান্ধীর অপরাজিত ১৫৭ রানে পি সেন ট্রফি জিতল সবুজ মেরুন। ইডেনে খেলায় প্রথমে ব্যাটিং করে নামী দল ভবানীপুর করেছিল ৪৯ ওভারে ৩৫২/৭। জবাবে মোহনবাগান ৩৫৩/৯ করে ম্যাচ জিতে নিয়েছে। ফলে ভবানীপুরকে ১ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগানের ক্রিকেট দল। দিন রাতের ম্যাচে টসে জিতে ফিল্ডিং নেয় শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব। প্রথমে ব্যাট করে ৪৯ ওভারে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ৩৫২ রান তোলে ভবানীপুর। সর্বোচ্চ রান অভিষেক রামনের। ৭৪ রান করেন তিনি। অর্ধশতরান করেন অনুষ্টুপ মজুমদারও। ৭১ রান করে আউট হন। শুরুতেই অভিষেক ঘোষ ফিরে

যাওয়ার পর এই দু'জনের জুটিতে ১০০ রানের গণ্ডি পার করে ভবানীপুর। ৬০ রানে অপরাজিত থাকেন চিরাগ জানি।
শেষদিকে গুরুত্বপূর্ণ রান যোগ করেন ঋষি ধাওয়ান (৪১), জেসাল কারিয়া (৩৭)। মোহনবাগানের হয়ে ৩ উইকেট নেন সুনীল দালাল। পাহাড়প্রমাণ রান তোলার পর ভাবা হয়েছিল ম্যাচ সবুজ মেরুনের হাত থেকে ফস্কে গিয়েছে। কিন্তু ওপেনার শাকিরের ব্যাটে ভর করে বিশাল রান তাড়া করে জয় ছিনিয়ে নেয় মোহনবাগান। যদিও শুরুটা ভাল হয়নি তাঁদের। ১২ ওভারের মধ্যে ৮৮ রানে ৩ উইকেট পড়ে যায়। কিন্তু উইকেটের একটা দিক আঁকড়ে ধরে থাকেন শাকির। তিনিই দলকে লড়াইয়ে রাখেন। শুরুটা ভাল করেও ৪৫ রানে ফিরে যান ললিত যাদব। কিন্তু মাথা ঠান্ডা রেখে পালতোলা নৌকার বৈতরণী পার করেন শাকির।

দলবদলে মোহনবাগানের বড় চমক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দলগঠনে চমক দিল মোহনবাগান। আসন্ন মরসুমের জন্য লা লিগা খেলা ফুটবলারের সঙ্গে চুক্তি করলো সবুজ মেরুন দল। আর্মান্দো সাদিকুকে দলে নিয়েছে মেরিনার্সরা। লা লিগার দ্বিতীয় ডিভিশনে এফসি কার্তাহেনার হয়ে খেলেছেন সাদিকু। আলবেনিয়ার অন্যতম এই সেরা স্ট্রাইকার দেশ-বিদেশের বিভিন্ন লিগে খেলেছেন। যার মধ্যে অন্যতম বলিভিয়া, পোল্যান্ড এবং তুরস্ক। মোহনবাগানের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তিতে সই করেছেন সাদিকু। আসন্ন মরসুমে শক্তিশালী দলগঠনের দিকে মন দিয়েছে সবুজ মেরুন। আইএসএল জিতলেও এএফসি কাপে তাদের সাফল্য নজর কাড়ার মতো নয়। সবুজ মেরুনে সই করার পর সাদিকু বলেছেন, 'স্পেনে ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে এখন ভালো ধারণা তৈরি হয়েছে। স্পেন থেকে যে ফুটবলাররা ভারতে খেলতে এসেছেন তাঁরা ফিরে গিয়ে যথেষ্ট উচ্চ ধারণা দিচ্ছেন। মোহনবাগান যখন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে খেলার প্রস্তাব দেয় তখন আমি লিগ সম্পর্কে আরও খোঁজ খবর নিতে শুরু করি এবং আগ্রহ দেখাই। এটা সত্যি যে প্রস্তাব পাওয়ার পর সমস্ত খবর নিয়ে মোহনবাগান

সুপার জায়ান্টের টিম ম্যানেজমেন্টকে আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই জানাই, আমি এখানে আসতে রাজি।' তিনি আরও বলেন, 'ভারতীয় ফুটবলে শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগানের একটা ঐতিহ্য এবং গর্বের ইতিহাস আছে। সেই ১৩৩ বছরের পুরনো ক্লাবের জার্সি পরে খেলব, এটা ভেবে আমি গর্বিত এবং আনন্দিত। আমি আশাবাদী সতীর্থদের নিয়ে গতবারের পাওয়া আইএসএল ট্রফি এবারও জেতা যাবে। পাশাপাশি আমার লক্ষ্য থাকবে ক্লাবকে অন্য টুর্নামেন্টগুলিতেও সাফল্য এনে দেওয়া।'

গতবারের ব্যর্থতা ভুলে চ্যাম্পিয়নের স্বপ্ন দেখছে ইস্টবেঙ্গল, বিশ্বাস রাখছেন বিনো জর্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা লিগ শুরু হয়ে গেছে। শেষপর্যায়ের প্রস্তুতি চলছে ইস্টবেঙ্গলের। ২০১৭ সালের পর থেকেই কলকাতা লিগে ফুল ফোটাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। অথচ টানা জয়ের রেকর্ড রয়েছে এই দলেরই। এবার পুরোনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে চ্যাম্পিয়নের স্বপ্ন দেখছেন বিনো জর্জ। তিনিই এবার কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল দলের দায়িত্বে। মোহনবাগানের মতো যুব দল নিয়েই কলকাতা লিগ অভিযানে নামতে তৈরি ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্বে থাকা বিনো জর্জ। গতবার লিগে মোহনবাগান অংশ নেয়নি। ইস্টবেঙ্গল বিনো জর্জের অধীনেই

অংশ নিয়েও চূড়ান্ত খারাপ ফল করেছিল। একটা ম্যাচও জিততে পারেনি। এবার অন্যরকম ফলের আশা করছেন লাল হলুদ কোচ। বিনো জর্জ জানান, 'ইস্টবেঙ্গল এখন আমার পরিবার হয়ে গিয়েছে। আমরা আশা করছি গতবারের থেকে এবার আমরা ভালো পারফরম্যান্স করব। এবারও ক্লাব আমায় দায়িত্ব দিয়েছে লিগের। সেই জন্য কৃতজ্ঞ। ভালো লাগছে ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব পেয়ে। অনেক চ্যালেঞ্জিং আমার কাছে।' এরপরই তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, এই দল চ্যাম্পিয়ন হবে। সেই ভাবেই দল গঠন করা হয়েছে। তরুণ ফুটবলারদের প্রতিভা নিয়ে কোনও কিছু বলার নেই। আমরা কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে দলকে তৈরি করছি। সবাই সেরাটা দিতে প্রস্তুত। এবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে চাই।' করোনার পর এই প্রথমবার তিন প্রধান কলকাতা লিগে খেলতে নামছে। ইস্টবেঙ্গল নামছে ১০ জুলাই। ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ম্যাচ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিরুদ্ধে। ঘরের মাঠে খেলা দেখতে মুখিয়ে লাল হলুদ সমর্থকরাও। দ্বিতীয় ম্যাচ ১৩ জুলাই রেনবো অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিরুদ্ধে। ৫ জুলাই নৈহাটি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান ও পাঠচক্র। পরদিন মহমেডান মাঠে অভিযান শুরু করছে সাদা কালো ব্রিগেড। প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব। বিদেশিহীন কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল কতটা ভাল মরসুম শুরু করতে পারে, সেদিকেই নজর থাকবে লাল হলুদ সমর্থকদের।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com